প্রতীচী

The West
2021

তমসো মা জ্যোতির্গময়



Special Coverage

Satyajit Ray

Soumitra Chattopadhyay

BAGA

Bengali Association Of Greater Atlanta



THIS
Durga Puja
CELEBRATE THE HAPPINESS
OF FESTIVITY WITH SUVIDHA

Suvidha
INTERNATIONAL MARKET
The convenience you can trust!





SUVIDHA WISHES YOU A HAPPY

Dussehra & Durga Puja

Hope this festive season brings lots of joy to you and your family..

SUVIDHA INTERNATIONAL MARKET

International Groceries | Garden Fresh Vegetables | Pooja Samagri
Frozen Foods from all leading brands | Unmatched Selection and Service

CHECK OUT OUR
weekly specials

SUWANEE | MARIETTA | ALPHARETTA | MORRISVILLE | CHARLOTTE

প্রতীচী The West 2021

Bengali Association Of Greater Atlanta

BAGA

A nonprofit organization under IRS Code 501(c)(3)
PO Box 88541, Atlanta, GA 30356, USA
Serving the community since 1979



DISCLAIMER

The Bengali Association of Georgia ("BAGA") is not liable for any content submitted for publication or use in print, online, digital, audio-visual or any other media including but not limited to broadcasting. Such material, content or equipment remains the sole responsibility of the concerned individual, provider, participant, author, submitter, contributor, organization, creator, or content originator. BAGA accepts this material, content, or equipment for use in good faith and bears no responsibility for any liability whatsoever arising from such use, including alleged plagiarism or publication or use of unauthorized copyright material, provided by an individual, provider, participant, author, submitter, contributor, organization, creator, or content originator. BAGA reserves the right to reproduce or publish, for no financial gain, any of its indoor or outdoor onstage or other performances, events, or activities in any form, including, but not limited to, photographs, video recordings, narration, broadcasting, transcription on paper or on social media etc. By voluntarily participating in BAGA programs, performances, publications, events and activities, participants and attendees acknowledge they are public material which could be reproduced or published and release BAGA from all liabilities.

প্রতীচী The West 2021

সম্পাদক মন্ডলী:
মালবিকা (নীতা) বোস
রবীন্দ্র চক্রবর্তী
অনিল চক্রবর্তী
সজল চট্টোপাধ্যায়
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
পারমিতা ঘোষ
প্রশান্ত হাজরা
শিখা কর্মকার
পরিমল মজুমদার

ছোটদের প্রতীচী সম্পাদিকা:
মৌসুমী বসু

অঙ্কন ও চিত্রশিল্পী:
ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী
শর্বরী ঘোষ
শাশ্বতী মুখার্জী
তপন পাইন
সরসিজ দাসগুপ্ত

অক্ষর বিন্যাস,
রবীন্দ্র চক্রবর্তী
প্রশান্ত হাজরা

পরিকল্পনা ও রূপায়ণ
পরিমল মজুমদার

মাল্টিমিডিয়া
সতীনাথ সরকার

প্রচ্ছদ চিত্র
শর্বরী ঘোষ

প্রচ্ছদ পটভূমিকা আলোকচিত্র
সুজিত বোস

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও রূপায়ণ
পরিমল মজুমদার



Editors
Malabika (Nita) Bose
Rabindra Chakrabarty
Anil Chakraberti
Sajal Chattopadhyay
Soumitra Chattopadhyay
Paromita Ghosh
Prosanto Hazra
Sikha Karmakar
Parimal Majumder

Children's Editor
Mausumi Basu

Illustrators
Indrajit Chowdhury
Sarbari Ghosh
Saswati Mukherjee
Tapan Pyne
Sarasij Dasgupta

Typesetting
Rabindra Chakrabarty
Prosanto Hazra

Design & Layout
Parimal Majumder

Multimedia
Satinath Sarkar

Cover art
Sarbari Ghosh

Cover background photograph
Sujit Bose

Cover Design
Parimal Majumder

BAGA

Bengali Association of Greater Atlanta

CONTENTS

Protichi/ The West Credits
Credits to the creators of the magazine
Editorial by Soumitra Chattopadhyay 2
BAGA Chairparson's Message 3
List of Board of Directors 4
BAGA Executive Committee President's Message 5
List of Executive Committee Members 6
BAGA Extended Team Members 7
BAGA Events
Appreciation of BAGA Members 9
Remembering Bengali celebrities who passed away in 2020-2021 10-11

Tribute To Satyajit Ray
শতবর্ষে শ্রদ্ধায় ও স্মরণে কালজয়ী সত্যজিৎ রায়
Rimi Pati/রিমি পতি
সত্যজিৎ রায়ের চোখে আধুনিক নারী 17
Indira Bhowal/ইন্দিরা ভাওয়াল 21
ভাগ্যের পরিহাস
Pratichi Editors/সম্পাদক মন্ডলী
Zoom Interview with Sandip Ray and renowned actors 23

Tribute to Soumitra Chattopadhyay
Soumitra Chattopadhyay/সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
মিটিল মামনিকে ২০১৬ জন্মদিনে বাপির উপহার 25
Prosanto Hazra/প্রশান্ত হাজরা
In Memory of Soumitra Chatterjee 26
The Many Faces of Soumitra Chatterjee, a photo collage

Pratichi Editors/সম্পাদক মন্ডলী
Zoom Interview with Poulomi Bose, daughter of Soumitra Chatterjee 27

Niranjan Talukdar/নিরঞ্জন তালুকদার 28
A Discourse on Lessons from the Gita
Sikha Karmakar/শিখা কর্মকার 30
মাটির মানুষ

Rabindra Chakrabarty/রবীন্দ্র চক্রবর্তী
কৃষ্ণকলি 32
Ranjit Dutta/রঞ্জিত দত্ত
কেমন আছো তুমি ? 35
Rudrasankar/রুদ্রশংকর
রাস্তা 35
Manas De/মানস দে
রতনের মুড়ি 37
Kiriti Gupta/কিরীটি গুপ্ত
Splendid Europe 41
Asoke Ganguly/অশোক গাঙ্গুলী
অ-মানুষ 44
Anil Chakraberti/অনিল চক্রবর্তী
মন্ত্র-মুগ্ধ, মন্ত্র-মূর্খ 47
Asit N Sengupta/অসিত সেনগুপ্ত
The Days I left Behind 52
Shib Nath Sen/শিব নাথ সেন
Tradition is not what it used to be 56
Samar Mukhopadhyay, California/সমর মুখোপাধ্যায়, ক্যালিফ
সনাতনী 59
Sajal Chattopadhyay/সজল চট্টোপাধ্যায়
২০২০ 64
Asitbaran Chattopadhyay/অসিতবরণ চট্টোপাধ্যায়
খেলা 64
Subhadeep Mandal/শুভদীপ মণ্ডল
Kolkata Tram and its Evolution as an Iconic Identity of the City 65
Oindrila Basu/ঐন্দ্রিলা বসু
শুভ মহালয়া 70
Paramita Kar Biswas /পারমিতা কর বিশ্বাস
কবি যখন আপনজন 74
Prosanto Hazra/প্রশান্ত হাজরা
"Paradise Regained" ! A travelogue (With apologies to John Milton)
Sakti Karbhoumik Duttaroy/শক্তি করভৌমিক দত্তরায়
শারদশশী 83
Anupkumar Acharya/অনুপকুমার আচার্য
আজকের পাঠক্রম 83
Raka Chakraborty
Kasha mannaya 84

সম্পাদকীয়

প্রতীচী ২০২১

আমাদের বাল্যবয়স থেকে কোন উৎসবের সময় এলেই চতুর্দিক থেকে তারস্বরে মাইকের আওয়াজ পাওয়া যেত। তখন শব্দ দূষণের ধারণাটা মানুষের মধ্যে ছিল না। একদিক থেকে হয়ত বা রাজ কাপুরের হিন্দি ছবির গান শোনা যেত, তো অন্যদিকে চলতো 'কেদার রায়' বা 'সিরাজুদ্দৌলা' নাটকের রেকর্ড। এই ব্যাপারটা হতে দেখেছি সত্তর-আশির দশক অবধি। একদিনের কথা আমার পরিষ্কার মনে আছে। একটা কোন যাত্রা উৎসব হবে বাড়ির কাছাকাছি। চারদিক থেকে মাইক। প্রথমটিতে চলছে শোলের গব্বর সিং-এর 'কিতনে আদমি থে', দ্বিতীয়টাতে চলছে 'বাবা তারকনাথের' গান - 'তুমি পাথর নাকি প্রাণ, তুমি আছ কি না কর তার প্রমাণ, আজ তোমার পরীক্ষা ভগবান', তৃতীয়টিতে সুমন চট্টোপাধ্যায়ের 'তোমাকে চাই' গান। এর মধ্যে একটি গান মনে পড়ে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের গাওয়া 'চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়' - সাধারণ ভাবে এ কথার সঙ্গে প্রায় সবাই কমবেশি একমত হবেন, তবে গত দেড় বছরের ওপর ধরে এর সঙ্গে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের প্রতিটি মানুষ মনে হয় সর্বাত্মক ভাবে সহমত হবেন যে এত খারাপ সময় তাঁদের জীবদ্দশায় তাঁরা আর কখনও দেখেন নি। প্রত্যেকেই চেনা-শোনা-বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেউ না কেউ কোভিড রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। কেউ বা আর এ জগতে নেই।

তার সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা রোজই যেন বেড়ে যাচ্ছে। একদিকে বন্যা, অন্যদিকে দাবানল তো অন্য কোথাও ধ্বস নেমে প্রাণহানি; সাইক্লোন, হারিকেন, এসব লেগেই আছে। তারপর মানুষসৃষ্ট অনাসৃষ্টি তো আছেই। তারই মধ্যে এদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হল কদিন আগে। তাতে পূর্বতন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প-কে হারিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন বাইডেন। তাঁর সঙ্গী উপ-রাষ্ট্রপতি হ্যারিস অংশত ভারতীয় বংশোদ্ভূত। পশ্চিম বঙ্গের বিধান সভা নির্বাচনে তৃতীয়বারের জন্যে মুখ্য মন্ত্রী হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আফগানিস্তান আবার তালিবানদের দখলে। এরই মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক বাঙালির গর্ব সত্যজিৎ রায়ের জন্ম শতবর্ষ পালিত হল গত মে মাসের দু তারিখ। তিনি আমাদের প্রাণের অনুভূতিতে সর্বদা বিরাজমান। তাঁর প্রথম ছবি "পথের পাঁচালী" মুক্তি পেয়েছিল ১৯৫৫ সালে, অর্থাৎ সে ছবির ও বয়স হল ৬৬ বছর। তাঁর 'অপু' ট্রিলজি নিয়ে আলোচনা যত হয়, দুর্ভাগ্যবশত সত্তর দশকের পশ্চিম বঙ্গের অশান্ত দিনগুলিকে কেন্দ্র করে বানানো ট্রিলজি (সীমাবদ্ধ, প্রতিদ্বন্দ্বী, জন-অরণ্য) নিয়ে ঠিক ততটা হয় না। ওই ছবিগুলির প্রথম-টি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৭১-এ, অর্থাৎ আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে।

কিছুদিন আগে তাঁর প্রিয় নায়ক যাঁকে অনেকে বলেন তাঁর 'মানসপুত্র', সেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কিছুদিন রোগ ভোগ করার পর আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি আমাদের 'প্রতীচী'-র নিয়মিত লেখক ছিলেন। এই দুই অসম প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্বকে সম্মান জানাতে আমরা এবারের সংখ্যায় দুটি বিশেষ বিভাগ রেখেছি। এক বিভাগে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন সত্যজিৎ-পুত্র এবং স্বনামধন্য পরিচালক সন্দীপ রায়, সীমাবদ্ধ-র নায়ক বরুণ চন্দ, জনঅরণ্য-র নায়ক প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, ও ফেলুদা ছবিগুলির প্রথম 'তোপসে' ভূমিকার অভিনেতা সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রমুখ। আর অন্য বিভাগে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে আলোচনা করছেন তাঁর কন্যা পৌলমী বসু।

পুজোর আর দেরি নেই। সেই ডাকে সারা দিয়ে বিগত বছরের মত আপনাদের সামনে আনছি হরেক রকমের গল্প, কবিতা, ছবি, আঁকা সব নিয়ে এক মনোগ্রাহী পত্রিকা। আশা করি আপনাদের সকলের ভাল লাগবে। আপনাদের পুজো খুব ভাল কাটুক, খুব আনন্দে কাটুক। আসুন সশরীরে এবার আমরা মা-কে বলি, "জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী,/দুর্গা, শিবা, ক্ষমাধাত্রী, স্বহা, স্বধা, নমস্তুতে"। মা আমাদের মঙ্গল করুন।

নমস্কারান্তে,
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

BAGA Chairperson's Desk

Dear BAGA Members,

It is my great honor to welcome you to 2021. This is the 42nd year of the Bengali Association of Greater Atlanta (BAGA), and I believe it will go down as one of the most unique years in our history.

The current pandemic has been a hardship on all of us. We have seen how fragile our lives are, and we have witnessed uncertainty all around us. But we have a great and caring community, and I am convinced we will get through this together.

This is my second term as Chairman of the BAGA Board of Directors, and I am grateful to be surrounded by a wonderful Board of Directors, Executive Committee, Sports Committee, and Youth Committee. They have all worked tirelessly for the BAGA community.

I hope that we will all be able to continue enjoying all the in-person events that our Executive Committee is organizing, which started with a picnic on August 14th.

Stay safe, stay healthy, and take care of yourselves, your families, and your communities.

I wish you all the best!

Kiriti Gupta
(Chairperson, BAGA Board of Directors)



BAGA

Board Of Directors (2021-2022)

Kiriti Gupta
Chairperson

Arindam Tapaswi
Treasurer

Mohua Maity
Secretary

Ayan Banerjee
Director

Dr. Anirban Majumdar
Director

BAGA President's Desk

Dear BAGA Family,

It has been truly an honor and a great privilege to serve a community which was started 42 years ago with a vision to celebrate our Bengali culture and heritage as one family. My team and I would like to thank all members of the community for the support we received to organize various events during an ongoing pandemic. On *this* occasion of *Durga Utsav* we wish all our members and their dear ones and extended families good health and prosperity.

Durga Puja is a special time in our hearts and minds. This year it is extra special as we are trying to return to in-person celebration after a hiatus of one year. We hope to conduct it following all safety guidelines. We would love to catch-up with all of you during the Puja. It will be organized over two days, October 9th and 10th. During those 2 days we are planning to conduct Puja rituals, cultural events and serve delicious food.

While Durga Puja is certainly the crown jewel of our annual community celebrations, we present many other events throughout the year during which we showcase our community's creativity, culture, heritage and most importantly, come together as a family to have some fun and good times.

We started the year with many uncertainties. Not knowing what the future held for us in 2021, we decided on a discounted membership for only this year. We strengthened our digital footprint and leveraged various new technologies to reach out to you online.

This year our events started with the BAGA photography competition called *Photomontage*. It was an opportunity for all of us to enjoy beautiful photography by talented photographers from Atlanta.

program *"Ami Tarei Khuje Berai"* celebrating the works of Rabindranath Tagore. It featured amazing performances from our talented Members.

With increased vaccination and following updated CDC guidelines, we decided to meet in-person after a gap of almost a year and a half to enjoy BAGA's annual picnic. It was time for a lot of grilling, kosa mangsho and great adda!

This year has been unlike any. In spite of numerous uncertainties, my Executive team made sure that we find newer and creative ways to celebrate our events. As we return to traditional in-

Saraswati Puja was held online with a live telecast of the Puja and Anjali and food pick-up from 2 locations. This ensured all of us could celebrate the Puja together with great food and an awesome cultural program "*Chitramala*" put together by BAGA's next generation. It was broadcast across multiple digital platforms. For the first time we organized an online quiz competition for BAGA youth which was very well received and generated great interest and excitement.

We shared multiple communications with our members about vaccination and other Covid related guidelines. When the Covid situation worsened in India we immediately decided to help and save as many lives as possible. We partnered with like-minded organizations in Atlanta to petition various US representatives to send aid to India. We thank all BAGA Members for their overwhelming response. I would also like to thank BYC for their extensive help with the fund-raising drive.

In spite of all of our efforts, very sadly some of our members lost their loved ones to the pandemic. We also deeply regret the loss of some dear old-time BAGA associates. We collectively pray that their departed souls may Rest in Peace.

We continued to present events online as the vaccination drive was still in its infancy. We celebrated Poila Baisakh with BAGA's own game show, a fun program called "*Lag Bhelki Lag*". We also enjoyed the comedy natok "*Dui Bari - Bara Bari*". Both the programs were a technical marvel. We are deeply grateful to those who worked behind the scenes to make it possible.

As always, we paid tribute to the great poets of Bengal during *Kabi Jayanti*.

I thank them for their passion, sincerity and hard work.

I would also like to offer my sincere and respectful appreciation to our Senior members, our past and current BOD, EC and BYC members who guided BAGA to where it stands today.

May Ma Durga bring peace, prosperity and good health to all of us.

Best wishes to all of you from EC 2021.

Avijit Saha, President
BAGA 2021

BAGA Executive Committee Members



Shantanu Paul (Treasurer)

Shantanu has been a BAGA member since he moved to Georgia in 2015. He lives in Alpharetta with his wife Debarati and son Mihir. They enjoy being involved in various BAGA activities. Shantanu and his family send you their best wishes for a very happy and blessed Durga Puja.

Debasree Roy (Vice President)

Debasree moved to Alpharetta, Georgia in 2017 from Lexington, Kentucky with her husband Saurav. Since then, they have had the pleasure of being with the BAGA community. They feel it has been like a breath of fresh air which has nourished our vibrant Bengali culture. Debasree feels privileged to serve all BAGA members. She and her family wish the entire BAGA family the very best. They also hope you stay safe and healthy!!

Sarbani Samadder (Vice President)

By nature, Sarbani is a jovial, fun-loving person. After moving to the US, Sarbani started missing her relatives, friends, and cultural activities. Gradually all of her local friends began to fill those gaps in her life. Friendship and the Bengali community became a major part of her life wherever she moved. In the last 16 years, Sarbani was an active part of the Bengali association executive committee in Richmond, San Diego, and now in Atlanta. She lives in Johns Creek with her husband Amartya and two sons Rio and Ron. Sarbani and family send you their hearty Puja greetings!

Romeo Lasker (Vice President)

Romeo Laskar, a BAGA member moved to Atlanta in 2015 with his wife Snigdha and their two kids. He considers it very fortunate to be a part of this community and is immensely proud of the cultural heritage of the people in this community. He firmly believes in cultural enrichment through community connections and development. Romeo and family send you all their best wishes on the occasion of Durga Puja.

Dipankar Chatterjee (Vice President)

Dipankar has been living in Atlanta since 2010. He lives in Suwanee with wife Neha, daughter Diva, Olaf (their dog) and Elsa (their cat). They enjoy being involved in various BAGA activities which keep them close to our culture even while being far away from India. They wish you much happiness, extend their best wishes to everyone and look forward to seeing you all during Durga Puja.

BAGA EXTENDED COMMITTEE

Photo Montage - Online Photography Competition: 14th February
Competition Coordinators: Kamalksha Das, Sujit Bose, Satinath Sakar

Saraswati Puja – February 20, 2021 - Virtual
Purohit : Sailendra Banerjee
Puja Assistant: Gauri Banerjee, Malini Ghosh, Rikhia Saha, Neha Chatterjee
Cultural Program Committee: Sarbani Samadder, Debasree Roy
Program Anchor: Chaitali De, Amartya Samadder
Quiz Director: Rina Datta Chakravorty,
Quiz Anchor: Avijit Chowdhuri
Food Committee: Dipankar Chatterjee, Romeo Laskar

Kids Math Quiz: April 4th, 2021 - Virtual Program
Quiz Director: Rituparna Banerjee
Anchor: Runa Talukdar Maitra
Technical Team: Shantanu Paul, Anshuman Guin

Nabarsho - Virtual Program: April 17th, 2021
Natok Director: Chaitali De, Subhadra Gupta (script)
Game Show: Avijit Chowdhuri
Technical Team: Shantanu Paul, Arijit Chowdhuri

Kobi Jayanti - Virtual Program, 5th June, 2021
Program Coordinator - Apala Sen, Surojit Bandopadhay
Technical Team: Sarbani Samadder

Picnic - 14th August 2021
Venue: Shantanu Paul
Food: Dipankar Chatterjee, Kishore Chakrabarty, Ruby Ghosh, Subhra Maitra, Parimal Mazumder

Mahalaya: October 2,2021 – Virtual Program
Cultural Program Committee: Sarbani Samadder, Debasree Roy
Program Coordinator: Subhadra Gupta
Tarpan: Pradip K Bhowal

Durga Puja: October 9th and 10th, 2021
Purohit: Sailendra Banerjee
Assistant: Gauri Banerjee, Soma De, Mala Basu, Lahari Da, Chandra Roy, Devjani Purkayastha, Shanta Gupta
Cultural Program Committee: Sarbani Samadder, Debasree Roy
Food Committee: Dipankar Chatterjee, Snigdha Laskar, Ruby & Sankar Ghosh
Fund Collection: Mamata Paul, Kiriti & Shanta Gupta, Kishore Chakrabarty, Dharmajyoti Bhowmik
Logistics Committee: Romero Laskar, Sumanta Bardhan, Jayant Nath
Aashayein - Directed by Dr. Raktim Sen
Bohurupee (Kids Song and dance drama) - Coordinated by Sarbani Samadder, Debasree Roy, Geetanjali Talukdar, Rikhia Saha, Runa Talukdar Maitra
Nritya Sangam - Coordinated by - Anupa Thakurata
Pancham - drama - Directed by Shankar Sen



2021 BAGA Puja Schedule

Venue: **Mountain View High School**
Address: 2351 Sunny Hill Rd, Lawrenceville, GA 30043

9th October, Saturday

Pujo	:10.00 AM - 2.00 PM ,
Aarti	: 7.00 PM - 7.30PM
Pusphanjali	: 1.00 PM
Lunch	:1:30 PM - 2:30 PM
Cultural Program	:3:30 PM - 8:00 PM
Dinner	:8:00 PM - 9:30 PM
Cultural Program	:9:30 PM - 11:30 PM

10th October, Sunday

Pujo	:10.00 AM - 1.00 PM
Pusphanjali	:1.00 PM
Lunch	:1:30 PM - 2:30 PM
Bhasan	:2:30 PM - 3:30 PM
Cultural Program	:3:30 PM - 5:30 PM

Follow us on Facebook, Youtube and on BAGA.net

Acknowledgement

Dear BAGA Members, Patrons,
Sponsors, and Volunteers,

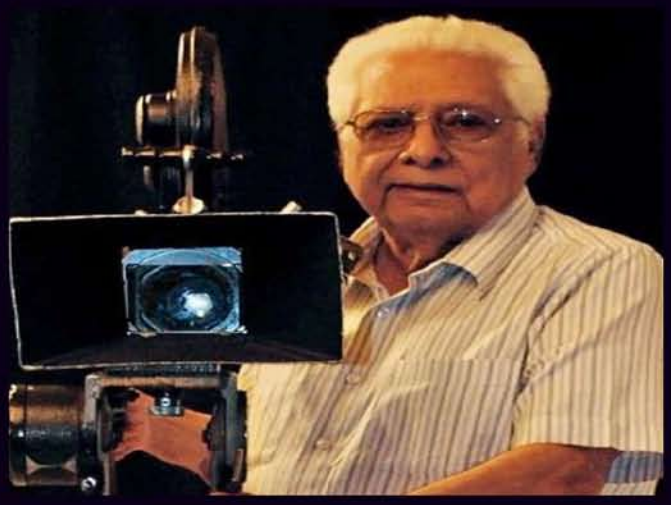
We thank you for all your support.

BAGA Executive Committee
&
BAGA Board of Directors

Remembering Bengali celebrities who passed away in 2020-2021



Pranab Mukherjee



Basu Chatterjee



Shankha Ghosh & Pratima Ghosh



Amala Shankar



Arun Guhathakurta

Remembering Bengali celebrities who passed away in 2020-2021



Monu Mukherjee



PK Banerjee



Pradip Ghosh



Santu Mukherjee



Tapas Paul



Shakti Thakur

Remembering Bengali celebrities who passed away in 2020-2021



Soumitra Chatterjee & Deepa Chatterjee



Usha Ganguli



Shuvankar Banerjee



ATLANTA

Bringing to you the

Flavors of India

CELEBRATE YOUR SPECIAL OCCASION WITH US!

DINE-IN | TAKE AWAY | CATERING

For Bookings & Group Orders:
(404) 255-5052 / 5059

For Pickup Orders:
www.bawarchiatlanta.com

Dine-In:
6627-A Roswell Rd NE, Sandy Springs,
GA 30328

Follow us on: @bawarchibiryanisatlanta

Durga Puja Greetings From

ALL EXTERMINATING
Cumming, GA

Services:

Termites, Pest Control, Mosquito Control, Termite Control, Termite, Pre-Treatments, WIIR Letters, Wildlife Control, Gutter Protection, Blowback Insulation, Vent Install, Vapor Barrier, Wood Insulation, Custom Hole Repair, And Many More....

256 Castleberry Industrial Drive
Cumming, GA 30040
PH: 770-887-2571
www.allexterminatingga.com

For All Your Exterminating & Wildlife Needs
Serving North Atlanta since 1989

INDIA PLAZA

High Quality Indian Supermarket
More Variety of Groceries



www.indiaplazallc.com

2905 Jorda Court
Suite E
Alpharetta, GA 30004

info@indiaplazallc.com
Tel: 678-867-0388
Fax: 678-348-7239

MASALA

AUTHENTIC INDIAN CUISINE

BANQUET FACILITIES AVAILABLE
CATERING FOR ALL OCCASIONS
WITH FULL SERVICE

OPEN SIX DAYS A WEEK. TUESDAY - CLOSED

Hours: 11:30AM - 10:30PM

1713 Church Street Decatur, GA 30033
Tel: 404-296-9999 Fax: 404-299-3036
www.mirchmasaladecatur.com

All Vegetarian ItemsCooked Seperately

WE SERVE HALAL
حلال
HALAL

LUNCH BUFFET	DINNER BUFFET
$12.00	$15.00
11:30AM-4:30PM	4:30PM-10:00PM

শতবর্ষে শ্রদ্ধায় ও স্মরণে সত্যজিৎ রায়



Painting by Indrajit Chowdhury

সত্যজিৎ রায়ের চোখে আধুনিক নারী

রিমি পতি

ক্যামেরা খুব টাইট এঙ্গেল থেকে, কখনো সামনে, কখনো পেছনে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন আটপৌরে শাড়ি পরা গৃহবধূ ও তার তরুণ স্বামীর গার্হস্থ আলাপ আলোচনা। নিভৃত, দাম্পত্য অন্তরঙ্গতার জন্য কোন আড়াল বা একান্ত কোন স্থান নেই সেখানে। সেই অপরিসর, দুই কামরার বাড়ীতে অর্থাভাব প্রকট, সামান্য চা পাতা বা থার্মোমিটার ধার করতে হয় প্রতিবেশীর কাছে। হ্যাঁ, আমরা সেই "মহানগর" ছবিতে আরতি ও সুব্রত মজুমদারের পরিবারের কথা বলছি। সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে সেই প্রথম বাঙলা ছবির দর্শক এক আধুনিক নারীকে রূপালী পর্দায় দেখতে পেলেন। ছবির পটভূমিতে ফুটে উঠেছে পঞ্চাশের দশকের কলকাতা।

সেই যুগের মহানায়িকা শ্রীমতী সেন এবং আরো অনেকেই তখনো পোশাকে, বাহ্যিক আচরণে, প্রেমে, খুনসুটিতে, অভিমানে আধুনিকার অনুকরণ করছেন কিন্তু নায়কের হৃদয় জয় করা ছাড়া এঁদের অন্য কোন উদ্দেশ্য পর্দায় দেখা যাচ্ছে না। হিন্দী ছবিতেও একই চিত্র, কেবল নায়িকার নাচে, গানে লাস্যে দর্শক বিভোর হয়ে তিন ঘন্টা আটকে থেকেছেন কিন্তু নায়িকার বুদ্ধিমত্তা বা বিচক্ষণতা নিয়ে মাথা ঘামানো নিষ্প্রয়োজন বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের সাহিত্যে নারী চরিত্রের উপস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে কিন্তু রূপালী পর্দায় তাঁর নায়িকারা অত্যন্ত সাবলীল ও ব্যঞ্জনাময় বললে অত্যুক্তি হয় না। চলচ্চিত্র শিল্পের প্রথম যুগে নারীর উপস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ আলংকারিক। পরে সবাক চলচ্চিত্রের যুগ এলো, তখনও নারী শুধু মাত্র নয়ন শোভন প্রেমিকা, আত্মত্যাগী মা বা আদুরে বোন। চিত্রনাট্যের বাকি পুরুষ চরিত্রগুলিকে সার্থক ভাবে পরিস্ফুট করাই তার উপস্থিতির একমাত্র উদ্দেশ্য। সমাজ ব্যবস্থা তখনও পুরোপুরি পুরুষ তান্ত্রিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে নারীরা কর্মক্ষত্রে এগিয়ে এলেন, কলে কারখানায়, কৃষিকাজে, আর্ত আতুরের পরিসেবায় নারীর অবদান অস্বীকার করার উপায় রইল না। আশ্চর্যজনক হলেও রূপালী পর্দায় এর যথাযথ প্রতিফলন হোল না কারণ আমাদের দেশে চলচ্চিত্রশিল্প এক হিসেবে তখনো আঁতুড়ে, বিনোদনের মাধ্যম মাত্র।

হলিউডে আস্তে আস্তে এক আধটা ব্যতিক্রমী, নায়িকা প্রধান ছবি করা শুরু হয়েছে।"অল আবউট ঈভ"(১৯৫০) একটি ক্লাসিক নারীবাদী ছবি, যেটা এক উঠতি অভিনেত্রীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং তার অভিনয় জীবনের ওঠাপড়া, খ্যাতির উচ্চতম সোপানে পা রাখার জন্য যে কোন ছল চাতুরীর আশ্রয় নেওয়ার একটি জীবন ধর্মী আখ্যান। বেটি ডেভিস ও অ্যান ব্যাক্সটারের অসাধারণ অভিনয় চলচ্চিত্র প্রেমীদের বার বার বাধ্য করে সেই ছবিটি আরেকবার দেখতে। ক্যথারিন হেপবার্ন এর "আফ্রিকান কুইন"(১৯৫১) এই সময়ের আরেকটি ক্লাসিক ছবি, যেখানে নায়িকা হেপবার্ন, নায়কের রুক্ষ পুরুষালী আচার আচরণ অগ্রাহ্য করে সমানে, সমানে চাপান উতোর চালিয়ে যান সেই অবিস্মরনীয় নৌকা যাত্রায়। ভারতীয় ছবির নায়িকা তখনো পুরুষের সমকক্ষ হওয়া দুরস্থান, বহু পিছনে ছায়ার মত অনুসরণ কারিনীর ভুমিকায়।

১৯৬২ তে মুক্তি পেল সত্যজিৎ রায়ের একটি ভিন্ন স্বাদের ছবি, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'। এখানে কোন একজন নায়িকা নেই, তবে বিভিন্ন বয়সের নারীরা তাদের নিজ নিজ অবস্থান দর্শককে বুঝিয়ে দেয় খুব কম সংলাপে। উচ্চবিত্ত, সম্ভ্রান্ত একটি পরিবার, তাদের নিকট আত্মীয় সহ দার্জিলিং বেড়াতে আসেন। এরা যেন আমাদের খুব চেনা মনে হয়।মণিষার ভুমিকায় অলকানন্দা রায়, সম্বন্ধ করা, সাজানো কোর্ট শীপ অগ্রাহ্য করে রাশ ভারী পিতার মতের বিরুদ্ধে প্রচলিত পুরুষতন্ত্রের অচলায়তনে সেই প্রথম আঘাত হানে। পাহাড় এখানে এক অপূর্ব, মায়াবী পশ্চাদপট, নেপালী গানের সুর, পাহাড়ের চড়াই উৎরাই কথা না বলেও সমস্ত ছবিটি জুড়ে থাকে।



সত্যজিৎ রায়ের চোখে আধুনিক নারী

১৯৬৩ সালে মুক্তি পেল সত্যজিৎ রায়ের মহানগর ছবি। বলা যায় বাংলার দর্শক মহল এই ছবিতে প্রথম এক প্রকৃত আধুনিকার সঙ্গে পরিচিত হল যার চাওয়া পাওয়া, মানসিক দ্বিধা ও কর্তব্য বোধের কথা অত্যন্ত সুক্ষভাবে ফুটে উঠেছে প্রতিটি দৃশ্যে। ঘরের বউ আরতি (মাধবী চট্টোপাধ্যায়) সংসারের অভাব মেটাতে চাকরি করতে বেরিয়ে ঘরে, বাইরে প্রতিকুল পরিবেশের মোকাবিলা করলো অতি দক্ষতার সঙ্গে। বাঙ্গালী দর্শক এক আটপৌরে গৃহবধুকে রূপান্তরিত হতে দেখলো সেলাই মেশিন সেলস গার্ল মিসেস মজুমদারে। ক্যামেরা আউটডোর শটে লিপস্টিক ও রোদ চশমা পরা আরতিকে নিপুণ ভাবে ধরলো মহা নগরের পথে পায়ে হেঁটে ক্যানভাসিং করার দৃশ্যে। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর আরতি কাজে উন্নতি করে, কাজকে ভালবাসে। অথচ সংসারের জন্য সব রকম আত্মত্যাগ স্বত্তেও তার অফিসের কাজ সে ভাবে মান্যতা পায় না। প্রথম কমিশনের টাকা পেয়ে উচ্ছসিত আরতির্ বেকার স্বামী অনায়াসে বলে, "এসব তুমি বোঝো না কি?" এই বাক্যগুলি আজ এই একবিংশ শতাব্দীতেও মেয়েদের প্রায় শুনতে হয়। মেয়েদের বাইরে কাজ আজও একটা শখ বলে মনে করা হয়, যেটা অনায়াসে বিয়ের ছেড়ে দেওয়া চলে এবং স্বামী ও শ্বশুর বাড়ীর অনুমতি ছাড়া করা যায় না। বাইরেটা যে শুধু পুরুষদের এক চেটিয়া অধিকার নয়, নারীর বাইরের জগতে অনায়াস বিচরণ কোন ব্যাতিক্রমী ঘটনা নয় সেটা এই ছবিতে অত্যন্ত মুনশিয়ানার সঙ্গে চিত্রায়ণ করা হয়েছে। ট্রামে, বাসে মেয়েরা অফিস যাত্রী এই দৃশ্যে সিনেমায় তখনো পর্যন্ত বিরল, নুতন যুগের নারী স্বাধীনতার প্রতীক। সেলস এর কাজে অপরিচিত মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরলে অপমান, অবজ্ঞা এবং পুরুষের অবমাননাকর প্রস্তাব আসবেই। মুখার্জি এন্ড মুখার্জির অফিসের স্টাফ রুমে সেলস গার্লদের হাসি, মস্করার ভেতর দিয়েই এই নিষ্ঠুর সত্যটি দেখান পরিচালক। আজকের দর্শক ও এই দৃশ্যটির সঙ্গে এক বিংশ শতাব্দীর বাস্তবকে মিলিয়ে নিতে পারবেন। এই ছবি আজও বাইরে কাজ করা আধুনিক নারীর চরিত্রায়ণে সমান প্রাসঙ্গিক। ২০২১ সালে মেয়েদের উচ্চ বেতন, পুল কারে যাতায়াতের ব্যবস্থা, মোবাইল ব্যবহারের প্রচলনে বাইরে ঝাঁ চকচকে একটা প্রলেপ পড়েছে, কিন্তু সেই ১৯৬৩ সনে দেখানো সমস্যা গুলি নির্মূল হয়েছে কি? মহানগর ছবিতে আরতির সহকর্মী এডিথের দেওয়া ঠোঁটের সেই প্রতিকী লাল লিপস্টিক যেন আজকের স্মার্ট লুকের খাটো ঝুলের পোশাক। এগুলো আজও বেশ কিছু সংখ্যক পুরুষের চোখে অতিরিক্ত স্বাধীনচেতা মন্দ মেয়ের অভিধান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নষ্টনীড় অবলম্বনে সত্যজিৎ এর "চারুলতা" ছবিতে (১৯৬৪)একাকী, উপেক্ষিতা স্ত্রী চারু(মাধবী চট্টোপাধ্যায়)স্বামীকে আপন করে পায় না, কিন্তু দেওর অমলকে সে নিবিড় ভাবে কামনা করে। নারী হৃদয়ের এই চাহিদাকে পরিচালক অত্যন্ত সুচারু ভাবে আমাদের সামনে নিয়ে আসেন। সেই সময়ের দর্শক উপলব্ধি করতে পারেন স্ত্রী কোন দেবী নন রক্ত মাংসের মানবী, অতএব তাঁর সেই মত বাসনা, কামনা থাকাও অন্যায্য নয়। সেই এক হিসেবে, "ঘরে বাইরে" (১৯৮৪)ছবির বিমলাও (স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত) অপরাধী নয়। সন্দীপের ছল চাতুরীতে সে মোহাবিষ্ট হয়ে ভুল করে কিন্তু সেটাই তার একমাত্র পরিচয় নয়। এই বিমলা আগুনের শিখার মত জ্বলে উঠে তার উত্তরসূরিদের পথ দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত এই ছবিতে নারীমুক্তির বার্তা অন্য মাত্রায় পরিবেশিত হয় এবং আমাদের ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়ে যায়।

সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে নারীরা আসেন নিজস্ব মহিমায়, তারা সরাসরি পুরুষ জাতির বিরুদ্ধাচরণ করেন না আবার পুরুষ জাতিকে ভুল ধরিয়ে দিতেও ভয় পান না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে রচিত "অরণ্যের দিন রাত্রি" (১৯৭০) ছবিটির একান্ন বছর পূর্তি হল। ছবিটির সিনেমাটোগ্রাফি অসাধারণ আধুনিক এবং সুদৃশ্য। ছবির মুল নায়িকা অপর্ণা (শর্মিলা ঠাকুর) সফিস্টিকেটেড নারীর প্রতিমূর্তি। সে বুদ্ধির খেলায় এগিয়ে কিন্তু নায়ক অসীম (সৌমিত্র) সেটা প্রথমেই বুঝতে পারে না। নায়িকার শান্ত, নির্জনতা কামী, অথচ স্থিতধী ব্যক্তিত্ব আমাদের নূতন

সত্যজিৎ রায়ের চোখে আধুনিক নারী

যুগের এক আধুনিক মানবীর মনের সন্ধান দেয়। অপর দিকে হাসি খুশী, আমায়িক বৌদির ভূমিকায় জয়া (কাবেরী বসু) চার বন্ধুর একজনকে কফি পানের ছলে এক শরীরি খেলায় আহবান জানায় কিন্তু ভীত, দুর্বলচিত্ত সঞ্জয় (শুভেন্দু) তা প্রত্যাখ্যান করে পালিয়ে যায়। "আপনি কি ভূত দেখলেন না কি?" এই একটি বাক্যে বঞ্চিতা, যুবতী বিধবার সব হাহাকার জড়িয়ে থাকে। তথাকথিত উদারচেতা উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের স্বরূপ আমাদের চিনিয়ে দেয় সত্যজিৎ রায়ের সুতীক্ষ্ণ ও স্বচ্ছ দৃষ্টি। প্রায় অপরিচিত দুটি উচ্চবিত্ত নরনারীর দুর্বল মুহূর্তের দৃশ্যে কোনো রকম সস্তা যৌনতার আমদানি করতে হয় না। সত্যজিৎ রায়ের সংযত চিত্রনাট্য আমাদের মনকে সংবেদনশীল করে তোলে উপেক্ষিতার প্রতি এবং এখানেই তার বহুমাত্রিক, আধুনিক, জটিল নারী চরিত্রের সার্থক রূপায়ণ।

আরেক দিকে আদিবাসী, সুন্দরী দুলি (সিমি গারেওয়াল) কিছুটা জোর জবরদস্তির পর মিলিত হয় ওই চার জনের মধ্যে এক জনের সঙ্গে। তার স্বাভাবিক সাঁওতালী ধরনের সাদা কাপড়, রূপার গহনা, হাঁড়িয়া পান সবই আমাদের চোখে সরলতা ও সুন্দরতার প্রতীক মনে হয়। ওদিকে সভ্য সমাজের আধুনিকা প্রেমিকার কাছে প্রত্যাখানে জর্জর হরি(শমিত ভঞ্জ) অরণ্যবাসী দুলির সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজের পৌরুষকে জাহির করতে চায়। মুখে তার ভালবাসার মিথ্যা স্তোক বাক্য ও হাতে সামান্য টাকা এই আরণ্যক মিলন দৃশ্যকে কলুষিত করে তোলে এক লহমায়। এই ছবি একদিকে শহুরে সংস্কৃতিকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা এবং অন্যদিকে পালামৌ এর আরণ্যক সৌন্দর্য, দুই পরস্পর বিরোধী উপস্থাপনে পুরোপুরি সার্থক। ক্যামেরা, চিত্রনাট্য ও ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরের মাদকতাময় মূর্ছনায় এই ছবি একান্ন বছর পরেও চির নবীন।

এর পর যে দুটি ছবির কথায় আসব, তা হল "সীমাবদ্ধ" ও "নায়ক"। আবার ও সেই একই নায়িকা শর্মিলা ঠাকুরের বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয় এক আধুনিকা, শিক্ষিতা রমণী সুদর্শনা ওরফে টুটুল-এর চরিত্রে। সাহিত্যিক শংকরের জনপ্রিয় উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত 'সীমাবদ্ধ' ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৭১ সালে। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার প্রাপ্ত ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, কিন্তু উচ্চবিত্ত, প্রগতিশীল বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবনে আজও প্রাসঙ্গিক হতে পারে নায়িকা টুটুল আর জামাইবাবু শ্যামলের(বরুণ চন্দ)সংলাপ। এখনও দেশ ডুবে আছে চূড়ান্ত নীতিহীন এক পঙ্কিল গহ্বরে। ছবির শুরুতেই, টুটুল কে কোম্পানির ফ্ল্যাট ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে স্বামী গর্বে উচ্ছসিত দোলন (শ্যামলের স্ত্রী)| দেশ জুড়ে তখন তরুণ সম্প্রদায় বিক্ষোভের আগুন জ্বালাচ্ছে কিন্তু আটতলার উপর থেকে বন্দুক বা বোমাবাজির শব্দ তফাৎ করা যায় না এটা দোলনের কাছে গর্বের বস্তু। আজও চলছে উচ্চবিত্ত সমাজের সেই গা বাঁচিয়ে, ইঁদুর দৌড়ে প্রথম হওয়ার আকুলতা। সেদিনের আধুনিকা কর্পোরেট এক্সিকিউটিভের স্ত্রী দোলনের (পারমিতা চৌধুরী) শুন্য মস্তিষ্ক, বিউটি পার্লার, শপিং, ক্লাব, পার্টি ও স্বামীর উন্নতি সর্বস্ব জীবন কি আমাদের আজও তেমন অচেনা লাগে? আজও মেয়েদের হাতে কড়া পানীয়র গ্লাস বা মুখে সিগারেট থাকলেই সেটাকে আধুনিকতার চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করেন অনেকেই কিন্তু প্রকৃত আধুনিকতা সেটা নয়। এই গল্পের সুদর্শনা ওরফে টুটুল প্রশ্ন করতে ভয় পায় না, অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে ক্লাবে, রেসের মাঠে, রেস্তোরাঁয় সে বিচরণ করে, কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে না। পিটার্স ইন্ডিয়া লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদ পাওয়ার জন্য শ্যামলকে অনেক নিচে নামতে হয়। তার সুখী গৃহকোণ আঁকড়ে থাকা স্ত্রী কোন প্রশ্ন না করলেও বুদ্ধিমতী শ্যালিকা টুটুল বুঝে নেয়, এই উপরে ওঠাটা কতটা পিচ্ছিল ও পঙ্কিল রাস্তা ধরে সম্ভব হোল। নাটকীয়তা বর্জন করে উচ্চ গ্রামে কণ্ঠস্বর না তুলেও সুদর্শনার তর্জনী নির্ভুল ওঠে অপরাধী শ্যামল-এর দিকে। এই যে আপোষ না মানা, সুখ তুচ্ছ করা, বৃহত্তর সমাজের মঙ্গলকামী বুদ্ধিদীপ্ত নারীর সাবলীল উপস্থিতি, সেটাই রসগ্রাহী দর্শককের সামনে তুলে ধরেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়।

সত্যজিৎ রায়ের চোখে আধুনিক নারী

এই শাণিত মস্তিষ্ক, বুদ্ধিদীপ্ত নায়িকাকে আমরা আবার পাই "নায়ক"(১৯৬৬)ছবিতে। সারা জীবন অজস্র হিট ছবির পরেও বাঙালীর মননে চর্চায় নায়ক ছবির সেই মহা নায়ক চরিত্র অম্লান।নায়কের বিপরীতে আবার ও সেই সত্যজিৎ রায়ের প্রিয় অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর। রেলের কামরায় নায়ক অরিন্দমের দৈবাৎ পরিচয় হয়ে যায় সাংবাদিক অদিতি সেনগুপ্তের সঙ্গে।শিক্ষিত,রুচিশীল সংস্কৃতি সম্পন্ন অদিতি 'আধুনিকা' নামক মেয়েদের পত্রিকার সম্পাদক। তিনি স্বনামধন্য, ম্যাটিনি আইডল নায়কের সঙ্গলিপ্সু নন, বানিজ্যিক ছবিও দেখেন না তবে পত্রিকার বাজার দরের কথা মাথায় রেখে নায়কের একটি সাক্ষাৎকার নিতে শুরু করেন।আকর্ষনীয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পাদকের কাছে মত্ত অবস্থায় নিজের অন্তরের কথাগুলো খোলাখুলি জানিয়ে দেন, নায়ক।গভীর, গোপন অপরাধও বাদ যায় না। সাংবাদিকের ভুমিকায় এই নায়িকা কিন্তু জিতে যাওয়া বা সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছনোকে নিজের পেশার শেষ লক্ষ্য মনে করেন না। সাক্ষাৎকারটি ছিঁড়ে ফেলেন অদিতি বলেন,"মনে রেখে দেব"। এই অহংকারী অথচ নিঃসঙ্গ নায়ককে সাংবাদিকা আর পাঁচ জন সুবিধাবাদীর মতো ব্যবহার করেন না।সমস্ত ছবি জুড়ে নায়িকার মনন ও রুচিশীলতার ছাপ, দর্শক চিত্তে আজও অম্লান তার অন্যতম কারণ অবশ্যই সত্যজিৎ রায়ের নারী চরিত্র বিষয়ে গভীর উপলব্ধি।

পরিসংহারে দেখে নেওয়া যাক সত্যজিৎ রায়ের আরো একজন প্রিয় নায়িকা মমতা শঙ্কর অভিনীত কয়েকটি ছবির কথা। "আগন্তুকের"(১৯৯১) উৎপল দত্তের মামা বাবু চরিত্রের কথা মনে করলে ভাগ্নির চরিত্রে অনিলার কথা মনে আসবেই। চার দেওয়ালের মধ্যেই শুটিং করা হয়েছে পরিচালকের অসুস্থতার কারণে। অতি সুচারু ভাবে এই ছবিতে সত্যজিৎ রায় সভ্যতার ফাঁকা কলসীর আওয়াজ শুনিয়েছেন মামাবাবুর মুখ দিয়ে। চারিপাশে অবিশ্বাসী, ক্ষুদ্র মধ্যবিত্ত মানসিকতার মধ্যে অনিলার সংলাপ যেন



বিবেকের বিদ্যুৎ শিখা। "শাখা প্রশাখা"(১৯৯০) ও "গণশত্রু"(১৯৮৯) ছবি দুটি এই পর্যায়ের বাকি দুই চলচ্চিত্র যেখানে অভিনয় করেছেন মমতা শঙ্কর। নাট্য ধর্মী, সংলাপ নির্ভর এই তিনটি ছবিতেই নায়িকার ব্যতিক্রমী, সংযমী চরিত্রায়ন মনে দাগ রেখে যায়। এরা কেউ নায়কের মন জয় করতে পর্দায় আসেন না, রোমান্সের জন্য হাহাকার করেন না, শিরদাঁড়া সোজা রেখে আপন বিবেক ও শুভ বুদ্ধির প্রতি আস্থা রাখেন। সেখানেই এঁদের জয়। ইদানীং "মেল গেজ" বা পুরুষের দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করা নারীবাদী চলচ্চিত্রের অভাব নেই কিন্তু সে সব ছবি কি কাল জয়ী হবে? ১৯৯২ তে সম্মানিক অস্কার প্রাপ্ত বিশ্বের কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের আরো কিছু সাহসী, ব্যতিক্রমী নারীর জটিল মনস্তত্ত্ব নির্ভর ছবি যেন আমাদের পাওনা রয়ে গেল।

ভাগ্যের পরিহাস

ইন্দিরা ভাওয়াল

গত মে মাসে TCM (Turner Classic Movies) channel এ স্বর্গীয় সত্যজিৎ রায় মহাশয়ের একশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে whole day Roy's movies program দেখতে গিয়ে ওনার চিরস্মরণীয় চলচিত্র পোস্ট মাস্টারের বিশু পাগলা এবং রতনের মতন একটা ছোট্ট মেয়ের অভিনয় দেখতে দেখতে মনে পড়লো আমার ছোটবেলার পাড়ার এক কাকিমার জীবনের কথা।
হঠাৎ মনে হোল কে লিখবে ওই কাকিমার সম্বন্ধে! না হয় আমিই লিখলাম। তাই লিখতে শুরু করলাম যা দেখেছি ছোট থেকে বড় হওয়ার সময়। কোনদিন ভাবিনি যে এ নিয়ে কিছু লেখা যায়। কিন্ত কেন নয়? একটা মানুষের কেন মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটে কেউ জানে না। আমি নিজে দেখেছি একটা সুস্থ মানুষ কি ভাবে আমাদের চোখের সামনে পাগল হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের পাশের বাড়ির এই কাকিমা ছিলেন একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের স্ত্রী। কাকিমা, কাকাবাবু আর তাদের এক ছেলে এই নিয়ে ছিল তাদের সংসার। ডাক্তার হিসাবে কাকাবাবুর খুবই পসার ছিল। শহরতলির বিভিন্ন জায়গা থেকে দলে দলে মানুষ আসতেন ওনার কাছে চিকিৎসা করাতে। আমাদের ছোটবেলায় যে কোন রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা করতেন এই কাকাবাবু। ছেলেটি ওকালতি পড়েছিলেনাযতদিন পর্যন্ত কাকাবাবুর ডাক্তারির পসার ছিল ততদিন আমরা দেখিনি ছেলেটিকে কোন কাজকর্ম করতে। কিন্তু কাকাবাবুর মৃত্যুর পরেই সবকিছু যেন কিরকম হয়ে গেলো। আমরা সবসময়ে মনে করেছি এবং আজো ভাবি যে একটা মেয়ের অভাবে কিভাবে সংসারটা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিলো তাদের।

পোস্টমাস্টারের রতনের চরিত্রটা দেখতে দেখতে খালি মনে হয়েছে আমার যে একটা ছোট্ট মেয়ের মধ্যেও কিভাবে মাতৃসুলভ আচরণ লুকিয়ে থাকে। যে রাত্রে ম্যালেরিয়ার জ্বরে পোষ্টমাষ্টার একেবারে কাবু সেই রাতে রতন তার গায়ের ঢাকাটা এনে বিছিয়ে দিয়েছিল তার ওপর আর সারা রাত্রি ধরে বসেছিল তার মাথার কাছে। কি অসাধারন মাতৃত্বের পরিচয় দেয় ওই ছোট্ট মেয়েটি আর কি অদ্ভুত ভাবে তা চলচ্চিত্রে ফুটিয়ে তুলেছিলেন সত্যাজিৎ রায় মহাশয়।

এই রতনের অভাব ছিল ওই ডাক্তার কাকাবাবুর বাড়িতে। ডাক্তারবাবুর মৃত্যুর পর ওনাদের ছেলে ওকালতি করতে হাইকোর্টে যাতায়াত শুরু করেন। কিন্তু এই সময়ে ঘটলো এক আশ্চর্য ব্যাপার। লসএঞ্জেলস থেকে এক মহিলা সাধু এসেছিলেন আমাদের বাড়ির কাছাকাছি এক শহরে। ওনাদের কোন এক বন্ধু, কাকিমা এবং ওনার ছেলেকে নিয়ে যায় তার কাছে দীক্ষা নিতে। ব্যাস, তারপরেই শুরু।

সংসার প্রায় তুলে দিয়ে কাকিমা দিনরাত ওই মহিলা সাধুর নামে কথা বলতে শুরু করলেন। আমার মা ছিলেন ওই কাকিমার বন্ধু এবং আমার মা ওনাকে অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে এভাবে তার সংসারটা নষ্ট করা উচিৎ নয়। কিন্তু কাকিমা এ ব্যাপারে কোন কর্ণপাত করলেননা। দিনকে দিন একটা পাগলের মতন আচরণ করতে লাগলেন। বাড়ীতে রান্নাবান্না হয়না বললেই চলে।বারোটি বেড়াল আর রাস্তা থেকে তুলে আনা পাঁচ ছটা কুকুর নিয়ে হয়ে গেলো তাদের সংসার। এই কুকুর এবং বেড়ালগুলো আমাদের সংসারে যে কি অত্যাচার করতো যে বলার নয়। ওদের দৌরাত্ম্য আমাদের মনে এতো ভীতি সঞ্চার করেছিলো যে আমাদের মনে কুকুর বেড়ালের জন্য কোন ভালবাসা গড়ে ওঠে নি। ছোট থেকে বরঞ্চ খানিকটা বিরক্তি জমে আছে মনের ভিতরে। দিনকে দিন কাকিমার ওই সংসারটা প্রায় ভেঙে যেতে বসলো। সেই সময়ে এক অদ্ভুত ঘটনাও ঘটলো। ওনাদের বাড়ীর ঠিক উল্টোদিকে একটি বড় বাড়ি ছিল যেখানে বাস করত বেশ কয়েক ঘর ভাড়াটে বাসিন্দা। এক সময়ে এক পুলিশ অফিসার তার সংসার নিয়ে এলেন ওই বাড়িতে

ভাগ্যের পরিহাস

বসবাস করতে। তাদের একটি মেয়ে ছিল। প্রথম প্রথম আমরা দেখতাম মেয়েটিকে কলেজ যেতে। একদিন হঠাৎ দেখি সেই মেয়েটি কাকিমার ছেলেটিকে বিয়ে করে কাকিমার সংসারে ছেলের বউ হিসেবে উঠেছে। প্রথম প্রথম আমরা ভাবলাম যে বোধহয় সমস্যার সমাধান হল। মেয়েটি এসে বোধহয় সব সমস্যার সমাধান করবে। কিন্তু হল তার উল্টোটা। সে কাকিমাকে একেবারেই দেখাশুনো করলোনা। কারন সে তো ওনার নিজের মেয়ে নয়। অনেক সময়েই ছেলের বৌ নিজের মেয়ের মতন হয়ে ওঠেনা। তার এক জ্বলন্ত উদাহরন ছিল ওই মেয়েটি। দিনকে দিন সম্পূর্ণ মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটলো কাকিমার।

কোনও চিকিৎসা করলো না তার ছেলে এবং বউমা। এক সময়ে কাকিমাকে তারা ঘর থেকে বার করে থাকতে দিল তাদের বাড়ীর সংলগ্ন বারান্দায়। সেখানে কুকুর, বেড়ালদের নিয়ে শুয়ে বসে থাকতেন ওই কাকিমা। পরনে জীর্ণ শাড়ী, সারা মাথার চুল উসকো খুসকো, ঠিক যেন বিশু পাগলা।

পোস্টমাস্টারের বিশু পাগলার কি অসাধারন মেকআপ করিয়ে ছিলেন সত্যজিৎ রায় মহাশয়। স্বর্গীয় অনিল চ্যাটার্জির কি অসাধারন অভিনয় যখন তিনি প্রথম দেখলেন বিশু পাগলাকে। গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতন অভিনয় করেছেন তিনি পোস্টমাস্টারের চরিত্রে। কাকিমাকে দেখলেও সেই একই অনুভুতি হতো আমাদের। আমার দাদা এবং মা প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেক চ্যাঁচামেচি করেছিলেন ওনার ছেলের সাথে যে কাকিমাকে বাড়ীর বাইরে বার করে দেওয়া খুবই অনুচিত কাজ কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। কয়েক বছরের মধ্যে কাকিমার মৃত্যু হয়। তারপর ওদের সংসারটা একটা অন্যরূপ নিয়েছিল। ওদের সংসারে একটি কন্যা সন্তান আসে।

এখন পাড়াতে আর ওই বাড়ীটার কোন চিহ্ন নেই। প্রমোটাররা নিয়ে নিয়েছে। শুনেছি ওদের কন্যাটি এখন লসএঞ্জেলেসে থাকে এবং সে তার মাকে নিজের কাছে এনে রেখেছে। আমার খুব অদ্ভুত লাগে ভাবতে যে ওই কাকিমা লসএঞ্জেলেসের এক মহিলা সাধুকে দেখে শুরু করেছিলেন তার অদ্ভুত আচরণ আর আজ তার নাতনি আর ছেলের বৌ থাকে সেই শহরেই। একেই বলে বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না। একেই বলে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস।



Satyajit Ray the Cinematic Prodigy, the mentor and the man …

The international legend and Bengali film Director Satyajit Ray was surprisingly modest, gentle hearted and compassionate! Interestingly, despite his towering presence, seemingly forbidding and overpowering outward personality, his love for children drew them to him like a magnet. He would become a child in their company

We were fortunate to get a precious glimpse of Ray the globally acclaimed Director, the man and mentor from his son Director Sandip Ray, actor Pradip Mukherjee the protagonist and star in his movie Jana Aranya and actor Ranjit Mallick of Sakha Prashaka fame. For a firsthand listen to what they had to say please click on the link for the Zoom interview below.

https://youtu.be/aF1H2-ziGHs





Soumitra Chattopadhyay

সৌমেন চট্টোপাধ্যায়

মিটিলা পাবলিকে
২০২৬ জন্মদিনে
রবীন্দ্রনাথ উপহার

৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬

এ বছর আষাঢ়
শ্রাবণের ভ্রুকুটি থেকে সরে দাঁড়াল
এ বছর শ্রাবণ কি
মাহুত ভাদরের ফুলঝরার পূর্ণ ঋণের দায় নেবেনা?

ভবিষ্যত বাঁশি যারা সবাই জানে
কোথা থেকে আসবে
কী ভাবে আসবে
সমস্ত পৃথিবীতে শুনছি
কেউ তার হদিশ পাচ্ছে না

প্রকৃতির নিয়ম না মেনে
মেরু সাগরের বরফগলা জল এত বেড়ে চলেছে
অনেক দেশে বন্যা হচ্ছে

অথচ ধরণীভূমি নাকি আরও দেশ জয় করল
আরও বহু মানুষের মনস্ক কি?

তবু সাবার আগে বর্ষা যেমন বরে
তার অশ্রুর নূপুর বাজিয়ে যেত
অনেক রাতে
আমার সঙ্গীত এখনও শুনতে পায়
সেই সুদূর বিদিশা
বর্ষণ শেষে সারস সেখানে
আজও আলোড়ন নেই

IN MEMORY OF SOUMITRA CHATTERJEE … ..



We prayed as you fought your mortal fight
But clouds of doubt dimmed hope's flickering light
You set forth on your divine journey as we cried
For of your splendid presence, we were sadly denied
Here today, some thought, then gone forever?
No never, for surely, we'll always remember
Your simple, calm yet awe-inspiring soul
Your gentle smile would soothe and make us whole!
You have simply left us for a better place
Where you prevail with your infinite charm and grace!

Bengalis, Indians and global movie aficionados were overwhelmed with grief at the passing of a wonderful human being who personified our better selves and the best in the Bengali legacy! He remains the archetypal "Bangali bhadrolok", the perfect gentleman, the Prince of Tollywood and yet the Eternal Everyman with whom we could relate as our very own. This, despite his towering, iconic stature as a profoundly empathetic and articulate film and stage actor, artist, poet, elocutionist, playwright, thinker and intellectual. A man who not only evolved into a superstar but had a superior mind and heart. A deeply sensitive person blessed with superior sense and sensibility. As we mourn his loss, we also need to celebrate his life which has been phenomenally inspirational, despite the many personal challenges and setbacks he encountered.

While we lamented his loss among friends and family, a very dear school friend and fellow fan wrote a towering tribute and fitting epitaph, to the man who touched our lives in so many ways:

*"...Cheers to Soumitra Chatterjee for a life well lived and giving us such memorable moments. ...Good Bye Superstar and everyone's Next Door Neighbor: you will live on in our minds and hearts for Eternity!" **

You will remain embedded in the pages of my mind. Rest In Peace.

🙏

Prosanto Hazra

- *Photo courtesy: Scroll in.*
- *Tribute courtesy: Mr. Bobby Palit, Grand Rapids, Michigan, USA*



Soumitra Chattopadhyay

বাংলার চলচ্চিত্র জগতের কিংবদন্তি অভিনেতা শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতি পৌলোমী বসুর সঙ্গে প্রতীচীর সম্পাদকমন্ডলীর জুম্ মারফত সাক্ষাৎকার।

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর শ্রীমতি পৌলোমী বসুর সঙ্গে একটি হৃদয়গ্রাহ্য বৈঠকি আলোচনায় আমরা সমৃদ্ধ ও অভিভূত। বিভিন্ন ধরণের আলোচনার মাধ্যমে অভিনেতা শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, যিনি পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জগতের এক বিশাল ব্যক্তিত্ব, তাঁর একটি অনাড়ম্বর ও দরদী জীবনদর্শনের পরিচয় পেয়েছি। শ্রীমতি পৌলোমীকে তাঁর সাবলীল ও আন্তরিক কথোপকথনের জন্য অনেক ধন্যবাদ।

সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকারটি দেখবার জন্য নিম্নলিখিত লিংক-টি ব্যবহার করুন।

https://youtu.be/NcRXZ-wyF54

A Discourse on Lessons from the Gita

Niranjan Talukder
Tucker, Georgia



The Gita is a part of the epic Mahabharata. Mahatma Gandhi (M. K. Gandhi), in his book, The Message of the Gita (Navajivan Publishing House, Ahmedabad, India), recognized it is not a historical work but an allegory, describing the perpetual conflict between the noble and evil tendencies in the human mind. It manifests itself in the disagreement between royal cousins, the noble Pandavas and the evil Kauravas. As the epic describes, the conflict between the Pandavas and the Kauravas ultimately led to the battle of Kurukshetra.

As the leading Pandava warrior Arjuna, saw his kith and kin on the battlefield in the ranks of both armies, he realized that he was about to fight his own people, who could die in the impending battle. He became overwhelmed by melancholy and expressed unwillingness to fight. That is when Arjuna's charioteer Krishna (God incarnate) explained to him why he should fight. The conversation between Arjuna and Krishna, through which Krishna imparted supreme knowledge to Arjuna and persuaded him to fight, is the main content of the Gita. The lessons from the Gita are all spiritual, not about any physical battle.

Krishna explains in the Gita (chapter 2, verses 17, 18, 20, 24, 30 and chapter 13, verse 32) that man's true self is the eternal, imperishable, indestructible Soul. That the Soul, Atman is Brahman (God) according to the Advaita (Nondualistic Vedanta), is clear from verses 20 and 39 of chapter 10. However, verse 22 of chapter 2 explains that the Soul discards worn-out bodies and takes up new ones like a man discards worn-out clothes and wears new ones. This, as well as many previous lives of Krishna and Arjuna, mentioned in chapter 4, verse 5, may raise the notion of reincarnations of individual souls, separate from Atman. According to Advaita, the soul of a person is the same as the universal Soul (Atman, which is the same as Brahman), just like the space inside a pot is the same as infinite space. Thus, new bodies are new expressions of Atman. While Krishna is conscious that both Arjuna and Krishna are expressions of Atman and that previous lives were previous expressions of Atman, Arjuna is not.

Chapter 2, verse 71 of the Gita makes it clear that to attain peace of mind, one needs to renounce desire, egoism etc., as well as attachment to the fruits of one's actions (chapter 2, verses 47 and 48; chapter 3, verse 19). Renunciation does not mean abandoning society or neglecting one's duties; it means performing duties as service without being concerned about material gain (Karma-Yoga). Activities suited to one's inborn qualities (Gunas) are one's natural duties (Swadharma) pursuit of which is advisable (chapter 4, verse 13; chapter 18, verses 41-44; chapter 3, verse 35).

Selfless work as service to God (Karma-Yoga) is not possible without devotion to

God. It is clear from chapter 12 that devotion to God (Bhakti-Yoga) involves restraining the senses, being devoted to the welfare of all (verses 3-4), performing actions in the service of God by renouncing the fruits of our actions (verses10, 11), bearing ill will to none, being compassionate to all, and being free from attachment and egoism etc. (verses 13, 14). Chapter 4 shows the role of wisdom (Jnana-Yoga) in controlling anger, desire and ego (verses 10 and 19). Karma-Yoga leads to knowledge (verse 38) which leads to peace (verse 39). Thus, the three paths to peace, Karma-yoga, Bhakti-Yoga and Jnana-Yoga, are interdependent.

Although the Gita is widely considered one of the world's greatest philosophical and spiritual scriptures, this sacred book of Hinduism may appear to advocate violence to some. Others may argue that wars are



inevitable in the world. However, righteous wars against evil-doers are imperative, and that is why Krishna advised Arjuna to fight the evil Kauravas. But in a violent conflict, each side may think it is right and consider the other as wrong. Also, violence may cause unintended collateral damage and even more violence. Thus, nonviolence ought to be at the core of all religious teachings.



If the battle of Kurukshetra is an internal battle within the human mind, Krishna's advice to Arjuna does not encourage violence against mortal enemies. The true enemies of man are his destructive passions (chapter 3, verses 41 and 43; chapter 16, verses 21 and 22). The Gita deals with strategies for that internal fight to achieve spiritual progress, not for physical warfare. The spiritual meaning of Krishna's insistence that Arjuna fights the Kauravas is that it is necessary to control evil passions to advance spiritually. Among the destructive emotions are anger, hatred, revenge etc. that are the causes of violence. Control over these emotions forms the basis of nonviolence in the physical world. Thus, the Gita teaches us to achieve nonviolence.

The evil and noble tendencies in the human mind are due to Rajas Guna (quality) and thus are related. But they are in perpetual conflict like the Pandavas and Kauravas. The victory of the Pandavas over the Kauravas means gaining control of destructive passions. The same spiritual premise is expressed in the conquest of Ravana by Rama (God incarnate) in the epic Ramayana and the triumph of Goddess Durga over the demon Mahishasura in the story of Chandi.

মাটির মানুষ

শিখা কর্মকার

পানপাতার ভিড়ে, মাচাভর্তি লাউলতার কাছে ছিলে বলে তুমি লক্ষ্যই করোনি যে আমি এসে পৌঁছলাম। হয়ত ভুলে গেছো যে আজ সাতবছর পরে তোমার কাছে আমার ফিরে আসা। ডাক দিলে শুনতে পাওনা কেননা তখন তুমি কান পেতে শুনছো বাতাবীলেবুর ঘ্রাণে ভরা গাছের গল্প। কাছে গেলে দেখি মাটি খুঁড়ে সযত্নে ভরে দিচ্ছ বীজ। বিন্দু বিন্দু করে জল দিয়ে দিয়ে তিলে তিলে প্রাণসঞ্চার করছ হাতে গড়া ক্ষেতে। কাদামাটি, রোদ ও ধুলোর কাছে থেকে থেকে তোমার সোনার রং বদলে গিয়ে হয়েছে পোড়ামাটির পুতুলের মত। বিপন্ন কিছু মহীরুহের কান্ডে লেপে দিতে দিতে পোকা-তাড়ানোর-ওষুধ, প্রায়ই তুমি ভুলে যাচ্ছ বাড়ি ফিরতে। তোমাকে অস্পৃশ্য বলে যত দূরে চলে যাচ্ছে উন্নাসিকেরা, তত ভিড় করে নামছে চেনাঅচেনা পাখিরা। ফিরে আসছে ছাগলছানারা, হাঁসের দল, নরম খরগোশ, চেনা কচ্ছপ, কোলহারানো বেড়াল, ময়ুরের ঝাঁক। যত বেড়ে উঠছে কচি চারারা, তোমার মুখে খেলে যাচ্ছে ঐশ্বরিক এক আলো। দেহে আসছে নব্য যুবকের তাগৎ, রোদ খেলছে পেশীতে।

তোমার বানানো নরম পলিমাটি-পথে আমি হাঁটি। এখানে খুব কাছে আসে পতঙ্গেরা। মাটিতে বসলে, কোমল ঘাসেরা আপন করে নেয় আমাকে। কেঁচোরাও। বাগানের পাশ হয়ে বয়ে যাওয়া নদিতে পা ডুবিয়ে দাঁড়াই, ফিরে আসে ছোটবেলার স্নিগ্ধতা। মনে পড়ে বহুবছরের শ্রম, শ্রদ্ধা ও বুকের মধু মিশিয়ে তিলে তিলে গড়ে তোলা স্কুলটির কথা। মনে পড়ে দেশকে স্বাধীন করে বিজয়ীর হাসি মুখে বাড়ি ফেরার কথা। আজকাল তোমার কাছে আমি আর তোমার প্রিয় দেশটির বুকভাঙ্গা কষ্টের কথা বলিনা। বলিনা তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া বাহান্ন পুরুষের আশীর্বাদে পুষ্ট বাস্তুভিটে ও অন্নদাতা জমির কথা। বলিনা কৃতঘ্ন ও স্বার্থান্ধদের কথা। তোমাকে যা ম্রিয়মান করে, শোকে ভেঙ্গে ছতিচ্ছন্ন করে, সেসব কথা উহ্য রাখি। আমি শুধু ফলে ভরে যাওয়া আঠাহীন বেলগাছটির গর্বের কথা বলি, পেকে মাটিতে পড়ে ফেটে যাওয়া মধুর আতার কথা বলি। বলি আম-জাম-নারকেল-কুল-তেঁতুল গাছদের অপরিমিত ভালোবাসার গল্প। বলি শাল-পিয়াল-মহুয়া-আমলকী ও বাদামবনে বাস করতে আসা পিছন উঁচু ডেঁয়ো পিঁপড়েদের শহরের গল্প। বলি প্রতি বৈশাখীমেলায় তোমার সাঁওতাল বন্ধুদের মাদল ও বাঁশির সুর নিয়ে ঘরে ফেরার কথা।কয়েক চাক মৌমাছি ভোঁ বন্ধ করে শোনে অন্য সমাজের গল্প।

সারাদিন গাছগুলিকে যত্ন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে আকাশে তারা নামার আগেই তুমি ঘুমিয়ে পড় আর আমি তোমার অপাপবিদ্ধ মুখের দিকে চেয়ে থাকি। সোনার চেনে দুলতে থাকা টসটসে ডালিমদানা বসানো হার পরে মা ফিরে আসে; কুয়াশা ঘন হলে ফিরে আসে অকালে চলে যাওয়া বোনটি। তোমার প্রয়াত বাবা, মা ও বোনেরা ফেরে। দেবদূতদের মত তারা ঘিরে থাকে তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ। কলা ও পেয়ারা গাছ শীতল রাখে তোমার পঞ্চবটীর কুঁড়ে। হাওয়া দেয় প্রিয় নিম ও সজনে। অন্য কারো গাছের ডালে বসে ডাকতে যায় জোড়া কোকিল। বাগানের কোলে দেবশিশুর সারল্য নিয়ে তুমি ঘুমিয়ে থাকো নিশ্চিন্তে।

কাদা সরিয়ে উঠে আসে জলপদ্মেরা তোমার মুখ দেখতে। শ্বাস নেয় বড় করে লজ্জাবতীর পাতাগুলি। পেটভরা ডিম নিয়ে উজানে যায় মাছের ঝাঁক। টুপটাপ করে ঝরে পড়ে পাকা তালসুপারি ও কুল। শেষ বাসে করে নিজের ঠিকানায় ফিরতে ফিরতে দুচোখ জলে ভরে আসে আমার। এখনো আচ্ছন্ন হই তোমার স্নেহধারায়। ভরে থাকি তোমার অনন্ত মায়ার স্পর্শে। একটি কথাও না বলে কিভাবে আগলে রেখেছ এতবড় বাগান। হাজার ঝড় সরিয়ে, বিপন্ন সময়েও যেভাবে বড় করে তুলেছিলে আমাদেরকে ও গ্রামটিকে, সেইরকম যত্নে, সামলেসুমলে বড় করে তুলছ প্রতিটি চারা।

মাটির মানুষ

মানুষের কাছে আঘাত পেতে পেতে, সরে থাকতে থাকতে শেষে তুমি প্রকৃতিকেই একমাত্র বন্ধু করে ফেলেছ, তা বেশ বুঝতে পারি। কি এসে যায় আমি আরও পাঁচ বা পনেরো বছর পরে আসি, তুমি যে খুব আনন্দে আছো সেটুকু দেখেই আমার শান্তি। এই নিবিড় সখ্যতাটুকু কটি মানুষ আর দিতে বা নিতে পারছে, বলো। মনে হয় এজীবনে আর দেখা হবেনা আমাদের, হয়ত আমিও মিশে যাবো কাজের বা অকাজের ভিড়ে, তবু প্রতিনিয়ত বুকের মধ্যে জেগে থাকবে তোমার তৃপ্তি ভরা হাসি, স্নেহময় দৃষ্টি, দুহাত ভরা মঙ্গল ও কল্যাণ। জানি আমি, তুমি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মাধুর্যে ভরে দিয়ে যাবে বাদামী মাটির বুক। জানি এভাবেই তুমিও তিলে তিলে শান্ত ও সবুজ হয়ে যাচ্ছ। তুমি নিজেই ভালোবাসা হয়ে যাচ্ছ, তাই সারাটা বাগান জুড়ে তোমার হৃদয় ছায়া হয়ে ছেয়ে আছে। কেমন দ্যাখো বাবা, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে এভাবেও ভালো থাকা যায়। তাই ভাবি, কাছে আসতে না পেলে, দূর থেকেই নাহয় দেখবো তোমায়, পাঠাবো শুভেচ্ছাবার্তা তোমার গাছগুলির জন্য, করবো প্রার্থনা অবোলা জীবগুলির জন্য, জানি ওরা সবাই ভালো থাকলে তুমিও খুব ভালো থাকবে। তারপরে অদুর ভবিষ্যতে, রূপবতী এক নদীর তীরে হয়ত একদিন আমিও গড়ে তুলবো শান্তিমাখা এক সবুজ রূপকথা।



কৃষ্ণকলি

রবীন্দ্র চক্রবর্তী

তিরস্কার কি কখনো মধুর হতে পারে? মহাভারতের মতে কুন্তীর প্রতি কর্ণের অভিমান জড়ানো ধিক্কার, তাঁকে মাতৃ-স্থান থেকে প্রত্যাখ্যান করার রূঢ় বাক্যবাণ কুন্তীর কাছে আগুনে জ্বলে পবিত্র হবার সমান বলে মনে হয়েছিল। হয়তো প্রায়শ্চিত্তের বেদনাতে একটা আনন্দ আছে। সেটা এই ঘটনাটা না ঘটলে আমি বিশ্বাস করতাম না।

আমি একটু আগে হিউস্টন এয়ারপোর্টে নেমেছি। হিউস্টন বিশাল জমজমাট শহর কিন্তু আমার গন্তব্য ঠিক হিউস্টন ডাউনটাউন নয়। আমি যাব উডল্যান্ডস বলে একটা পার্শ্ববর্তী মফস্বলে। মাত্র দুদিনের জন্যে আসা। কাল কয়েকটা মিটিং আছে; পরশু দুপুরে বাড়ি ফেরত যাব আটলান্টায়। তাই আর গাড়ি ভাড়া করি নি। উবার করে নেওয়াটাই অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত। ফোনে উবার ডেকেছি। ড্রাইভারের নাম পিলচু। কোন দেশি কে জানে? ফোনে ছবি দেখে বুঝলাম কৃষ্ণকায় কোনো মেয়ে। একটা টয়োটা ক্যামরি নিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখলাম গাড়িটাকে। আমি ভিড় ঠেলে কাছে যেতেই একটা লম্বা ছিপছিপে মেয়ে ড্রাইভার সিট্ থেকে বেরিয়ে এসে আমার ব্যাগ নিয়ে পেছনে ডিকিতে ঢুকিয়ে দিয়ে আমার জন্যে দরজা খুলে দাঁড়াল। মেয়েটার দাঁতগুলো ঝকঝকে সাদা। বয়স পঁচিশের কমই হবে। চোখদুটো কুচকুচে কালো আর প্রাণশক্তিতে ভরা। ওর দিকে তাকালে ওর চোখের দিকে সবার আগে চোখ চলে যায়। আমাকে জিজ্ঞেস করলো "উডল্যান্ডস হিল্টন?" আমি হ্যাঁ বললাম। দেখে ঠিক ঠাওর করতে পারলাম না ও কোথাকার মেয়ে? এরকম চেহারা আমি আফ্রিকাতে দেখেছি, দেশেও দেখেছি।

তারপর হঠাৎ যখন ও আমার দরজাটা বন্ধ করে সামনে ড্রাইভার সিটে এসে বসতে যাবে; ওর গলার লকেটটা বেরিয়ে পড়ে বুকের ওপর দুলতে লাগল। আমি ওটা দেখে চমকে উঠলাম। গলার চেনে ওটা কি রবীন্দ্রনাথের ছবি? ভালো করে দেখতে চেষ্টা করলাম। বুঝলাম মেয়েটা অস্বস্তি বোধ করছে, তাই আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। ও আমাকে একটা জলের বোতল দিয়ে জিজ্ঞেস করলো সবকিছু ঠিক কিনা। আমি ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বললাম।

কিন্তু মনের মধ্যে প্রশ্নটা দানা বাঁধতে লাগলো। ত্রিশ বছর আমেরিকার জীবনে কোনোদিন আমি কারো গলায় রবীন্দ্রনাথের লকেট দেখি নি। গাড়ি যখন চলতে শুরু করেছে, তার কিছুক্ষণ পর আমি ওকে প্রশ্ন করলাম, "তুমি কোত্থেকে এসেছ আমেরিকায়?" ও হেসে ইংরিজিতে বললো, "আপনার মতোই ইন্ডিয়া থেকে!" এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি বাঙালি? ও বললো, "আমি বাংলা জানি কিন্তু আমি সাঁওতালি!" আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম! বাংলায় বললাম, "আমেরিকায় এতদিন আছি, এই প্রথম কোনো সাঁওতালি মেয়েকে দেখলাম এখানে! খুব ভালো।" ও চাবুকের মতো উত্তর দিল, "কি ভালো স্যার? এতদিন আমরা নিচে ছিলাম, সেটাই স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল; তাই না?" ওর কথার কোনো উত্তর ছিল না আমার মুখে তাই একটা শুকনো হাসি হাসলাম।

একটু পরে অবস্থা সামাল দিতে আমি ধীরে ধীরে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা! তোমার লকেটে ওটা কি রবীন্দ্রনাথের ছবি?" ও রাস্তা থেকে চোখ না সরিয়ে বললো, "হ্যাঁ! স্যার! উনি আমার দেবতা।" আমি বললাম, "বাঃ! চমৎকার চিন্তা। তোমার সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে করছে।" ও সরাসরি উত্তর দিল, "জানার মতো সেরকম কিছু নেই; থাকলে কি আর আমি উবার চালাতাম!" আমি বুঝলাম মেয়েটার তেজ দারুণ। তাই আর কোনো কথা না বলে চুপ করলাম।

এরপর গাড়ি হাইওয়েতে উঠেছে। কেউ কোনো কথা বলে নি। পিলচু হঠাৎ কেন জানি নরম হয়ে বললো, "গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সত্যিই আমাদের বাড়ির দেবতা! আমরা ওঁকে পুজো করি। আমার দিদিমার দিদিমা প্রচলন করে গেছিলেন।" এরকম কথা আমি জীবনে কোনোদিন শুনি নি, তাই অবাক হয়ে বললাম, "একটু খুলে বলবে, প্লিজ!" ও বললো, আমার দিদিমার দিদিমা, যখন ওঁর পনেরো-ষোলো বছর বয়স, তখন একবার রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলেন মাঠের পথে! অকস্মাৎ দেখা। সেটা ১৯০০ সালের কাছাকাছি সময়। আমার দিদিমার দিদিমা গ্রামের সাঁওতালি চাষীর বাড়ির অশিক্ষিত মেয়ে। রবীন্দ্রনাথ কে সে তিনি জানতেন না। কিন্তু কেন জানি গুরুদেব ওঁকে বলেছিলেন, "তুই পড়তে চাস? তোদের জন্য আমি পাঠশালা খুলছি। নিজে না আসতে পারলেও তোর মেয়েকে পড়াস কিন্তু। এই দেশে তোদের অধিকার সবার চেয়ে বেশি।" আমার দিদিমার দিদিমা লজ্জা পেয়েছিলেন! লম্বা, দাড়ি-ওয়ালা বাবুকে কোনো উত্তর দেবার হিম্মত হয় নি। কিন্তু ঘটনাটা ওঁর মর্মে মর্মে গেঁথে গেছিল।

১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কাগজে ওঁর ছবি দেখে আমার দিদিমার দিদিমা ওঁকে চিনতে পারেন। তিনি সেদিন তাঁর নাতনি, মানে আমার দিদিমাকে বলেন যে

আজ থেকে আমাদের বংশের দেবতা রবীন্দ্রনাথ! বলেছিলেন, এক ওই অচেনা ভদ্রলোক ছিলেন ওঁর আসল শুভাকাঙ্ক্ষী; তিনি ছাড়া সারাজীবনে কেউ ওঁর আত্মিক ভালো চায় নি। আমার দিদিমাকে ওঁর দিদিমা পড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে সুযোগ আসে নি। বয়স পনেরো হতে না হতেই আমার মার জন্ম হয়। অর্থের টানাটানি নিয়েই সারা জীবন কেটে যায় আমার দিদিমার। অল্প বয়সে দিদিমার স্বামী মারা যান। কিন্তু আমার মাকে উনি পড়াশুনো শেখান। হাই-স্কুল পাশ করেছিলেন আমার মা। তারপর আমি যখন ছোট, তখন আমাকে আমার মা, আমাদের বংশের তীর্থস্থান, সেই শান্তিনিকেতনে পড়তে পাঠান। আমি তিন বছর আগে ওখান থেকে পাশ করে, হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স করতে আসি। এখন আমি মাস্টার্সের ছাত্রী কিন্তু টাকা পয়সার অভাব, তাই সন্ধ্যেতে আর উইক-এন্ডে উবার চালাই।

গল্পটা আমি স্বপ্নের ঘোরের মতো শুনছিলাম। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না ওর কথাগুলো। হঠাৎ গাড়িটা একটা রেল-রোড ক্রসিংয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। কখন যে আমরা হাই-ওয়ে ছেড়ে নিচের রাস্তা ধরেছি বুঝতেও পারি নি। এ জায়গাটা বেশ লোকালয়, লোকালয়। আমরা ক্রসিংয়ের একেবারে সামনে। পিছনে কয়েকটা গাড়ি। সামনে কয়েকজন বাইকার, দু-একজন টুপি-পড়া পথচারী ট্রেনের যাবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। একজন সাদা মহিলা দুটো বাচ্চা আর একটা স্ট্রোলার নিয়ে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হচ্ছেন। আমরা আমার গন্তব্যস্থলের কাছে চলে এসেছি। ক্রসিংএর ওপারে হিল্টন হোটেলটা দেখতে পাচ্ছি। দু-তিন মিনিটের পথ।

আমি পিলচুকে বললাম, "জানো, আমার শোনা গল্পের সেরা গল্প এটা।" পিলচুর গলা ধরে এলো, বললো, "কৃষ্ণকলি, আমি তারেই বলি" গানটা শুনেছেন? আমার মা বলেন, ওটা আমার দিদিমার দিদিমাকে নিয়ে লেখা!" আমি হতবাক হয়ে গেলাম। গানটা কানে বাজতে লাগলো। মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "সত্যি?" বিদ্যুতের মতো জবাব দিল পিলচু, "না! আমরা তো মিথ্যেবাদীর জাত, তাই না? কি জানেন বাবু। সত্যি বলতে হলে রঙ চাই, অর্থ চাই, সমাজে প্রতিষ্ঠা চাই! আমাদের তো সেসব নেই! "

আমি কি ভাবে ব্যাপারটা সামাল দেব ভাবছি; হঠাৎ দেখলাম পিলচু গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে ট্রেন লাইনের দিকে দৌড়েছে। ওদিকে একটা ট্রেনের হুইসিল শোনা যাচ্ছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম একটা দু বছরের শিশু ট্রেন লাইনের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। কখন যে সে তার মার কবল থেকে রেহাই নিয়ে ওখানে গিয়েছে কেউ খেয়াল করে নি। তার মা তখন স্ট্রোলারের বাচ্চাকে নিয়ে ব্যস্ত।

পিলচুকে ট্রেনের মুখোমুখি যেতে দেখে আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে এলো। কিন্তু চোখের নিমেষে পিলচু ক্ষিপ্রগতিতে বাচ্চাটাকে ট্রেনের মুখ থেকে কোলে তুলে নিয়ে ফেরৎ এলো। আসার সময় ক্রসিংয়ের গেটে জোর একটা ধাক্কা লাগলো ওর কাঁধে। মুখ বেদনায় আর্ত হয়ে উঠলো কিন্তু ও কোনো আর্তনাদ করলো না। শান্ত ভাবে বাচ্চাটাকে ফেরত দিল ওর মাকে। শিশুটিকে দেখে মার সম্বিৎ ফিরল। ততক্ষণে তীব্রগতিতে ট্রেন চলে গেল আমাদের সামনে দিয়ে।

পিলচু ধীর পদক্ষেপে গাড়িতে এসে উঠলো। আমি বললাম, "সাবাস পিলচু! তুমি না হলে ওই শিশুটা বাঁচতো না।" ও কথাটা একেবারেই গায়ে মাখলো না, বললো, "ওর আয়ু আছে তাই আমি ওকে দেখতে পেয়েছিলাম। নতুবা কত জিনিস তো আমার চোখে পড়ে না!

আমি বললাম, "তোমার তো জোর লেগেছে! আমি দেখেছি! তুমি ডাক্তার দেখাতে চাও?" ও একটা ব্যঙ্গ হাসি হেসে বললো, "স্যার! আদিবাসীর রক্ত গায়ে। এসব লাগা গতরে লাগে না! কিন্তু আপনাদের মতো বাবুরা যখন আমাদের মিথ্যেবাদী ভাবেন, সে চোট সহজে সারে না।" বলতে বলতে গাড়ি এসে থামলো হিল্টনের দোরগোড়ায়। আমি কথা না বলে নেমে পড়লাম।

অচেনা মেয়েটা আমাকে তিরস্কার করে চলে গেল কিন্তু আমার রাগ হলো না, বরং ওর জন্যে গর্ব হলো; হোটেলের লবির দিকে হাঁটতে হাঁটতে কেন জানি মনের মধ্যে একটা হাসি ফুটে উঠল। মনে মনে ঈশ্বরকে বললাম, ওদের ওপর যুগের পর যুগ অন্যায় হয়েছে। ওর যেন মঙ্গল হয়।



কৃষ্ণকলি

Phone: 770-998-1464
Fax: 770-998-1473
Email glen.monroe.b9vs@statefarm.com
Web: www.glenmonroe.com

STATE FARM® AGENT

Monroe Insurance Agency Inc.

Glen Monroe



Products Offered

Auto Insurance
Home and Property Insurance
Life Insurance
Health Insurance
Banking Products
Annuities

1875 Old Alabama Road
Unit 310
Roswell, GA 30076-2261

Office Hours: 8:30 to 5:00 M-F
After hours & Saturdays by Appointment



কেমন আছো তুমি?
রঞ্জিত দত্ত

কেমন আছো?
তোমার খবর কি?
এলার্জি কেমন আছে ?
সে কি এখনও তোমাকেই
ভালোবেসে, তোমার সঙ্গেই আছে?
নাকি বিদায় নিয়েছে?

তবে যদি চলে গিয়ে থাকে, তাহলে
বুঝবে সে অতিষ্ঠ হয়েই চলে গেছে।
তুমি অতিষ্ঠ করে মেরেছ
ঘন ঘন লোশন লাগিয়ে,
আর গরম জলে ডেটল ঢেলে
তাকে পুড়িয়ে মেরেছ!

পুষ্পকে বাঁচাতে তুমিই তো তাকে
ব্যবহার করতে চেয়েছিলে।
তার দোষ,
সে বিশ্বাস করে হটাৎ একটু
ভালোবাসতে চেয়েছিল তোমাকে।

তোমার পুষ্প প্রীতিতে মজে,
বাতাসের স্পর্শে উড়ে
হঠাৎ চুম্বনে জানান দিয়েছিল
তার অস্তিত্ব,
ভালোবাসায় যন্ত্রনা তো একটু থাকেই।

তুমি কষ্ট পেয়েছো ঠিকই,
তবে ভালোবাসা রেখে যায়
কিছু স্মৃতি আজীবন,
হয়ত সেও রেখে গেছে, যন্ত্রনায়।

সে বিদায় নিলে অবশ্যই
তোমার পক্ষে সুখবর, কারণ
পুষ্প এখন তোমার সঙ্গেই আছে,
তোমার স্বাদের আঙ্গিনা রঙিন করেছে
তার সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে।

সামান্য কারণে যথেষ্ট -
কষ্ট পেয়েছ তুমি।
যাক, সাবধানে পুষ্পকে রেখো,
পুষ্পকে বাঁচাতে সে আবারও -
ফিরতে পারে তোমারই হাত ধরে,
তোমারই প্রয়োজনে।

তাই সাবধানে থেকো,
বুঝেসুঝে চলো,
আতঙ্কে নয় সতর্কে,
নিজেকে সামলে রেখো।

কে বলতে পারে,
আগামীর প্রয়োজনে
ইতিহাস ফিরতেও পারে
কোনো একদিন,
কোনো এক তিথি মেনে,
কোনো এক অতীত ভর করে...!

রাস্তা
রুদ্রশংকর

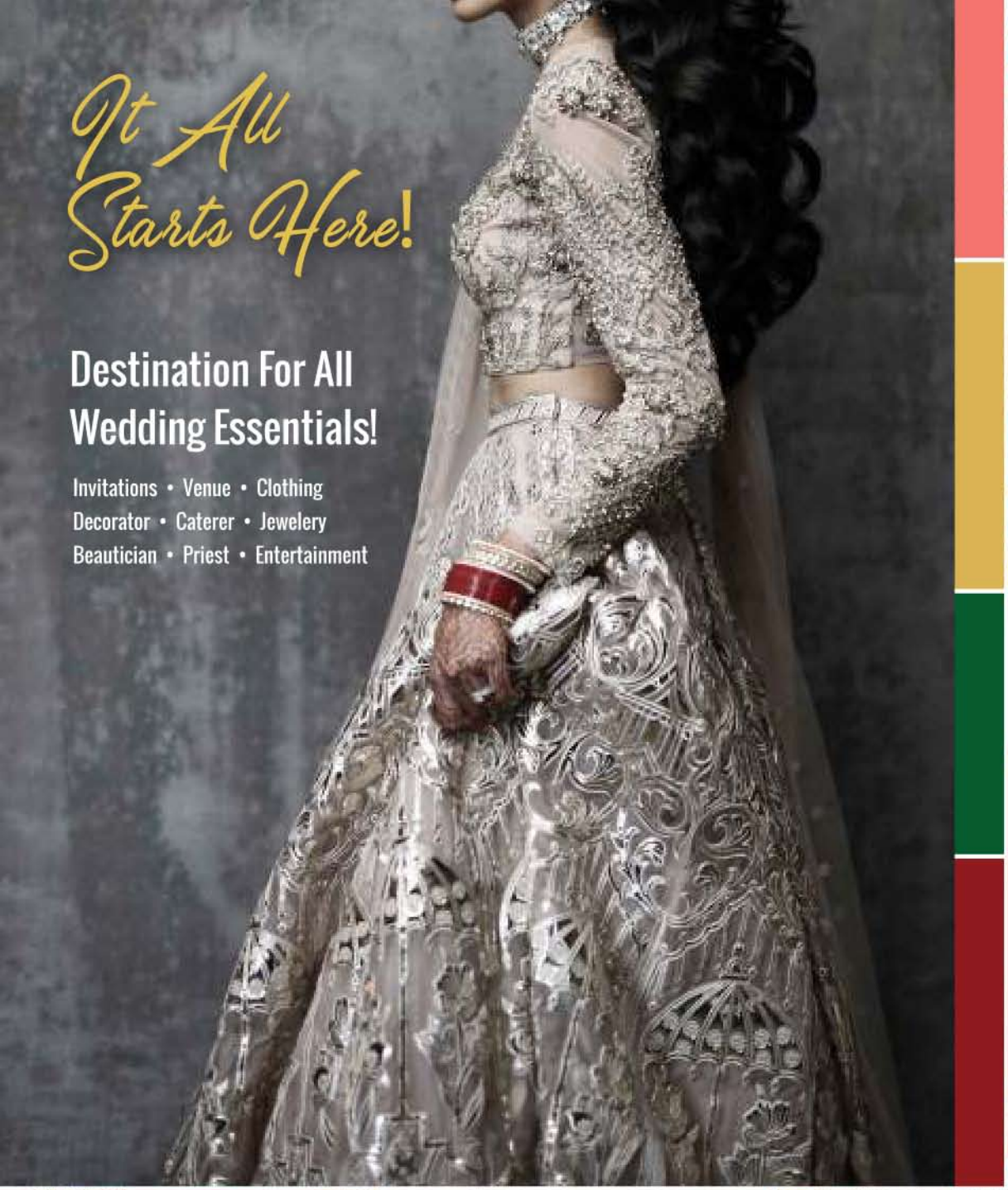
এ রাস্তা থামার জন্য নয়
ও রাস্তা চলতে শেখেনি
রোগা যুবতীর ঘরে –
লেখা হল জাতককাহিনী

#

দু' চোখ মুক্ত নেচেছিল
মুক্ত তার লবণাক্ত জল
অলি-গলিতে লালার গল্প
রক্ত খেল মশকীর দল

#

এ রাস্তায় রক্ত মোচড় দেয়
ও রাস্তায় অভিশপ্ত ঝড়
মেয়েটির বুকে সময় গড়ালো
পেছনে থাকল পাখিদের ঘর।













amsglobalmall.com

5675 Jimmy Carter Blvd. • Norcross GA 30071 • Phone. 770 416 1111

Global MALL

রতনের মুড়ি

মানস দে

স্টেশন থেকে নেমেই রতনের মুড়ির দোকান। ব্যাবসাটা শুরু করেছিল মদনের স্বর্গগত বাপ রতন সেই সিধুবাবুর আমল থেকে। তারপর স্টেশন দিয়ে কত ট্রেন চলে গেল - কয়লার ইঞ্জিন থেকে তো এখন ইলেকট্রিক। সিধুবাবু, জ্যোতিবাবু, বুদ্ধবাবু পেরিয়ে এখন দিদির সরকার। কিন্তু দোকানের নামটা চেঞ্জ হয়নি - 'রতনের মুড়ি'। বাপ স্বর্গে গেলেও নামটা ফেলে গেছে ওই দোকানে।

শুরুটা করেছিল রতন স্টেশনের ধারে অস্থায়ীভাবে। শুধু সন্ধ্যে বেলায় একটা টিমটিমে লম্ফ মানে কেরোসিনের ছোট বাতি জ্বেলে কয়েক ঘন্টা। ঠোঙায় করে মুড়ি আর আলুর চপ। দুটো আলুর চপ তখন পাঁচ পয়সা। প্ল্যাটফর্মটা অনেক নিচু ছিল। সারাদিনে কয়েকটা মাত্র ট্রেন। ট্রেন আসার আগে টংটং করে ঘন্টা বাজতো। আর এখন তো ব্যাপারই আলাদা, উচুঁ প্ল্যাটফর্ম, কম্পিউটারাইজড অ্যানাউন্সমেন্ট, প্রচুর ট্রেন। স্টেশন চত্বর এখন সবসময় গমগমে। চারিদিকে কত বাড়িও হয়ে গেছে। সময়ের সঙ্গে রতনের মুড়ির দোকান এখন কলেবরে যথেষ্টই বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু দোকানের নামে 'রতন' আছে, অনেক খদ্দের মদনকে রতন বলে ভুল করে।

স্টেশনের ধারে এই দোকানটা খুব চালু দোকান। মদন ওই প্রোডাক্ট লাইনটা আরো অনেক বাড়িয়ে নিয়েছে। মুড়ি, আলুর চপ তো আছেই তার সঙ্গে পেঁয়াজি, বেগুনি, সিঙ্গাড়া, ঘুগনি, চা, ডিম সেদ্ধ। তবে মেন প্রোডাক্ট কিন্তু এখনো সেই মুড়ি। রতনের মুড়ি নাকি বাজারের সেরা। আর হবে নাই বা কেন? মদন জহুরি লোক। মুড়ির ঠিকঠাক চালটা এখনো নিজেই কেনে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মদনের বৌ, কাত্যায়নী নিজের হাতে বাড়িতে খোলায় বালি দিয়ে মুড়ি ভাজতো। তবে সব ব্যবসার মতো একটু টেকনোলজি আপগ্রেড করে এখন মুড়িটা মেশিনে ভাজিয়ে আনে।

কত রকমের মুড়ির খদ্দের। মুড়ি যারা খায়, তারা জানে মুড়িকে কতভাবে খাওয়া যায়। যেমন শুকনো মুড়ি সঙ্গে চপ, পেঁয়াজি, সিঙ্গাড়া বা বেগুনি, কাঁচালঙ্কা ও পেয়াঁজ দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে। কেউ আবার এগুলোই একসঙ্গে কাঁসিতে মুড়ির সঙ্গে মেখে নেয়। আবার কিছু লোকজন শুকনো মুড়িতে জল ঢেলে চপ, সিঙ্গাড়া বা ঘুঘনি আলাদা করে চাখনা দিয়ে খায়। সব ক্ষেত্রেই একই জিনিস কিন্তু খাওয়ার প্রণালী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন টেস্ট। খদ্দেরদের এই বিহেবিয়ারটা মদন খুব ভালো বোঝে। আর জিনিসের দাম বাজারের বাকি দোকানগুলোর চেয়ে কম। আলুর চপের দাম এখনো জি এস টি নিয়ে দুটাকা, বাজারে বি পি এল (বিলো পোভার্টি লাইন) চপ নামে চলে। স্বভাবতই 'রতনের মুড়ি' যে বিখ্যাত তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। জিনিসের গুণমানও তারিফ করার মতো। কামড় দিলেই বোঝা যাবে যে কোন মালটা রতনের দোকানের আর কোনটা নয়। মানে ম্যানেজেমেন্টের ভাষায় যাকে বলে ব্র্যান্ডিং। তাই 'রতনের মুড়ি'র একটা ব্র্যান্ড ইমেজও তৈরী হয়ে গেছে বাজারে।

তাছাড়া মদন ছেলেটা খুব সৎ। আজ পর্যন্ত বাজারে কোনো দুর্নাম নেই। ক্রেতা যদি বলে খেতে ভালো নয়, মদন ফিফটি-পার্সেন্ট ছেড়ে দেয়। মানে পুরো গুডউইলের ব্যাপার। মদন বিজনেসের এই সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম বিষয়গুলো খুব ভালো বোঝে। যদিও ক্লাস ফোরের পর আর পড়েনি। কিন্তু মদনের বৌ, মানে কাত্যায়নী আবার উল্টো। আগে মদনের খড়ের চালের ঘর ছিল। এখন মদনের দোতালা পাকা বাড়ি, শখ করে পুরো দোতালাটা আবার টাইল বসানো, বৌয়ের নাকি টাইলসের খুব শখ, খুব শৌখীন কি না! নতুন শখ হয়েছে পান খাওয়া। গ্রামের কোনো বিয়েবাড়ি হলে একদম বেনারসি পরে যাওয়া চাই। সেই কাত্যায়নীর খুব শখ একজোড়া হিল দেওয়া জুতো পরার; তাতে যদি একটু লম্বা দেখায়। মদন কত করে বারণ করলো, কে কার কথা শোনে। ঘুরে তো মদনকে বলে – "তুমি ইস্টাইলের কি বোঝো? বড়ো বড়ো কথা বলছো যে বড্ডো"? মদন আর কিছু বলেনি, শহর থেকে বৌকে

হিল তোলা একজোড়া জুতো এনে দিয়েছিল। সেই জুতো পরে এক বিয়েবাড়ি যাবার পথে কাত্যায়নী একেবারে দুম ফটাস, গেলো ডান পা টা ভেঙে। দোষটা যদিও মদনের, ও পাশ দিয়েই হাঁটছিলো সময় মতো ধরলে এই দুর্ঘটনাটা ঘটতোনা। মদন চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু অত বড় বপু, তাই শেষ রক্ষা হয়নি। বলে না, ওই কপাল আর কি! তারপর তিনমাস পুরো বেডরেস্ট। সেই থেকে ওই হিলের 'ইস্টাইল' এর অ্যাডভেঞ্চার একেবারে বন্ধ। আরে বাবা, হাসার কিছু নেই, মানুষ তো ঠেকেই শেখে, নাকি। যদিও অন্য ঠাটবাট ঠিক বজায় থাকে - যেমন বাড়িতে কাজের লোক, লিপস্টিক, নেলপালিশ ইত্যাদি ইত্যাদি। আজকাল নাকি আবার কাত্যায়নীর হ্যাপি বার্থডেও হয়। যদিও সে জানে না তার প্রকৃত জন্মদিন কবে তবুও আধার কার্ডের হিসাবেই বার্থডে পালন করে।

সেই কাত্যায়নীর হঠাৎ করে মনে হলো যে দোকানে না আছে তার নাম, না মদনের। এইটা একদম ঠিক হচ্ছে না। সে মদনকে বললো দোকানের নাম চেঞ্জ করে 'কাত্যায়নীর মুড়ি' রাখতে হবে। আর মদন যেন আর সাইকেল চেপে দোকানে না যায় কারণ এতে তার 'পেসটিক' জড়িত । তার জন্যে একটা ভটভটি মানে মোটরসাইকেলও কিনতে হবে। মদন বলে মুড়ির সঙ্গে কাত্যায়নী নামটা ঠিক যায় না। কাপড়ের দোকান বা নিদেন পক্ষে মিষ্টির দোকান হলেও চলত। মদন ফোর পাস হলেও ক্রেতার মনের কথাটা কিন্তু সার বোঝে। মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট তো অনেকেই পড়ে কিন্তু সত্যি সত্যি বোঝে কজন? মদন বৌকে সেটাই একটু বোঝাবার চেষ্টা করে, কিন্তু বুঝলে তো। সে গ্রামের মাধ্যমিক পাশ হাতুড়ে অশোক ডাক্তারের নতুন দোতলা বাড়ী, হিরো-হন্ডার উদাহরণ টেনে আনে। আরে কে বোঝাবে ডাক্তারি আর তেলেভাজার ব্যবসা এক নয়, গলায় স্টেথোর সঙ্গে ভটভটিটা মানায়, চপ-মুড়ির সঙ্গে নয়। শেষমেস সব পরিবারে যা হয় আর কি — বৌয়ের কথাই শেষ পর্যন্ত থাকে। বাড়িতে নতুন মোটরসাইকেল আসে। দোকানের নতুন নাম হয় 'কাত্যায়নীর মুড়ি'। বেচারি রতন, বৌমার এই কীর্তিকলাপে স্বর্গ থেকে হাসে আর ভাবে - দ্যাখ যদি চালাতে পারিস।

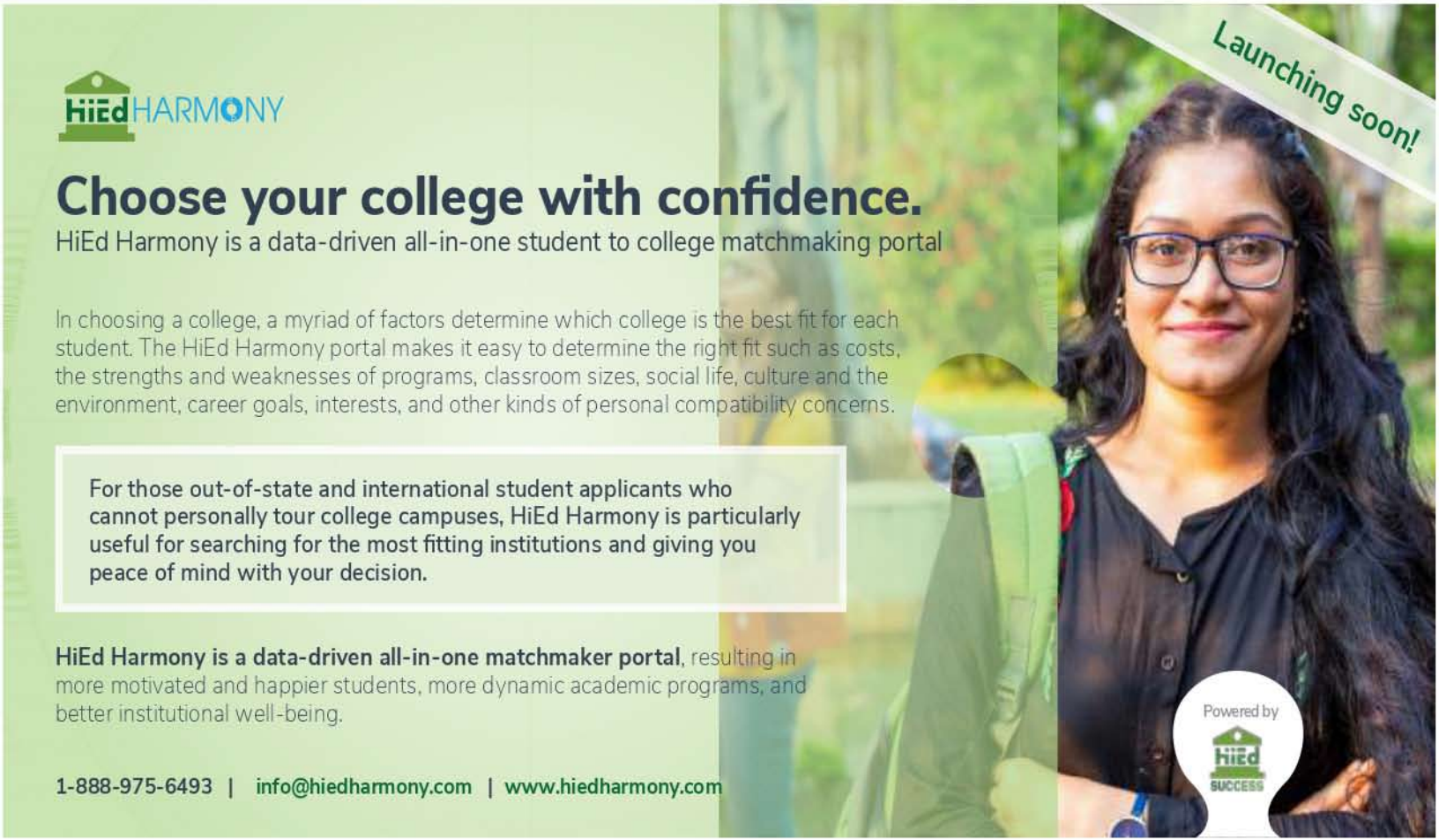
মদন এখন লুঙ্গি-গেঞ্জি ছেড়ে ভোল পাল্টে প্যান্ট-শার্ট পরে মোটর সাইকেলে করে দোকানে যায়। জিনিসপত্রের দামও একটু বাড়ানো হয় কাত্যায়নীর কথায়, মোটর সাইকেল বা তেলের দাম তো তুলতে হবে। খদ্দের ভাবে মদনের আবার হলোটা কি? দোকানের নাম রতন থেকে কাত্যায়নী, মদনের সাইকেল থেকে মোটর সাইকেল বা লুঙ্গি-গেঞ্জি-গামছা থেকে শার্ট-প্যান্ট। বি পি এল চপ এখন আই পি এল। লক্ষ্মী বড় চঞ্চলা, তাই যা হবার তাই হলো। এক বছরের মধ্যে ব্যবসা লাটে ওঠার জোগাড়। মদন তো জানতো এটা হবারই ছিল। কাত্যায়নীও অবশ্য যে বোঝেনি তা নয়। তবে ওই অহংকার। ভুলটা স্বীকার কেন করবে? মদন বৌয়ের সঙ্গে আজ প্রায় বিশ বছর ঘর করছে। তাই জানে কিভাবে এই সিচুয়েশনটা হ্যান্ডেল করতে হয়। সে বৌয়ের হ্যাপি বার্থডের দিন একটা শাড়ি আর একটা কেক নিয়ে বৌকে আদর করে বলে – "কাতু, তুই তো জানিস দোকান এখন আর তেমন চলছেনা। তোর আইডিয়াটা খুব ভালো, কলকাতায় হলে এখন তো একটা পাঁচতলা বাড়ি হয়ে যেত। কিন্তু এটা তো গেরাম। তোকে বোঝার ক্ষমতা এদের নেই। তাই বলি কি, আমি দোকানের পুরানো নামটাই ফিরিয়ে আনি আর যেমনভাবে চলছিল তেমনভাবেই চালাই। পরের বছর দোকান আবার যখন রমরমা চলবে, তখন জন্মদিনে তোকে একটা সোনার হার গড়িয়ে দেব। আর তোর নামেও একটা নতুন মেনু ছাড়বো - কাত্যায়নী স্পেশাল চপ। আলুর সঙ্গে ফুলকপি, নারকেল, গাজর, কড়াইশুঁটি দিয়ে নিরামিষ চপ। বাজারে খুব চলবে দেখিস"। আসলে কাত্যায়নীকে একটা সম্মানজনকভাবে নিজের করা ভুল থেকে বেরোনোর সুযোগ করে দেয় মদন। আর এই প্রস্তাব লুফে নেয় কাত্যায়নী। সেও জানে ভুলটা ওই করেছে, যাক মুখে স্বীকার করতে হলনা, ইগোটা তো রইল। মুখে একটা কপট অভিমান এনে ঘাড়টা একটু অন্যদিকে ঘুরিয়ে বলে — "ঠিক আছে, তোমার কথা কি কখনো অমান্য করেছি"? 'রতন' দোকানে ফিরে আসে, মদন সাইকেল,

রতনের মুড়ি

গেঞ্জি-লুঙ্গিতে ফিরে যায়, আই পি এল চপ আবার বি পি এলে, শুধু সময়টা এক বছর এগিয়ে যায়। আস্তে আস্তে ক্রেতারাও ফেরত আসে। 'রতনের মুড়ি' আবার স্বমহিমায় যে ফিরবে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। শুধু পরিবর্তন বলতে সাইনবোর্ড থেকে কাত্যায়নীর ডিমোশন হয়ে মেনুর মধ্যে প্রবেশ। তবে কাত্যায়নী চপ কিন্তু বাজারে দারুন হিট, পুরো ইউনিক জিনিস।

এক বছর পর, কাত্যায়নীর জন্মদিনে মদন একটা সোনার হার কেনে। হারটা পেয়ে মদনের বৌ যেন একটু অনুতাপে ভোগে আর বলে তার জন্যেই ব্যবসায় এতো ক্ষতি হয়ে গেল। মদন একটু হেসে বলে – "আরে জীবনে লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ তো লেগেই থাকে। আসলে সবকিছুই একটা উপলব্ধি, সেই উপলব্ধি থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবনে পথ চলতে হয়, সেখানে প্রকৃত ভালো বা মন্দ বলে কিছু নেই। আরে পুরো জীবনটাই একটা লাভ, সামান্য অর্থক্ষতি তার কাছে কি এমন! আর একটা কথা হল শিকড়। দুঃখের বিষয় আমরা মাঝে মাঝেই ভুলে যাই কোথা থেকে উঠে এসেছি। শিকড়কে ভুলে গেলে তো নিজেকেই ভুলে যেতে হয় রে কাতু।"

জানিনা, একটা ফোর পাস লোক এই জীবনবোধ কোথা থেকে পায়। দুবেলা যার একসময় পেটপুরে খাবার মিলত না, সে আজ গাঁয়ের অন্যতম ধনী ব্যক্তি। চুপ করে কথাগুলো শোনে কাত্যায়নী। কেউ তো কখনো ওকে এই ভাবে জীবনবোধ ব্যাখ্যা করেনি। তারপর হাতের হারটার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ভাবে। সত্যিই কি খুব দামী এটা ? মনে তো হয়না, শুধু খুব চকচক করে এই যা! "এই নিয়ে যাও এইটা, আমার আর লাগবে না গো, শুধু তুমি পাশে থাকলেই হবে।" মদন কাত্যায়নীর মাথাটা নিজের বুকে টেনে স্মিত হাসি হেসে বলে - "আমার জীবনের সেরা প্রাপ্তি কিন্তু তুই!"



27TH INVESTMENTS

www.27invest.com

LUCKY BUCKS GAMING GROUP

POLITEK USA CAR REFINISHINGS

27TH VENTURES

QUANTUM LENDING GROUP

JACKPOT SOFTWARE

www.27invest.com

855-742-2727

Splendid Europe

Kiriti Gupta

When the Sound of Music was released in 1965, it took the world by storm, earning five Oscars. I had the opportunity to see the movie on the 70 mm Screen in Globe Theater in Kolkata. It was a fascinating movie that left a lasting impression on my mind. I always wanted to visit the places where the film was shot, especially Salzburg, Austria, whose breathtaking sceneries played an integral part in the movie.

I did some research about available group tours and came across a nine-day COSMOS tour covering Munich-Nuremberg-Prague-Vienna-Budapest-Salzburg-Munich. In the past, I had traveled with COSMOS numerous times as part of many European Tours they provided. So, it was a blessing in disguise. Moreover, I thought I would have the opportunity to see for myself some of the countries which were under the Soviet Union before the Cold War ended. We decided to take the COSMOS tour in 2018 in August during our Anniversary Month.

We took the overnight flight from Atlanta to Munich and arrived around noon at the Munich Airport, where we were received by the Tour Director who arranged transportation from Airport to the hotel, which was in Schwabing, the most popular district in Munich, between the English Garden and Leopoldstrasse. Both attractions were a short distance away. In addition, the hotel had good transportation to reach Marienplatz and Olympiazentrum. We took a stroll around town to acclimate ourselves before our adventure began.

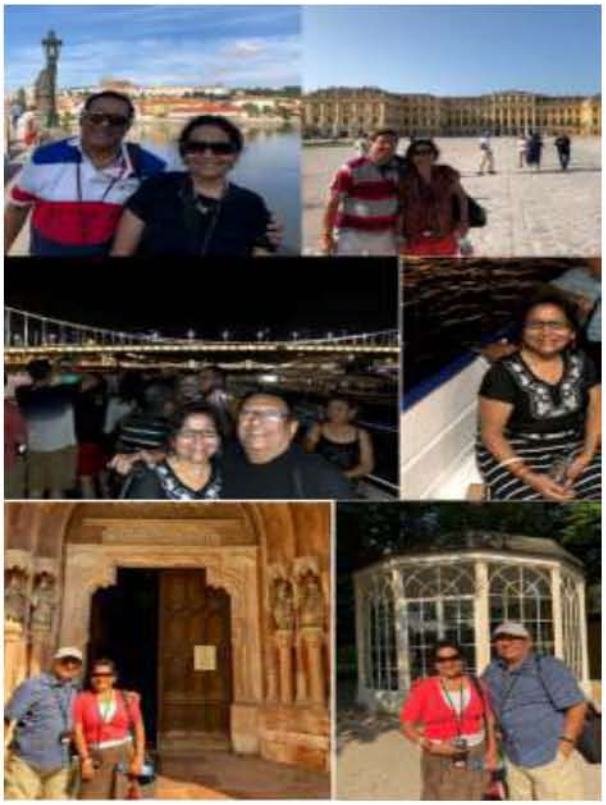
The following day we started our journey by COSMOS Bus and arrived after two hours in Nuremberg, which had a pretty Market Square and Our Lady's Church. Next, we headed east across the border into the Czech Republic and arrived in Prague. At first sight, I was very impressed by the sparkling clean buildings and streets of Prague. The hotel we stayed at was elegant and accorded a red-carpet welcome to our group. In the evening, we participated in a Czech Dinner and Folklore Show, where we experienced the heart and cultural traditions of the Czech Republic with the country's traditional food, music, song, and dance. An abundance of wine was served during the show. Among the tourist attractions we visited in Prague were Charles Bridge, dating to 1357 and one of the oldest stone bridges in Europe, and the Astronomical Clock, built in 1410 with a sinister medieval figure of death who emerges to pull the bell cord.

Our next stop was Budapest, where we saw the Parliament building, a UNESCO World Heritage Site and is considered one of the world's most beautiful parliament buildings, and Fisherman's Bastion, which overlooks the city. In the evening, we took a boat ride down the famed river Danube to view the lighting of the city at night. The two-hour boat ride included dinner and wine. The view of the city at night while traveling on the Danube is a memory I will never forget.

The next country we visited was Austria. In Vienna, we saw the Hofburg, the palatial complex and the political focal point for the Hapsburgs. We also had a chance to sit in a café with a piece of scrumptious Sachertorte while listening to a legendary waltz. We also explored the inside of St. Stephen's Cathedral with its Romanesque and gothic architecture. In the evening, we enjoyed a Vienna Orchestra performance with a toast of wine.

From Vienna, we proceeded down the scenic Danube River route to reach Salzburg. In Salzburg, we walked through the quaint streets of the town center and visited Mozart's house. We also saw all the Sound of Music filming sites and relived the memories from the movie. Next evening, we returned to Munich and had a real Bavarian Dinner in a restaurant. After spending two more days in Munich to

Splendid Europe

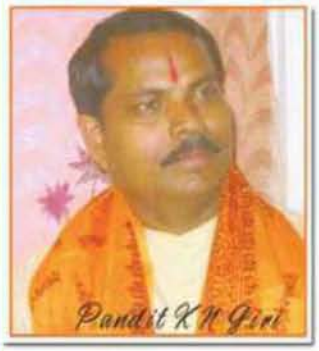


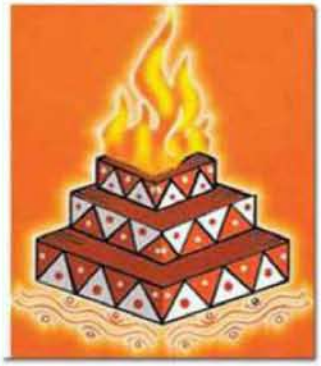
see the local sights and do some last-minute shopping, we headed back to our hometown Atlanta.

I am sharing some of the photos we took during our short trip. I must say it was a very enjoyable and memorable eleven-day trip that provided us a stunning glimpse of some beautiful Central European countries.

Photos from Top left to right:

- Charles Bridge, Prague; Schonbrunn Palace, Vienna and Schonbrunn Palace Garden
- Budapest, Danube River Bridge boat ride, Dinner in Prague
- Salzburg, Austria; Sound of Music Filming site; Salzburg, Nuremberg





Religious Services

- Anniversaries
- Birthdays
- Business
- Funeral
- House Opening,
- Marriages
- Naming
- Vastu Shanti
- Shanti Havan
- includes Performing Music in Ceremonies

Specialist in Conducting Indian Wedding Ceremonies with full explanation.

Pandit Giri- Call @ 678 665 2301 (c), 770 608 8800 (o), 770 982 6885(h)
Email: yajnaparivar@gmail.com



জর্জিয়ার ডোরাভিল এর বিউফোর্ড হাইওয়ে এবং অকলিফ রোডের ইন্টারসেকশনের প্লাজা ওয়ান মলে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ এবং নতুন আঙ্গিকে আপনাদের পছন্দের ও আগ্রহের কথা বিবেচনায় নিয়ে উদ্বোধন হয়েছে

বাংলাদেশী গ্রোসারী প্লাস



আমাদের স্টোরের সমস্ত ফলমূল, সবজি এবং মাছ মাংস
উন্নতমানের টাটকা এবং ১০০% হালাল

যোগাযোগের ঠিকানা :

5938 BUFORD HWY Ste # 107
DORAVILLE, GA 30340

PH : 404-322-7852

আপনাদের শুভ পদার্পণ এবং সহযোগিতা আমাদের ভবিষ্যতের চলার পথের পাথেয় হয়ে উঠুক ইহাই কামনা করি। ... ধ্রুব ধর

বাংলাদেশী গ্রোসারী প্লাস– ব্যবসা নয়, সেবাই মুখ্য

অ-মানুষ

অশোক গাঙ্গুলী

কামরূপ এক্সপ্রেস এর প্রথম শ্রেণীর কূপ এ সমর সেন ল্যাপটপে গল্প লিখছিলেন। হাওড়া থেকে একটু পরেই ট্রেনটা ছাড়বে। কূপ এর দরজা খোলা। মোহিত বাবু উল্টোদিকের সিটে এসে বসলেন। সমর বাবু লিখতে লিখতেই বললেন "মিস্টার ভদ্র"?

"আমি মোহিত বোস। রিসারভেশন লিস্ট এ জীবন ভদ্র লেখা আছে। উনি বোধহয় রিসারভেশন ক্যানসেল করেছেন। আমি গৌহাটি হয়ে শিলং যাবো। লিস্ট অনুযায়ী আপনি সমর সেন। নমস্কার। আপনিই কি সেই বিখ্যাত ক্রাইম থ্রিলার লেখক"?

"একটু আধটু লিখি", সমর বাবু বললেন। "আমি ও শিলং যাবো। গত পাঁচ বছর ধরে প্রতি বছর এই দিনে আমি একবার এই ট্রেনে গৌহাটি হয়ে শিলং যাই। আপনার কি এই প্রথম শিলং যাওয়া"?

মোহিতবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, "হ্যাঁ, এই প্রথম। গত বছর চেষ্টা করেও যাওয়া হয়ে ওঠে নি। আপনি যে ঠিক এই দিনেই এই ট্রেনে যান পাঁচ বছর ধরে, কোনো স্পেশাল কারণ আছে কি"? সমরবাবু হাসলেন, "অনেকটা পথ যেতে হবে তো, ডিনার খেয়ে বলবো"। সমরবাবু বিপত্নীক। পাঁচ বছর আগে এইদিনে ওনার স্ত্রী মধুরিমা সেন একসিডেন্টে মারা যান। এই ট্রেন-এরই কামরা থেকে খোলা দরজা দিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। ঠিক ছটায় হাওড়া থেকে কামরূপ ছেড়ে দিলো।

ডিনার খেয়ে সময় বাবু বলা আরম্ভ করলেন, "ঠিক পাঁচ বছর আগে , এই দিনে, আমি আর মধুরিমা এই ট্রেনে এরকম একটা কূপে গৌহাটি হয়ে শিলং যাচ্ছিলাম। আমাদের চতুর্থ বিবাহ বার্ষিকী শিলং এ কাটানোর ইচ্ছে। আমার তখন একটু আধটু নামও হচ্ছে, বইও বিক্রি ও হচ্ছে। মধুরিমা ও একটা হাই স্কুলে পড়াতো। সাউথ সিটি মল এর কাছেই ছিল ওর স্কুল। মাঝে মাঝেই আমরা মলে লাঞ্চ টাইমে মিট করতাম। সেদিনও করার কথা, কিন্তু আমি পাবলিশার এর সাথে একটা কাজে আটকে গেলাম। মধুরিমাকে ফোন করে একাই লাঞ্চ সেরে নিতে বললাম। তারপর হঠাৎ পাবলিশার এর সাথে কাজ শেষ হয়ে গেল। সারপ্রাইস দেবার জন্যে ফোন না করেই মলে চলে গেলাম। দেখলাম ও অন্য একজনের সাথে লাঞ্চ করছে। মধুরিমা আলাপ করিয়ে দিলো, অসীম দত্ত; ওর কলিগ।

কদিন পর আমি সল্ট লেকের এ ব্লকে যাচ্ছিলাম, পাবলিশারের অফিসে, হঠাৎ দেখি অসীম দত্ত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে বেরোচ্ছে। অবাকই হলাম। স্কুল টাইম এ স্কুল থেকে এত দূরে অসীম বাবু? তবে কি ও স্কুলে কাজ করে না? মধুরিমা কি আমাকে সত্যি বলে নি? মধুরিমাকে কিছু না জিজ্ঞেস করাই ভালো হবে ঠিক করলাম। হয়তো অসীম দত্ত সত্যিই স্কুলে কাজ করে, হয়তো ছুটি নিয়েছে। কিন্তু দুদিন পরে আবার সেই একই ঘটনা। আবার পাবলিশার এর কাছে যাবার সময় অসীম কে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এ ঢুকতে দেখলাম, স্কুল টাইম এ। বুঝলাম মধুরিমাকে আমাকে সত্যি বোলছে না। কিন্তু কেন? কি লুকোচ্ছে? তবুও ভাবলাম মধুরিমাকে এখনই কিছু জিজ্ঞেস করবো না। পরের সপ্তাহেই আমাদের শিলং যাবার কথা, ট্রেনে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করবো।

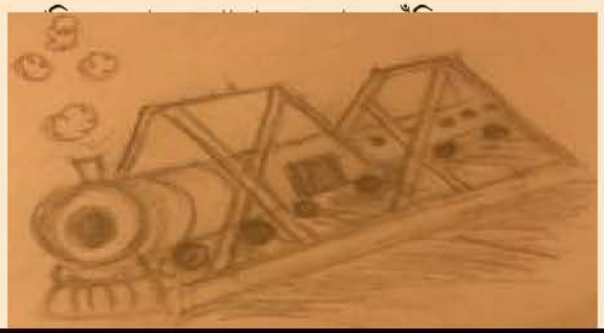
পরের সপ্তাহে, এই দিনে এরকমই একটা কূপে মধুরিমাকে নিয়ে উঠেছিলা। রাত দশটা নাগাদ ট্রেন নবদ্বীপ ধাম ছেড়ে দেবার পর জিজ্ঞেস করলাম অসীম দত্তর কথা। অসীম কি ছুটিতে? ওকে দুবার স্কুল টাইম এ স্কুল থেকে অনেক দূরে দেখেছি। মধুরিমা ভাবে নি যে অসীমকে নিয়ে কোনো কথা উঠতে পারে। শুধু বললো, তাই? জানি না ও ছুটিতে কি না। আমরা জাস্ট এক স্কুলে কলিগ, এত খবর তো রাখি না। বুঝলাম ও সত্যি বলছে না। আমার হঠাৎ একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করলো। সিগারেট খাবার জন্য ট্রেনের দরজার কাছে যাবার সময়ে লক্ষ্য করলাম পাশের কূপের দরজাটা অল্প খোলা, একজন লোক বসে আছে, ওপরের বাঙ্ক ফাঁকা। অল্প আলোয় মনে হলো লোকটা দেখতে অসীম দত্তর মতো। না, মতো নয়, অসীম দত্তই। আমার সাথে অল্প খোলা দরজা দিয়ে , চোখাচোখি ও হলো। মনে হলো ও আমাকে চিনেছে। বুঝেছে যে আমি ও ওকে চিনেছি। অসীমকে দেখে আমার মনের মধ্যে যে

কি হলো বোঝাতে পারবো না। আমি ট্রেনের দরজাটা পুরো খুলে একটা সিগারেট ধরালাম| এক হাতে দরজার হ্যান্ডেলটা ধরে, অন্য হাতে সিগেরেট এ টান দিচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি পেছনে মধুরিমা এসে দাঁড়িয়েছে।

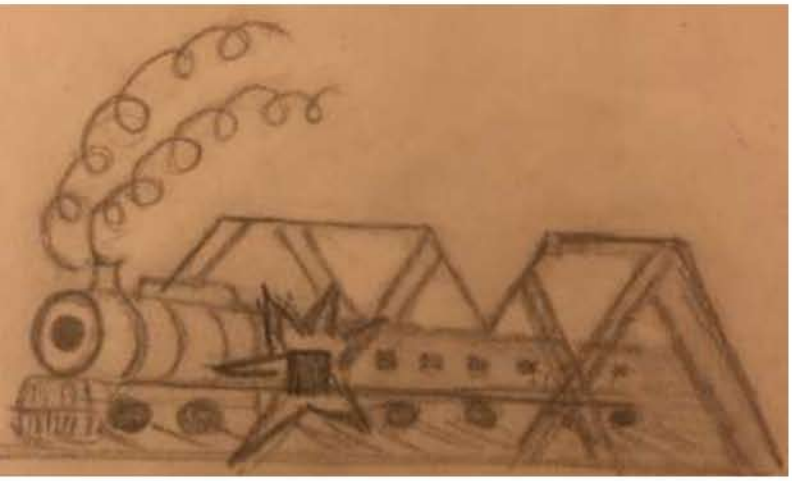
মধুরিমা একটা নিষ্ঠুর হাসি হেসে বললো, তুমি তো সবই বুঝতে পেরেছো| হ্যাঁ, আমার আর অসীমের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তুমি তো সব সময় তোমার লেখা নিয়েই ব্যস্ত। সারাদিন পর স্কুল থেকে ফিরে দেখি তুমি লিখছো। আমার জন্যে কোনো সময়ই নেই তোমার| সত্যি বলতে আমার এই চার বছরের একঘেয়ে জীবনে অসীম যেন একটা আলোর ছটা। ও আমার জীবনে আসাতে আমি খুঁজে পেয়েছি নিজেকে। তুমি তো সারাদিন ধরে লেখো আর ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোও। ভেবেছিলাম ঘুমের ওষুধ এর ডোস বাড়িয়ে তোমাকে বেশি সময় ঘুম পাড়িয়ে রেখে আমি আর অসীম একটু বেশি সময় কাটাবো শিলংয়ে। ও কূপের দরজা খোলা রেখেছিল আমার জন্যেই। ওপরের বাঙ্ক ও আমারই জন্যে। তুমি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে, আমার ওর কূপে চলে যাবার কথা।

আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না। ভাবছিলাম এও কি হতে পারে? বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। দেখলাম অসীম দত্তও করিডোরের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে। মধুরিমা ঠিক আমার সামনে দাঁড়ানো। পেছনে খোলা দরজা। মধুরিমা বলেই চলেছে, যখন সব বুঝেছো, আর আমার অভিনয় এর দরকার নেই। তোমারও আর বেঁচে থাকার দরকার নেই। সিগারেট খেতে এসে ট্রেনের খোলা দরজা দিয়ে পরে গিয়ে লেখক সমর সেনের মৃত্যুর খবর কাল সব কাগজেই বেরোবে। আমি দুঃখিত, কিন্তু তোমার লাইফ ইন্সুরেন্সুরেন্স আর বাড়িটার জন্যে আমাকে এটা করতেই হবে| নিউ ফারাক্কা জংশন ছাড়িয়ে ট্রেন চলছিল ব্যারাজ এর ওপর দিয়ে। দুধারে লোহার গার্ডার ঢং ঢং করে চলে যাচ্ছে। আমি সত্যিই দুঃখিত বলেই মধুরিমা আমাকে সজোরে একটা ধাক্কা মারলো। ধাক্কা দিতেই, আমি ওর হাতটা ধরে ফেলি। আমি পড়ে যেতে যেতে দেখি ও-ও আমার সাথে নিচের দিকে যাচ্ছে। দুজনেই লোহার গার্ডারে ধাক্কা খেতে খেতে নিচে জলের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। যখন চোখ খুললাম, আমি হাসপাতালে। বেঁচে গেছি| কি করে, সেটা আরেক গল্প। তিন মাস হাসপাতালে, এর মধ্যেই খবর পেলাম, মধুরিমার বডি পাওয়া গেছে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আমি অসীম দত্তকে খুঁজে বের করলাম, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এর সামনে দুদিন দাঁড়িয়ে, ওকে ফলো করে ওর বাড়িও পেলাম। কয়েকদিন পরে অসীমের সুইসাইডের খবর কাগজে বেরোলো। তারপর থেকে, প্রতি বছর এই দিনে আমি এই ট্রেনের এরকম একটা কূপে উঠি। এবার আমাকে একটা সিগেরেট খেতে হবে মোহিত বাবু। গল্প শেষ হতে চললো| আপনি সিগেরেট খান"? "না! এক বছর হলো ছেড়ে দিয়েছি, খেতে পারি না তাই। চলুন আপনার সাথে দরজা অবধি যাই, ওখানেই নাহয় আপনি সিগারেট খেতে খেতে গল্পটা শেষ করবেন"।

দুজনে হেঁটে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন| সমর সেন দরজাটা খুলে হাওয়ার জন্যে মোহিতবাবুকে একটু সরিয়ে ভেতরে এসে লাইটার জ্বেলে সিগারেটটা ধরালেন। খোলা দরজার কাছে, হাতল না ধরে মোহিত বোস দাঁড়িয়ে, পেছনে সমর সেন। সিগারেটে একটা টান দিয়ে সমর সেন আবার শুরু করলেন, "অসীম দত্তকে মারবার কয়েক মাস পর আমার আকসিডেন্টের বর্ষপূর্তির দিনে, আমি এই ট্রেনের এরকম একটা কূপে একা এসে উঠলাম| মধুরিমা নেই, তাই একা। কিছু পরে আপনারই মতো একজন সেই কূপে এসে বসেছিলেন। তাকেও এভাবেই পুরো গল্পটা বলেছিলাম সিগারেট খেতে খেতে। পুরো গল্পটা বলার পর আমি ওনাকে ট্রেন থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলাম| অসীম দত্তর পর, ওটাই আমার দ্বিতীয় খুন, ট্রেনে প্রথম| তারপর গত তিন বছর ধরে এই দিনে আরো তিন জনকে মেরেছি। আজ আপনার দিন মোহিত বোস। আপনাকে নিয়ে পাঁচ বছরে পাঁচ জন হবে। আমি দুঃখিত, কিন্তু আপনাকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতেই হবে।



অ-মানুষ



মোহিত বোস খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে| বললেন, "আপনার বৌয়ের অপরাধের শাস্তি আপনি অন্যদের দিচ্ছেন কেন? আপনি অমানুষ| মানুষের দেহে মনুষ্যত্ব হীন একজীব| আপনি, মধুরিমা, অসীম দত্ত, আপনারা সবাই দেহে মানুষ হয়েও মনে মনুষ্যত্ব হীন অমানুষ| কিন্তু আপনার এই খেলা তো আমি চলতে দিতে পারি না সমর সেন| আমাকে বন্ধ করতেই হবে। সেজন্যেই আমি ফিরে এসেছি"।

ট্রেন ততক্ষনে ব্যারাজ এর ওপরে উঠে গেছে। গার্ডার গুলো ঢং ঢং করে চলে যাচ্ছে। "কি করে বন্ধ করবেন? পারবেন না", বলেই সমর সেন মোহিত বোসকে জোরে একটা ধাক্কা দিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য, মোহিত বোসের দেহ ভেদ করে সমর সেন গার্ডার এ ধাক্কা খেতে খেতে নিচের দিকে পড়তে থাকলেন। মোহিতবাবু যেন থেকে ও নেই। যেন এক কায়া হীন ছায়া, যেন একটা হলোগ্রাম| সমরবাবুর দ্রুতগতিতে নেমে যাওয়া দেহটার দিকে তাকিয়ে, মোহিত বাবু বললেন, "গত বছর এইদিনে, আপনি আমাকে এখানেই ধাক্কা দিয়েছিলেন। আপনার মতো আমি বেঁচে ফিরতে পারি নি। তাই কায়াহীন হয়ে এসে আপনার এই মৃত্যুর খেলা আমাকে বন্ধ করতে হলো। আপনারা মানুষ হয়ে ও ছিলেন অমানুষ আর আমি অ-মানুষ হলেও, এখনো মনুষ্যত্ব হারাইনি।

অ-মানুষ



Better Homes and Gardens REAL ESTATE
metrobrokers.com

LOOKING TO BUY OR SELL A HOUSE?
How about an INVESTMENT?
Choosing a good realtor is the most important step.

Let me be your Realtor and help you with all your Real Estate needs in the Atlanta region! Personalized service that will make you feel like you have a true friend in Real Estate.
Ask about my referrals

Sathish Menon
Award Winning Realtor®
(404) 731-5245
Sathish.Menon@MetroBrokers.com
Visit metrobrokers.com/sathish.menon or my facebook page at
https://www.facebook.com/SathishMenonRealtor/

You just wont find better advice!

মন্ত্র-মুগ্ধ, মন্ত্র-মূর্খ

অনিল চক্রবর্ত্তী, জর্জিয়া

আমি বড় হয়ে উঠেছি গ্রাম বাংলার এক বিশাল জমিদারি পরিবারে। আমাদের নানা শরিক মিলে একান্ন জনের বৃহৎ একটা সংসারে এক বিরাট বাড়ির বিভিন্ন মহলে ভাগাভাগি করে থাকার জীবনেই আমি অভ্যস্ত। আগেকার দিনের জমিদারি বাড়ির নকশায় গড়া এই বাড়িটার সদর মহলের ডানদিকের আঠারোটা সিঁড়ি বেয়ে উঠলে, পড়ে এক প্রমাণ সাইজের ঠাকুরদালান, যেখানে প্রায় গত তিনশ' বছর ধরে একটানা দুর্গাপূজো, কালীপূজো, ইত্যাদি হয়ে চলেছে। আর ঠাকুরদালানের পশ্চিমে লাগানো বেশ কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলায় উঠলেই প্রথমেই যে ঘরটা পড়ে সেটা আমাদের চক্রবর্ত্তী পরিবারের প্রতিদিনের পুজোর ঘর; এখানে নিত্যপূজা ছাড়াও, সত্যনারায়ণ ইত্যাদি সারাবছরের নানা পুজো পুরানো প্রথা মেনে এখনও করা হচ্ছে। তাই পুজোর আবহেই আমি মানুষ হয়েছি বলা যায়। কিন্তু পা ঢেকে শান্তিজল নেওয়ার সময় পুরোহিত মশাই এর মিনমিনে গলায় মন্ত্রপাঠ আমার মনে কখনও রেখা পাত করে নি, বা পুজোটা যে বসে দেখব সেটার ইচ্ছেও হয় নি। তবে হ্যাঁ, দূর্গাপুজোর সময়, আমাদের পরিবারের বহুদিনের পুরোহিত ভূপেন ভট্টাচার্য্য মশাই এর উদাত্ত স্বরে কয়েক ঘন্টা ধরে পুজোর প্রতিদিন চণ্ডীপাঠ আমি কোনদিন ভুলতে পারি নি। কখনও সবটা শুনিনি, তবে আসা যাওয়ার পথে যেটুকু আমার কানে যেত, তাতে আমি সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণের শব্দে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেতাম, যার রেশ এখনও আমার কানে বাজে; বিশেষ করে "যা দেবী সর্বভূতেষু ….নমস্তস্যৈ" এর অপরিচিত শব্দমালার মাদকতা আমার মনে একটা অদ্ভুত আলোড়ন সৃষ্টি করত।

এত সব পুজোর মধ্যে থেকেও আমি যে খুব আস্তিক হয়ে উঠছিলাম তা নয়। বরঞ্চ, সবাই আমাকে নাস্তিক বলেই জানত। কিন্তু অলক্ষ্যে ভগবান বোধ হয় হেসেছিলেন!

১৯৬৫ সালে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে, পাঁচ বছর থাকাকালীন লণ্ডনের দূর্গাপুজোয় গেছি দু'/এক বার। পুজো হিসেবে যত নয়, তার বেশি সামাজিক মেলামেশার জন্যই। ১৯৭০ সালে নিউ ইয়র্কে পৌঁছে কিছু বাঙালী গোষ্ঠীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'ল, বেশির ভাগই তরুণ ও আমার মত অবিবাহিত। এখানকার প্রথম দূর্গাপুজা, যার ব্যবস্থাপনায় আমি একটু জড়িয়ে পড়েছিলাম, যতটা সম্ভব দেশের আচার মেনেই করা হয়েছিলো; অঞ্জলি, আরতি, বিসর্জন, কিছুই বাদ যায়নি। লক্ষ্য করলাম যে পুরোহিতমশাই আমাদের মতনই একজন নবাগত immigrant – বই-খাতা খুলে পুজোর মন্ত্র বলছেন।

এক বছর বাদে দেশ থেকে বিয়ে করার আসার পরে চাকরীর সূত্রে আমাদের New Jersey তে আসা। কয়েকটা বছর এই স্টেটের নানা জায়গায় থেকে আমরা একটা বাড়ি কিনে স্থিথু হলাম Saddle Brook বলে এক ছোট টাউনে। প্রায় আমাদের সমবয়সী অনেক বাঙ্গালী ছোট পরিবার তখন আশেপাশের টাউনে আস্তানা গাড়ছে। প্রায় সকলেই একটা করে গাড়ি কিনেছে। বেশীর ভাগই পেশায় ইঞ্জিনীয়ার – ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট জনসনের পরদেশী অভিবাসন নীতি শিথিল করার আইন পাশ হওয়ার ফলে আমার মত যে ঝাঁকে ঝাঁকে ইঞ্জিনীয়ার এদেশে এসেছিল, তারাও সেই দলে। তখন দেশীয় চাল-ডালের দরকার হলে আমরা সপ্তাহান্তে যেতাম, সবে ধন নীলমণি, New York এর Lexington Avenue এর মধ্যপ্রাচ্যীয় এক মুদীর দোকানে, নাম Kalustan, আর আমাদের পরিচিত রুই, কাতলার মত মাছ কেনার জন্য ছিল ওখানকার 9th Avenue এর সারি সারি মাছের দোকান। রবিবার হলেই, ওই দোকান গুলোর সামনে NJ License Plate লাগানো গাড়ির ভিড় দেখার মত। এখান থেকেই প্রথম আলাপ হ'ল নানা বাঙালী পরিবারের সঙ্গে। কি এক কুলোঝাড়া প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু পরিবারের সঙ্গে সেই আলাপচারিতা আস্তে আস্তে সখ্যতা থেকে বন্ধুত্বে পরিণত হল! এ ব্যাপারে আমাদের স্ত্রীদের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। তার পরে কয়েকজনের সঙ্গে ছুটিছাটা-সপ্তাহান্তের নেমন্তন্নের আদানপ্রদান শুরু হ'ল অচিরেই। বাঙালী তো চরিত্রেই আড্ডাবাজ – তাই খেলা জমে উঠতে সময় লাগলো না। এই সময়ে New Jerseyর প্রথম ও একমাত্র দূর্গাপুজা ছিল কল্লোল ক্লাবের; তিনদিন-ব্যাপী এই পুজো হত মহা ধূমধাম করে আর তার সঙ্গে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সারা New Jerseyর বাঙালী ভেঙে পড়ত। মনোমত পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্টতা নিবিড় করায় ও দেশ ছেড়ে আসার হা-হুতাশ অনেক সহনীয় করায় কল্লোলের অবদান অনস্বীকার্য। ইতিমধ্যে, আমাদের বন্ধুদের কেউ কেউ পূর্ণিমার দিন সত্যনারায়ণ পুজো করা আরম্ভ করলেন। একেবারে দেশের মত আচার মেনে

সারাদিন অভুক্ত থেকে নারায়ণের পট বা ছবি রেখে, তার সামনে পাঁচটা মোকাম সাজিয়ে নৈবেদ্য সহকারে পুজো হ'ত। সব শেষে শান্তির জল – কিছুই বাদ যেত না। তখন ওই অঞ্চলে একজন বাঙালী ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছিলেন। পেশাদারী ছিলেন কি না মনে নেই। তবে তাঁর চাহিদা এতই ছিল, যে অনেকে পূর্ণিমার দিন তাঁকে না পেয়ে শুক্লপক্ষের যে কোন একটা দিন বেছে পুজো করতে বাধ্য হতেন। আর সেটা ছিল আমাদের ছেলেদের জমাটি আড্ডার দিন। মেয়েরা সব পুজোর ঘরে। শান্তির জল শুরু হওয়ার আগে আমাদের ডাক পড়ত, তখন গুটিগুটি সবাই হাজির হতাম ওখানে। আর খেলায় মত্ত ছেলেমেয়েদের ওই সময়ে ডেকে জড় করার ভার পড়ত বাবাদের ওপর। সে এক হুলুস্থুল ব্যাপার!

এই সময়ে একটা দিনে আমাদের বিশিষ্ট এক বন্ধুর বাড়িতে কয়েকটি পরিবারের আগমনে বেশ আড্ডা জমেছে। হটাৎ তার গৃহিণী এসে জানালেন যে তার ঠিক করা আগামী পূর্ণিমার দিন সেই ব্যস্ত পুরোহিতকে পাওয়া যাচ্ছে না – আমাকেই সেটা করতে হবে। আমি তো বজ্রাহত বল্লে কম বলা হবে! জাতে আমি ব্রাহ্মণ বটে, আর আমাদের দেশের বাড়িতে নিয়মিত পুজোপার্বণ হত, সেটাও আমার কল্যাণে তাদের অজানা নয়। তা বলে পুজো করা! তিনিও নাছোড়বান্দা। শেষে রাজী হতে হ'ল। ভাগ্যিস পৈতেটা তখনও ছিল। তারপর সত্যনারায়ণ পুজোপদ্ধতি বই দেখে কোন ক্রমে কাজটা সারলাম। একটা নতুন জগৎ আমার কাছে মুক্ত হ'ল। তার পরে কাজের সূত্রে আমেরিকার যেখানেই থেকেছি, সেখানেই এই পুরোহিতের কাজ আমি করেছি স্বেচ্ছায় – আমার মনে হ'ত – আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনকে যথাসম্ভব ধরে রাখার জন্যই এটা করা দরকার। আমার একটা সুপ্ত আগ্রহকে জাগিয়ে তোলার জন্য আমার এই বন্ধুর স্ত্রীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই অভিজ্ঞতার জোরেই পরে সরস্বতী, দূর্গাপুজো ইত্যাদি করতে সাহস পেয়েছি। বেশীর ভাগ সংস্কৃত মন্ত্রের অর্থ কিছু বুঝতাম না, উচ্চারণেও অনেক অনিচ্ছাকৃত ভুল ছিল। কিন্তু বরাবরই চেষ্টা করতাম সমাস ভেঙে, পুরোহিত দর্পণ ইত্যাদি পুজো সম্পর্কীয় নানা বই পড়ে এই সব মন্ত্রের মর্মোদ্ধার করতে। তার আর একটা কারণও ছিল।

বহুদিন পর আমরা যখন জর্জিয়ার লরেন্সভিলে অবসর নিলাম, আমাদের বন্ধু-বান্ধবের ও স্বল্প পরিচিত অনেক পরিবারেই নানা রকম পুজো করার দায় আমি উৎসাহের সঙ্গে মেনে নিয়েছিলাম। এইরকম এক পুজোর দিনে আমাদের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্ত্রী একবার খানিকটা সোচ্চারেই জানিয়েছিলেন যে মন্ত্রগুলো বাংলায় হ'লে বোঝা সহজ হ'ত। আমি তাঁর সঙ্গে সহমত হয়েও কিছু করতে পারতাম না। তবে মনের মধ্যে একটা জেদ চেপে বসল – অন্তত সত্যনারায়ণ পুজোর প্রতি মন্ত্রের বাংলায় তর্জমা আমায় পেতেই হবে। একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করতাম – পুজোর সময় এই সব অবোধ্য সংস্কৃত মন্ত্রগুলো, উচ্চারণের অনিচ্ছাকৃত বিকৃতি সত্ত্বেও, জোরে জোরে পাঠ করার জন্যই কি না জানি না, দিনের শেষে মনে একটা অনাস্বাদিত শান্তি অনুভব করতাম। এইজন্যই কি সব ধর্মেই chanting এর বিধান আছে; কে জানে!

তখন আমি কলকাতা থেকে সরাসরি মাসিক দেশ পত্রিকা পেতাম। সেটা বোধ হয় '৮০র সাল হবে। তাতেই এক জায়গায় পড়লাম নর্থ ক্যালকাটার শোভাবাজার রাজবাড়ির বদান্যতায় শৌখিন ও পেশাদারী পুরোহিতদের দূর্গা এবং অন্যান্য পূজা যথাযথ ভাবে এবং নিঁখুত উচ্চারণে করার একটা ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে, রাজবাড়ির প্রধান পুরোহিত, সংস্কৃত কলেজের অছি, রেডিও ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব শ্রী জয়ন্ত কুশারীর তত্তাবধানে। পরের বছর যখন কলকাতায় গেলাম, মেট্রো চড়ে, তারপর পায়ে হেঁটে, এক দুপুরে সোজা হাজির হ'লাম শোভাবাজার রাজবাড়িতে। যদিও তার গৌরবের দিন তখন অস্তমিত, আগেকার দিনের বিখ্যাত এই বাড়ি দেখে আমি মুগ্ধ। রাজবাড়ির গরিমা আর না থাকলেও, এই বিখ্যাত পরিবারের বর্ত্তমান প্রজন্মের কেউ কেউ যে এখনও বাঙালী সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, সেটা জেনেও ভাল লাগলো। ওখানে কারও দেখা না মিললেও, জয়ন্তবাবুর বাড়ির ঠিকানাটা জোগাড় হ'ল।

সত্যি কথা বলতে কি, নর্থ ক্যালকাটার সঙ্গে আমার পরিচয় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ স্মৃতি-বিজড়িত বাড়িগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই সুযোগে এখানকার সরু সরু কিনু গোয়ালার গলির, যা বেনারসের গলিকেও হার মানায়, সঙ্গে নতুন পরিচয় হ'ল। এই সব অঞ্চলেই উনবিংশ/বিংশ শতাব্দীর সব বিখ্যাত ব্যক্তিদের বাড়ি ও আনাগোনা ছিল, এ কথা ভাবতেই আমার গায়ে রোমাঞ্চ হত। তাই পরের দিন ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম। এবং সন্ধেবেলা এক এঁদো গলির শেষে এক বাড়িতে দেখা হ'ল

মন্ত্র-মুগ্ধ, মন্ত্র-মুগ্ধ

জয়ন্তবাবুর সঙ্গে; উদ্দেশ্য, আমার সঙ্গে করে আনা আমারই সংকলিত সত্যনারায়ণের পূজাপদ্ধতি, যেটা মেনে এত দিন পুজো করছি, সেগুলো ঠিক আছে কি না, আর তার প্রতিটি মন্ত্রের বাংলায় তর্জমা করানো। এরকম একজন পণ্ডিতকে এত কাছ থেকে দেখে ও তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমার খুব ভাল লেগেছিল। উনি জানালেন, আমার লেখাটা রেখে গেলে উনি সংশোধন করে দেবেন, কিন্তু তর্জমা করার সময় ওঁর হবে না। তখন তো প্রায় প্রতি দু' বছর কলকাতায় যেতাম, আর প্রতিবারই ওঁর কাছে আমার মিনতি পেশ করতাম। কিন্তু নানা কারণে আমার মনোবাসনা কিছুতেই পূর্ণ হ'ল না।

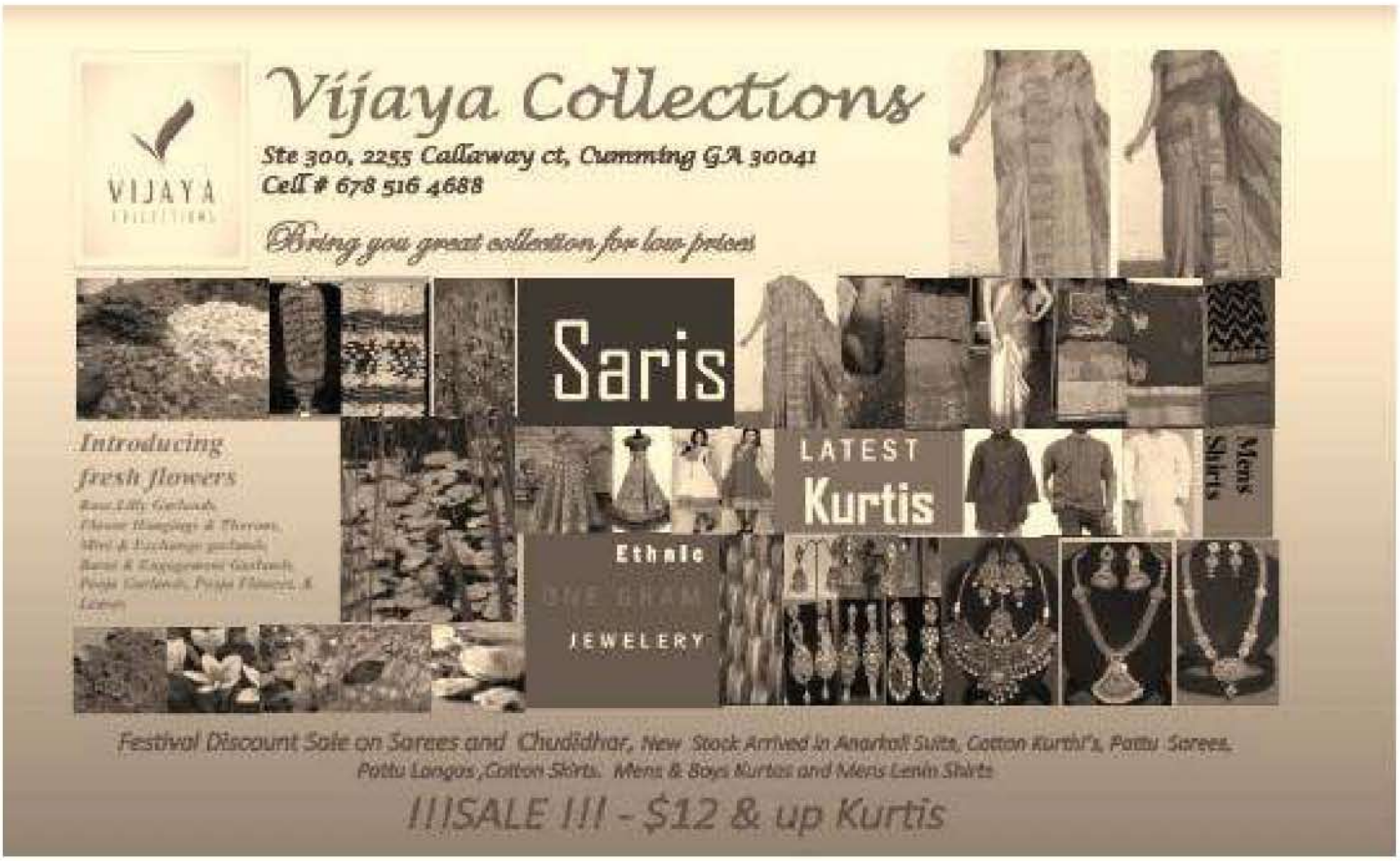
অবশেষে ২০১৮ সালে যখন দেশে গেছি, আমার পুজোর খাতাটা নিয়ে সোজা হাজির কলেজ ষ্ট্রীটের পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজে। ভাবলাম এখানে সংস্কৃত নিয়েই যখন চর্চ্চা হয়, আমার কাজটা খুব সহজ হবে। ভুল ভাঙতে সময় লাগলো না! সাদা ঝকঝকে, চওড়া সিঁড়ি-অলা ঐতিহ্য-মণ্ডিত তিনতলা বাড়িটা দেখার মতন। ঢুকতে যাব, খোলা গেটের সামনে দেখি পাঁচজন ইউনিফর্ম পড়া নিরস্ত্র গার্ড। আমার ভারী কৌতুহল হচ্ছিল, পড়াশোনা করার একটা institutionএ এত গার্ডের কি দরকার – আমি সরলভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, তারা তৃণমূলের সদস্য কিনা; শুনে ওরা সবাই হেসে ফেললো! মৌনং সম্মতি লক্ষণং! ব্যাপারটা বুঝতে বাকী রইলো না! ওরাই জানালো যে এটা এখন Sanskrit University - বিদ্যাসাগর মশাই বেঁচে থাকলে, খুবই গর্বিত হতেন! আমার উদ্দেশ্য শুনে, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, ওরা জানালো, আমার যাওয়া উচিৎ "টোলে"; আমি ভাবলাম এটা বোধহয় আগেকার দিনের সংস্কৃত পড়ুয়াদের টোল। একেবারে ভুল! এটা হচ্ছে, Traditional Oriental Learning এর সংক্ষিপ্ত নাম। কলেজ বাড়ির সংলগ্ন একতলা একটা বিরাট ঘরে দেখি একটু নীচু দুটো খুব বড় সাইজের খাট। দুটোই সাদা চাদর ঢাকা ও দুটো ঢাউস আকারের পাশ বালিশ দ্বারা সজ্জিত। দরজা দিয়ে ঢুকলেই দুটো কাঠের চেয়ার, এ ছাড়া আর কোন আসবাবের বাহুল্য নেই। একদিকের খাটের ওপর আধশোয়া এক ভদ্রলোক, আর অন্যদিকের খাটে বসে আর একজন আপন মনে কি যেন কাজ করে যাচ্ছেন। জানলাম, দুজনেই প্রফেসর। যার কাছে গার্ড আমায় ছেড়ে দিল, তাঁকে আমার আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করাতেই, তিনি প্রায় তারস্বরে প্রতিবাদ শুরু করলেন। আমি ভাবলাম আমি হয়ত অন্যায় কিছু বলে ফেলেছি। তিনি জানালেন এ সব কাজের জন্য আমার ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের কাছে যাওয়া উচিৎ। তবে ওখানে যখন এসেই পড়েছি, ওই তিনতলা বাড়ির ভেতরে অনেক নামিদামী প্রফেসর আছেন, যাদের একজনের নাম আমায় দিলেন, তাঁর কাছেই আমার যাওয়া উচিৎ।

আমি তাঁর তিনতলার অফিসে উঠতে যাব, আর একজন গার্ড আমায় থামিয়ে দিল – জানালো এঁদের কারও সঙ্গে দেখা করতে হ'লে আগে থেকে appointment না করে দেখা করা যায় না। তবে, উনি এখন এই তলার লাইব্রেরীতে, বেরোলেই আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে। বুঝলাম সাদা চুলের এখনও খাতির আছে! আধঘন্টা বাদে খুবই ফর্সা এক সৌম্যকান্তি ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। তিনি ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমার আর্জি শুনে জানালেন যে এখানে বেদ-বেদান্ত আর অন্যান্য শাস্ত্রই পড়ানো হয় – সত্যনারায়ণ পূজা একটা ritual ছাড়া কিছু নয়। সেটা মেনে নিয়েও আমি জানালাম, আমি তো সংস্কৃত শব্দের তর্জমা চাইছি এবং তার জন্য সংস্কৃত কলেজের চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে! বুঝলাম চিঁড়ে ভিজলো না!

আমিও দমবার পাত্র নয়। শেষে গোলপার্কের Ramakrishna Mission Cultural Center থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আমাদের Jadavpur Universityর সংস্কৃত বিভাগের এক প্রাক্তন প্রফেসরের সন্ধান পেলাম – যিনি সানন্দে সত্যনারায়ণ পূজার সমস্ত মন্ত্রের তর্জমা শুধু নয়, সূর্য নমস্কার থেকে শান্তির জলের পরম্পরার একটা ব্যাখ্যাও লিখে দিলেন। কত অজানা তথ্য আমার জানা হয়ে গেল। আমাদের আটলান্টার সেই বন্ধুর ঔৎসুক্য ও পীড়াপীড়ি ছাড়া আমি এ কাজে এগোতাম না। তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এই প্রবন্ধের প্রথমেই মন্ত্রমুগ্ধতার কথা বলেছি। সংস্কৃত শব্দের মাধুর্য বোঝাবার জন্য সত্যনারায়ণের পূজা-অঙ্গীভূত শান্তির জলের একটা অংশ উল্লেখ করে শেষ করছি – ওঁ স্বস্তি নঃ ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বতি নস্তাক্ষৌরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।

(ভাবানুবাদ – বৃদ্ধশ্রবাঃ ইন্দ্র আমাদের মঙ্গল করুন; সর্বজ্ঞানাধার পূষা আমাদের মঙ্গল করুন; হিংসানিবারক গরুড় আমাদের মঙ্গল করুন! শান্তি শান্তি শান্তি।।)





Home Loan

Estd: 2004

Georgia Residential Mortgage Licence # 19325

RARIRO

MORTGAGE

RESIDENTIAL/COMMERCIAL

The way you just imagined

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

GIJO MATHEW
120 BROOKEIVEY LANE
ALPHARETTA, GEORGIA-30004
CELL: 678-488-4248
PH: 770-521-0044 (24/7)
FAX: 770-360-7770
Email: rariro@gmail.com, www.rariro.com
PERSONAL NMLS#164963
COMPANY NMLS#163642

The Days I Left Behind

Asit N. Sengupta

Specifically, I remember my early years in Atlanta. It has been more than six decades since 1958 when I first arrived here. There was no one else from India, let alone from Bengal. I was still feeling homesick. But people here embraced me so sincerely that I began to feel at home pretty soon. Even in the early seventies, there were only about 35 Bengalis, and we used to get together in our homes, including condos.

Let me step back a bit. At Bengal Engineering College, thanks to a program called Technical Cooperation Mission between India and U.S.A., we had several American professors and lots of American books and journals on Architecture. I came as an Exchange Visitor under that program, as a lecturer at N.C. State University. I took advantage of the summer breaks to work with a major architectural firm in Atlanta. That marked the beginning of my effort to make this great place home for me and my next two generations. I went away several times but always returned here.



Beautiful Mall at Lenox Square

An affluent family that used to own a huge piece of wooded land on Peachtree Street, diagonally opposite Lenox Square Mall, sort of adopted me. One member of this family ran an art gallery, the very first in this city, in a small two-story house, where Phipps Plaza stands today. I took much interest in running it and in the process became quite conversant with Western art and music and even met some of the notable painters. Lenox Square was one of the earliest prototypes of a shopping mall. It used to be open to the sky. As newer enclosed malls cropped up gradually, Lenox Mall was also enclosed. My humble self played a major role in redesigning and enclosing it. There was no Indian restaurant or grocery store in Atlanta till the early seventies, when Calcutta Restaurant was opened on Peachtree Street by a few friends and myself.

Peachtree Street as well as Lenox Road used to be narrow and carried so little traffic that my art-gallery friend could safely drive even with faulty brakes! Speaking of traffic, those early years of Atlanta had no expressways or as they are called today, freeways. There was no I-285, no I-75, no I-85, no I-20, and no GA 400. And most of you, my readers, are residing on land that was forest in those days. Greater Atlanta's population was about a million, as opposed to today's six million. One used Cobb Parkway, Buford Highway, and the likes to travel long distances. The world's busiest airport, Hartsfield-Jackson, was just like a small-town airport of today with a small surface parking in front. Believe it or not, once being late for a flight, I simply ran through the airport and made the flight as the plane-door was about to be closed.

Trains with comfortable beds in roomettes and dining cars, and long-distance buses carrying names like "Greyhound," were very much alive and were the favorite modes of long-distance travel. These modes exist today but in a rather limited manner. Incidentally, in 1958, I took ocean and sea liners to come here, and it took a month to travel from Mumbai (then Bombay). When I made the first return visit to India after six years, I flew by a six-seat-across Boeing 707, and it took one and a half days!

In those early years access to even the most important people was easy. Also, one's name used to be the only ID necessary even for banking. People did not have to memorize IDs and passwords—well, they did not exist, period. Once I was standing by at a Steeple-chase function. The-then Governor Jimmy Carter marching through the central clearing suddenly approached me, quite obviously from India, shook my hands and after a minute or so invited me to visit him. Visit I did and was received at the door to the Governor's Mansion, by none other than the first-lady, Rosalyn Carter! She invited me back. Alas, I did not visit again. Eventually, I met Coretta Scott King while presenting a



Aerial View of Downtown Atlanta

project for Sweet Auburn Street, and also Andrew Young and Maynard Jackson, to name a few VIPs. Professionally, I met a number of most important developers and government officials and even became a Consultant to The Atlanta Regional Commission several times.

Segregation and strict separation were legal in most southern states and even in the City of Atlanta. But the leaders here took up the motto, "Too busy to hate". As a result, while much violent confrontation was going on in other states, Atlanta and Georgia as a whole, remained peaceful and became the harbor to Black culture. In 1973, Atlanta even chose a black Mayor: Maynard Jackson, whose name became a part of the name of Atlanta's airport. The question is often asked: did segregation affect me? The answer is: no. My social and business life was almost exclusively with the majority race and I received more privilege and acknowledgement than even them. Why and how, I am not sure. But it could be that we are essentially the same race, and we have been bringing to this country the touch of our five-thousand-year-old culture.

People regarded us as Doctors and Professors, as they often do even today. They were still quite curious about India, to them the land of Maharajas on one hand and starving people on the other. They would literally and admiringly touch my wife's sari and ask curiously about the red dot on her forehead. Interestingly and being a proud representative of India, I never declared myself as a minority, even though that could have given me some exclusive advantages. As a result, even in my own architectural practice, I was obliged by law to hire a minority person, and I hired a black girl as secretary!

Physically, Atlanta was not only evergreen but also a sleepy town, with individual two-story houses even in the area that is called midtown today. The same was true for the entire city, including the entire area around Lenox Square Mall. Land was cheap even by old-time standards. One could buy a choice piece of half acre on the banks of the Chattahoochee for about one hundred dollars! The sole high-rise complex (mid-rise in today's term) was the Peachtree Plaza in downtown, and Hyatt Regency's blue dome with a revolving restaurant was the landmark. I had the privilege of having my architectural office and even a boutique there. I mention this merely to underline the social status of people like me in those bygone days. Atlanta used to be mostly sunny and sparkling unlike today's Mumbai-like weather, mostly overcast. I tease my Mumbai-born wife about bringing monsoon with her, but probably this is really because of climate change.

Technology and business-modes also brought with them many changes during the last few decades. Now, we are increasingly, almost being forced to go for self-checking and self-servicing from machines. In those days at gas stations, attendants would not only fill-up your tanks but also check under the hood and clean the wind-shields routinely. There were no ATMs. One had to enter the bank to withdraw or deposit money. Even though I had access to the earliest ATMs, I have

The Days I left Behind

never used one, since I prefer human interaction. Also, I have never self-checked as I do care about displacing a young person from a job.

There were no computers, no chips, no mouse, no WhatsApp, no Facebook, no



Twitter, no cable TV, no video games, no smartphones, and no free overseas calls. We had only the local TV channels. We had to call an operator to make a long-distance call. For overseas calls, we literally had to scream at the top of our voice. Another institutional change: Pharmacies, then called Drug Stores, had full-fledged and popularly frequented lunch counters.

Much has changed during the past decades, and yet Atlanta continues to be the most hospitable place in every possible way and its population growth continues unabated. When I see raging fires in the West, severe drought and violent tornadoes in the Midwest, hurricanes in the South and violent ice-storms in the North, I consider us, Atlantans, as ever-blessed.

Photos of old Atlanta, the old Airport, and old Lenox Square Mall are attached.



BAGA extends a warm welcome to all!

PATEL BROTHERS

"Celebrating Our Food....Our Culture"

PATEL® BROTHERS

BEST TASTE ®

SWAD

IN TOWN

Tradition is not what it used to be

Shib Nath Sen

"Let's do a Bankura terra-cotta temple type look," said Montu kaka picking up a handful of jhaalmuri from the bowl and biting into his fifth beguni."

"Aar khabena, gas hobe," said Bula kakima, removing the eggplant fritters from his reach as he looked at them longingly.

Pintu da shook his head and said, "Terracotta theme cholbe na. Done to death. Pataldanga Sangho did it in '19, College Square Samitee, and Milon Club of Baghbajar have done it last year. Need a new, modern theme."

The meeting of the Gol Park Para Durga Pujo committee was in full swing. The search for a theme was in progress. There was a clamour of voices. Everyone had a point of view.



MA Durga from Kailash

According to urban legend, more than a hundred years ago, 12 friends, baro yaar, in Bhabanipur, Kolkata, got together and decided to pitch in their resources to celebrate Durga Pujo. Thus started the concept of baroyari Pujo. Till then, Durgo Pujo used to be celebrated in the homes of zamindars, princes and the wealthy baboos of vintage Calcutta. The baroyari Pujo was a breakaway move and made Durga Pujo a community celebration with subscriptions from local people.

It was a revolution which democratised Durga Pujo into a Para festival and ushered in the cult of nightlong pandal hopping and the attendant industry. Kumortully grew and flourished with orders coming from distant shores also as the Bengali diaspora grew and celebrated community Durga Pujo.



Urbanization

Durga Pujo became more than prayers, good food, bonding of families and friends, music, plays, variety shows, and a carnival-like atmosphere. It was also about Para pride. With awards from different corporates for best lighting, pandal, deity, fire safety, and crowd management, every community Pujo tried to shine as a showpiece – the pride of the neighbourhood and even the city.

The second revolution that gave Durga Pujo an outstanding makeover, is the ongoing theme wave that probably started twenty years ago when Bosepukur used matir bhaar as a medium for the Pujo décor. The entire look gave the community Pujo a charming rustic look. The bhaar, common in sweetmeat shops and tea stalls, stole hearts. The novelty captured the imagination of both the pandal hoppers and the media. The exploration of new mediums opened the floodgates of imagination and more and more novel mediums were explored every year in different community Pujos in the city and outside it too. However, the explosion of creativity went beyond mere application of new mediums. New ideas blossomed.

Puja committees began to connect with the masses through a plethora of social, political, and cultural topics or what is referred to as themes. The community Pujos depended on not just the clay modeller from Kumortully but creative directors who conceptualise the theme, and their battery of designers and craftsmen who bring the ideas to life. Thinktanks in the Pujo committees got into the act and brainstormed to come up with a

theme that would resonate with all. Themes on history, folklore, mythology, current affairs, world events, space exploration by India, national celebrities... all provided source materials that were explored with masterly imagination to create evocative installation art like never before.



Water conservation

Nowadays, Pujo committees voice social concerns and attract talented designers, brimming with creativity. Pollution, global warming, regreening, national integrity and secularism, are a few typical themes. In recent times, the plight of the migrant workers walking miles on foot to reach home, some falling on the way, has been poignantly brought to life. Covid care has also been a subject matter, with Pujo designs celebrating the stellar role of our doctors and health workers. Not sure if Ma Durga has been portrayed as spearing Asura depicted as an animated Covid virus.

In the churn of change, the 5-day festival has become a vibrant wellspring of artistic expression that includes sculpture, painting, murals, diorama, sound and light shows and audio-visual techniques as well.

Back at the Gol Park Pujo Committee meeting, the paet pujo (belly worship) part of the festival has been well taken care of. The lunch menu for all five days has been worked out without a hitch but no consensus has yet been reached on the theme. All topics seemed to have been taken. Bula kakima left the room for a while.

Montu kaka, seizing the opportunity, reached for his sixth beguni and said, "Idea. Let's design the pandal like the red fort, put the logo of 75 years of Indian Independence as a glow sign at the gate. We will depict murals featuring scenes like the Jallianwala Bagh massacre, bonfire of foreign mill-made clothes, Netaji addressing the crowd, Mahatma Gandhi spinning the chakra, freedom fighters like Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt."

The idea got a resounding ok. The next step was to find a Creative Director and his team of designers and artisans to create an awesome look.

"Maybe Shibu with his years of advertising know-how could help. He knows those arty types. But we must go easy on the spend and set aside a fund to help in Covid care," said Bhombol, the General Secretary.

"Why is Shibu not here? Call him," said Montu kaka reaching out again for another beguni.

But unluckily for him, Bula kakima reappears just then and removes the plate, chiding him again, "Aar khabena, gas hobe."

About the author: Shib Nath Sen is a veteran Senior Creative Director at Wunderman Thompson India, Kolkata. In addition to his professional advertising work, he loves to write humorous anecdotes and stories of general interest like this one. He often shares them on social media much to the delight of his followers and readers. He was a winner at Facebook India's inaugural Thumbstoppers Summit 2019. It is reputed to be the largest Asian platform for promoting and recognizing creativity in mobile advertising. Though Mr. Sen was selected to attend the formal award ceremony at Cannes in 2020, it had to be postponed because of the pandemic.

Photos courtesy: Sarasij Dasgupta who is a Senior Creative Director and reputed award-winning photographer at Wunderman Thompson India, Kolkata. He is driven by a passion to tell candid stories through "street photography".



Aavya jewels

Luxury Fit for your lifestyle

Custom Design, Gold and Diamond jewelry

Pure sliver Gift items

By Appointment only:

Call or text: 4705054561, 4706956655

সনাতনী

সমর মুখোপাধ্যায়, ক্যালিফোর্ণিয়া

মহামারীর প্রকোপে পড়ে সোহাগ চাঁদবদনী থেকে হুঁকোমুখো হ্যাংলা পর্য্যন্ত সবাই এক হয়ে গেছে। গোঁফের আমি, গোঁফের তুমিও কেউ নেই। খোসমেজাজে চেয়ার চেপে বসে থাকা স্বয়ং বড়বাবুকেও দেখতে পেলেও চেনা যেত না। সবাইকার মুখ আরবী মহিলাদের মত ঢাকা। এই আবস্থায়, সেদিন গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে বাঁহাতে মুখোশটা সরিয়ে ডান আঙ্গুল দিয়ে একটা দোহারা চেহারার পান ঠেলে ঠুলে সবে মুখে গুঁজতে যাবে, কানে এল, "আরে ধেবু না?", জল থেকে লাফাতে এক ঝলকেই ধরা পড়ে গেছে, ইলিশ না পুঁটী?

"আঁ, কেওন আচেন বোহ্ কাআ?" পানটা ব্যঞ্জনবর্ণ গুলোকে ধেবুর মুখ থেকে ঠিকমত বেরোতে দিচ্ছিল না।

"চলে যাচ্ছে কোনো রকমে"। তারপর ভুরু উঁচিয়ে সামনের হলদে বাড়িটা দেখিয়ে বললেন, "ডাক পড়েছে, দেখি কি হ'ল? আমাকে ছাড়া তো ওঁরা কাউকে টিভিতে হাত দিতে দেন না!" ঈশান দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে ধেবু বুঝিয়ে দিল, যান, ঘুরে আসুন। মুখোশের কল্যাণে ওর খিলখিলে হাসিটা খিল বন্ধ হয়েই রয়ে গেল।

* * *

কর্ম জীবনে বোসবাবু ছিলেন রেলের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি মেরামতির বিশেষজ্ঞ। সত্তরের দশকের শেষে নিজেই শিখেছিলেন টিভির কাজ। তার পরপরই রিটায়ার। বেশ হেসে খেলে কাটছিল, কিন্তু দুটো বছর ঘুরতে না ঘুরতেই জীবনটা কেমন টাল খেতে লাগল। দুর্বিষহতার মেঘ ঘনিয়ে এল। একদিন কানে বাজ পড়ল মনে হ'ল, যখন শুনলেন, "এই যমের অরুচি রিটায়ারে বুড়োগুলো, বাড়ী বার সব জ্বালিয়ে দিলে! "উঃ! মানুষ কী হিংস্রই না হতে পারে?" যদিও উনি কারুর পাকা, কাঁচা কোনো ধানেও মই দিতেন না, তবুও সিদ্ধান্ত নিলেন যে এ অপবাদ কিছুতেই নিজের গায়ে লাগতে দেবেন না। তাই প্রমাণ মাপের রঙচঙে একখানা ফলক লাগিয়ে দোকান খুলে ফেললেন। "বোসেস্ টিভিটোরিয়াম"। কিন্তু, আসতে লাগল সব ঝুরঝুরে ভাঙ্গা রেড়িও। আসলে তখনও তো বাজারে তেমন টিভি আসেনি, তাই খারাপও হ'ত না। গুরুজনরা ভরসা দিলেন, "চিন্তা কোরোনা, শুধু ধৈর্যটাকে পাকড়ে ধরে রাখো"।,

ব্যাস্। "হুঁ, কিন্তু ধৈর্যে তো যন্তর সারে না"। যে সব রেডিও গুলো আসতে লাগল, সেগুলো সারানো তো ননী বোসের কম্ম নয়, জগদীশ বোসের প্রয়োজন ছিল! এই আবস্থায় হটাৎ একদিন ডাক এল ওপাড়ার মুকুজ্জেবাড়ী থেকে। এ এলাকায় ওদেরই প্রথম টিভি। শুধু দেখে দেবার আমন্ত্রন। সারানোর প্রয়োজন ছিল না। খারাপই হয়নি। কিন্তু এই ভিজিটের দৌলতে বোসবাবুর নামটা বাজারে রটে যায় টিভি-বিশেষজ্ঞ হিসাবে। খুশী হয়ে তাই দোকান খোলা রাখার সময়টা বাড়িয়ে দিয়ে ছিলেন। তাতে, রেডিও ছাড়া দু' চারখানা হিটার, টোষ্টার আসতে থাকে বটে, রয়েল বেঙ্গলের দেখা মেলে না! বছর তিনেক গ্যাঁটগচ্ছা দেওয়ার পর অবশেষে, উঁনি রণে ভঙ্গ দিয়েছিলেন। মানুষ কতদিন আর বৌ ছেলের ঐ এক কথা শুনতে পারে? আসলে, নতুন টিভি বিক্রী বাড়ানোর জন্যে কোম্পানীগুলো সঙ্গে যে দুবছরের গ্যারান্টি গুঁজে দিচ্ছিল, সে কথাটা কেউ ওনাকে বলেনি! তাই টিভিগুলো রোজ খারাপ হ'লেও, বোসবাবুর ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ত না। সেও দেখতে দেখতে বছর তিরিশ হল। আজকাল কদাচিৎ কেউ পরামর্শ চায়। তাও, ভাল করে বোঝাতে গেলেই, তারা উসখুশ করতে থাকে! তাই পরামর্শ দানও আজকাল বন্ধ।

কিন্তু, আজ এক ব্যতিক্রম। ডাক এসেছে, মুকুজ্জে বাড়ীর টিভিটা ভাল নেই। যদিও ও টিভি ওঁর জলভাত, সব ঘাঁতঘোঁত চোখ বুঝলেও দেখতে পান। আর, স্থিরচোখে আকাশের দিকে তাকালে সার্কিট ডায়াগ্রামগুলোও ভেসে ওঠে। তবুও, একটু সময় হাতে নিয়ে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লেন বোসবাবু।

কুজ্জেরা বনেদী পরিবার, পুরানো জিনিসের কদর বোঝে। ওদের বসত বাড়ীর বয়সই তো প্রায় দু'শ! এখানে বিশ কিলোমিটারের মধ্যেও সত্তরের দশকের টিভি আর কারুর বাড়ীতে নেই। একখানা শুধু আছে শ্রীরামপুরের ঘোষালবাড়ীতে। ওসব সাবেকী জিনিষের দেখভাল করার লোকও তো আজকাল নেই। বোসবাবু বলেন, ও সবে রিপেয়ার লাগেনা, শুধু মেনটেনান্স্। আজকাল সেকথা কে বোঝে? খালি গালভরা নাম, ইলেকট্রনিক টেকনিসিয়ান। কাজে অষ্টরম্ভা! আজকালকার টিভি যেমন পাতলা ফংফঙে, ওদের মগজগুলোও তেমনি। ভেতরে মাল কিস্যু নেই। একবার খারাপ হলেই খপ করে ছ'আটটা ইস্কুরুপ খুলে ডালাটা নামিয়ে মুটোমুটো পার্টস খুলে ফেলে দেয়।

আরে বাবা, কেন খুলচিস, কেন ফেলচিস, কেন পাল্টাচ্ছিস, একবার ভাব। কে কাকে বলে? দুড়দাড় করে সব ছত্রাকার করে দিয়ে তখন বলবে, "বুঝলেন, পার্টস লাগবে! পরশুদিন রাধাবাজার যাব, পাওয়া গেলে, শনিবার এসে লাগিয়ে দেব। "কি আহাম্মকী কথা!" তদ্দিন ধরে বাড়ীর লোকেরা চোখকান বন্ধ করে কি সকালসন্ধে মশা তাড়াবে?

যাকগে, বলতে গেলে অনেক কথাই এসে যায়।

* * *

মুকুজ্জেবাড়ীতে ঢুকে কুশল আদান প্রদান করতে না করতেই চা মিষ্টি এসে গেল। তারপরের মিনিট বিশেক ধরে চলল টিভিরই গুণগান। কবে জন্মেছিল, কতলোক রোজ দেখতে আসত, এখনও তার কী চমৎকার ছবি, কী মধুর কণ্ঠস্বর, ইত্যাদি! এ জিনিসের মর্ম্ম কজন বোঝে? তাও শুধু দু'টি মাত্র বেঁচে, শ্রীরামপুর আর এইখানে। একটি দিনের জন্যে কখনও সে বেগড়ায়নি, মানে, সত্যিকারের খারাপ হওয়া যাকে বলে! এ সম্বন্ধে আত্মীয়-পড়শীদের মতবিরোধ থাকলেও বোসবাবু ও রানীদেবী একমত। কত্তার আমল থেকে ঐ বোসবাবুই যা মাঝেমাঝে এটা ওটা ঠুকে ঠাকে দিয়ে যেতেন, ব্যাস্। ধেবুরা বলে বোসবাবুর সব ফি যোগ করলে নাকি ও বাড়ীর প্রতি ঘরে একখানা করে টিভি হয়ে যেত।

রানী দেবী বললেন, "ধীরে সুস্থে খাও আগে, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। ওটা তো ক'সপ্তা ধরেই অমন নিঃঝুম। আমি তো আজকাল তেমন দেখিনা, তাছাড়া গত ক'সপ্তা ধরে শরীরটাও ভাল যাচ্ছিল না"। নব্বই-উত্তর হলেও ভদ্রমহিলার ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধির ধার দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু বোসবাবুর তর সইছিল না। সামনে চোখ নাক চিত্তির করে, স্তব্ধ, ভীমাকার রুগী দাঁড়িয়ে। হাতুড়ি পেরেক তৈরী। বিলম্বে কি কাজ, মহিন্দর? নতুন কনের গা থেকে গয়না খোলার মত অতি সন্তর্পনে বোসবাবু ভ্যল্ব রেজিষ্টারগুলো খুলতে লাগলেন। জীবন সমস্যা, না সর্দিজ্বর, বোঝাটা দুরহ, তাই সময়সাপেক্ষও। ভেতর থেকে কিছু মাকড়শার জাল আর ছোট্ট একটা চাক বেরলো। বোলতার কুঁড়েঘর আরকি। ঘন্টা কয়েকেও সাগরেদকে বাগে আনতে পারছেন না দেখে, রানী দেবী কবিরাজের গায়ে শান্তিজল ছোঁড়ার মত বললেন, "আমার হাতে কোনোওদিন খারাপ হয়নি, জানোই তো। এই ছেলেছোকরারা হাত দিলেই বিভ্রাট। এমন টানা হেঁচড়া করে, যে খারাপ হবে না তো কি হবে?" এমনিতে পাকপক্ষীর পর্য্যন্ত হুকুম ছিল না ঐ টিভিতে কেউ হাত দেয়। শুধু খুকুমণি ছাড়া। আসলে, চাকরীতে গেজেটেড হয়ে ওই ওর বাবকে টিভিটা

কিনে দেয়। তবে সে হ'ল গত শতাব্দীর ঘটনা। খুকুমণির রিটায়ারও বেশ ক'বছর হয়ে গেছে। তাই, ছেলে বা ছোকরা কোনো দলেই ওর পড়তে পারার কথা নয়। কে জানে?

গলদঘর্ম বোসবাবু পুরুরাজের মত মচকেও, ঠেকনো দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সামনে মুদ্রিত নয়ন, শান্ত, সমাহিত আলেকজান্ডার। পার্টস দরকার, কালই রাধাবাজার থেকে নিয়ে আসবেন। তাই আজকের মত কোনরকমে ঠেলেঠুলে রুগীকে বসালেন। শুধু, ছবিটা একটু ছোট হয়ে রইল। এক নিভৃত কোণে, ডাক টিকিটের মত। পরের দিন কলকাতায় গরুখোঁজা করেও ঐ ভাল্বাদির সন্ধ্যান মিলল না। বেশীরভাগ দোকানীরা ও জিনিস দেখেই নি কোনোদিন। কেউ কেউ একবার করে পোড়া ভাল্বগুলো দেখছিল আর মুচকি হেসে বোসবাবুর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। বোসবাবু ভাবলেন, যত্তো সব অর্বাচিনের দল!

চার দশকে উনি হার মানেন নি, আজও কিছুতেই তার ব্যতিক্রম হবে না। তৃতীয় দিন সকাল থেকে বোসবাবু বম্বে দিল্লী মাদ্রাজ ফোন করে হুলুস্থুল ফেলে দিলেন। কিছুতেই কোনো নিশানা মিলল না। শেষ ঘা, টিভি কোম্পানীর হেড অপিস, বাঙ্গালোর। পুরো দু'দিন ধরে যমে মানুষে টানাটানির পর ভাগ্যক্রমে, মেজবাবু গোছের এক অফিসার বোসবাবুর জালে ধরা পড়ে গেলেন। মানুষটি ধীর ও কৌতুহলী। এই মডেল বেঁচে আছে শুনে, প্রত্নতাত্ত্বিকের আদিমানবী-কঙ্কাল আবিষ্কারের মত চমকে উঠলেন। আর, এই আয়ু যে স্বয়ং বোসবাবুরই একাহাতের কেরামতি, তা শুনে উনি আরও তাজ্জব! নানা খেজুরালোচনার পর মেজবাবু সরাসরি প্রস্তাবটা পেড়েই ফেললেন।

সনাতনী

"দেখো মিষ্টার বোস, তুমি যদি তোমার খদ্দেরদের দিয়ে ঐ টিভি দুটো কোম্পানীকে দান করাতে পার, তাহলে আমরা দু'খানা নতুন থানভাঙ্গা বড় টিভি ওঁদের বাড়ীতে গিয়ে পৌছে দিয়ে আসব, আমাদের খরচায়। সঙ্গে তোমারও একখানা থাকবে।" বোসবাবু লটারী কোনদিন পাননি, হার্ট অ্যাটাকেও ভোগেননি, তাই এই ধাক্কাটাকে ঠিক মেপে উঠতে পারলেন না। কথার উত্তর দিতে গিয়ে জিভটা এগালে ওগালে ঠোক্কর খেতে লাগল। ফোন ছেড়ে, এক গেলাশ লেবুচিনির জল আনতে বললেন। এবার কিভাবে এগোনো যায়, ভাবতে বসলেন। যতই হোক, সমস্ত চাপটা তো ওনারই মাথায়! চট করে গায়ে দু'ঘটি জল ঢেলে এসে ইজি চেয়ারটায় বসলেন শ্রীরামপুরে ফোন করতে। ঘোষালকত্তার বড়ছেলে ধরল। কথাটা পাড়তেই সে বলল,

"কাকু, আপনি আমার ল্যাজ ধরে টানছেন নাতো? এমন কখনও হয়, এ্যাঁ? এমন হলে তো আমি এক্ষুনি চিলেকোটা থেকে ঝেড়েঝুড়ে এনে ওটাকে ফুল চন্দন লাগিয়ে বেদীতে বসিয়ে রাখব"।

বোসবাবুর মনটা একটু দমে গেল, "ওটা কি আর চলে না তাহলে? কবে শেষ দেখেচো?"

"আরে ওটাতে তো অলিম্পিকও দেখেছি"।

"এ্যাঁ, টোকিও তো শেষই হয়নি এখনও"।

"না, মানে, টো-কিও নয়, শুধু রি-ও"।

একটু বিষম খেয়ে বললেন, "তা সে যেটাই হোক, একটু মুছেটুছে তৈরী করে রেখো। খবর পেলেই জানাব।"

সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালোরে মেজবাবুকে ফোন করে খবরটা দিয়ে দিলেন। উনি বললেন, "তোমার কথাতেই বুঝেছিলাম তুমি ঠিক মানুষ। শোনো, বড়সাহেবকে বলে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। উনিও ছবিতেই দেখেছেন, এই মডেল স্বচক্ষে কোনদিন

দেখেননি। তাই বললেন, আমাদের হেডঅপিসে ঢোকবার লবিতে ওর একটাকে রাখা হবে। যেদিন বলবে সেইদিনই কলকাতার ডিলার নতুন টিভি তোমার যজমানদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে ওগুলো নিয়ে আসবে"।

বোসবাবু বললেন, "কাল আর পরশু দিনটা বাদ দাও, অশ্লেষা মঘা। শুক্কুরবার আসতে বল', আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব"।

পরদিন নিজ মুখে রানীদেবীকে এই বিশাল খবরটা দিয়ে আসবেন ঠিক করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই বনাগ্নির মত লোকমুখে হুহু করে খবরটা ছড়াতে আরম্ভ করে দিয়েছিল। তাই সকাল সকাল, একখানা ইস্তিরী করা ধুতি পরে বেরিয়ে পড়লেন বোসবাবু। রাস্তায়, আবার সেই ধেবুর সঙ্গে মোলাকাত। আজ কিন্তু ওর মুখে না ছিল পান, না ছিল মুখোশ, আর না ছিল মুচকি হাসি।

"আরে বোসকাকা, এত ব্যস্ত হয়ে চললেন কোথায়?" বোসবাবু ভাবলেন, ইয়ারকি মেরো না বাছাধন। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি সব্বাই জানে আর তুমি জানো না? এক চিলতে হাসি ছুঁড়ে দিয়ে বীরগতিতে এগিয়ে চললেন ননী বোস। বাড়ী ঢুকেই রানী দেবীকে পায়ে হাত দিয়ে একটা পেন্নাম ঠুকে বললেন,

"আজ একটা এমন খবর এনেছি যা আপনাকে তাক লাগিয়ে দেবে।"

"কি? ওটা আর সারান যাবে না?"

"না! মানে, তার জন্যে নয়"। পুরো ঘটনাটা যথোপযুক্ত রস ও শ্বাসাঘাতসহ বলতে মিনিট পনেরো লেগে গেল। রানীদেবী একমনে শুনলেন। নির্বিকার!

"শোনো ননী, ভাল করে শুনে রাখো। আমি যতদিন এ'বাড়িতে আছি ওই টিভি এইখান থেকে এক পা নড়বে না, তা সে চলুক কি না চলুক। তা সে কোম্পানীই চাক আর লাটসাহেবই চাক"।

ননীবোস জানতেন আজ অশ্লেষা!



THE LARGEST SELECTION OF INDO-PAK GROCERIES

- FRESH PRODUCE
- SNACKS
- SWEETS
- SPICES
- LUGGAGE
- COOKWARE
- AYURVEDIC MEDICINE
- AND MUCH MORE

OUR CONVENIENT LOCATIONS

ATLANTA- DECATUR
751 Dekalb Industrial Way
Decatur, GA 30033
Tel: 404-299-0842

ALPHARETTA - CUMMING
2255 Peachtree Parkway
Cumming, GA 30041
Tel: 770-888-4141

DULUTH - GWINNETT
3890 Satellite Blvd
Duluth, GA 30096
Tel: 770-476-0522



Groceries delivered by

instacart

CHERIANS
INTERNATIONAL GROCERIES

www.cherians.com

FOLLOW US ON

২০২০

সজল চট্টোপাধ্যায়

আজ থেকে এক বছর আগে—
জীবন স্বচ্ছন্দ ছিল রোজকার রাগ অনুরাগে।
চেনা জানা মানুষের ভিড়
রুদ্ধ করে রাখেনিকো সাবধানী ঘরের প্রাচীর।
মধুমাখা কোলাহলে রাত্রি দিন জাগে।
আজ থেকে এক বছর আগে।

দু হাজার উনিশ--
চলে যেতে যেতে তুমি ঢেলে গেলে বিষ।
কোথা গেল জলসা ঘরের মহোৎসব?
সারি সারি গাড়ি শুধু বয়ে চলে বস্তাবন্দী শব!
জৈব বলয়ে আজ নিঃশ্বাসের আকুল আকুতি।
দাও ফিরে ও জীবন, দূরে যাক মরণের ভীতি।
প্রাণঘাতী আততায়ী দুর্বিনীত রাগে
দাফন করবে সব— ভাবিনি তো এক বছর আগে!

আজ থেকে ক' বছর পরে
চেনাজানা সে জীবন আবার আসবে ফিরে সবাকার তরে?
বিষে বিষে বিষক্ষয়—প্রবচন হয়ে গেলো মেকি!
হঠাৎ হারিয়ে গেলো প্রথা যত— যা ছিলো সাবেকী।

দু হাজার কুড়ি— তোমার পায়েতে মাথা খুঁড়ি।
রক্তবীজের মতো বাড়িও না নিজ বংশধর।
যাও ফিরে নিজ বৃত্তে, ছেড়ে দাও আমাদের ঘর।
অমল মাটির বুকে ফের কবে হবে সূর্য স্নান?
তুচ্ছ লাভ লোকসান, করে সব অবসান—
বাঁচার নতুন মন্ত্র দেবে পরিত্রাণ!
মা দুর্গার বরাভয় বাণী
আবার শোনাবে কবে নিশ্চিন্তিপুরের কাহিনী।
শঙ্কাতুর চিত্ত সব নবীন উদ্যমে যাবে ভরে—
আজ থেকে ক' বছর পরে?

খেলা

অসিতবরণ চট্টোপাধ্যায়

আমি দেখছি না এই মৃত্যু,
দেখছি না
কীভাবে একটা শতাব্দী প্রাচীন বাড়ি
প্রোমোটারের থাবায় গুঁড়িয়ে যায়;
আমি দেখছি না
আমার জন্মদুয়ার, মায়ের আঁতুড়ঘর;
আমি দেখছি না
আমার প্রিয় শয্যা যেখা্নে একদিন
আমি টাইফয়েডে মরে যেতে পারতাম
আর জানলার সামনের রাস্তা দিয়ে
মেয়েরা দু'বেণি দুলিয়ে স্কুলে চলে যেত
আর গ্রীষ্মের বকুল কুড়োতে কুড়োতে
সব বাড়ি ফিরে আসত
এমন কি আমি দেখছি না;

একটা রংচটা বাড়ির লাল সিমেন্টে মোড়া
মুক্ত রোয়াক
আর তাসের তুমুল আড্ডা,
এক একটি মৃত্যুর সাথে
একটু একটু করে উঠে যাচ্ছে
সেইসব তাসের আড্ডা
আর নতুন নতুন সব খেলা নিয়ে
ফিরে আসছে উঁচু উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি
আমি দেখছি না
এমন কি আমি শিখছি না এই নতুন খেলাও!

Kolkata Tram and its Evolution as an Iconic Identity of the City

Subhadeep Mondal

Subhadeep Mondal is a travel blogger and photographer from Kolkata, India. A man who dreams to travel the world to explore new places, live in different cultures, meet new people and make memories with his camera. He believes that traveling is the most valuable learning experience that life can offer. "My Travel Frames" is a chronicle of his travel tales, a window to connect with his soul. You can contact him at subhadeep@mytravelframes.com

How many of you have seen the movie "Mahanagar (Bengali: মহানগর)" by the famous Indian film director Satyajit Ray? Well if you are not a Bengali or an ardent movie buff, chances are you had not. I will not discuss the movie per se, but just for your curiosity, the screenplay is based on 1950s Calcutta. It's a story of a middle-class Bengali wife who took a saleswoman's job to support her family financially. And Ray introduced Kolkata in the first sequence of the movie with the visual of a running tram. Being the cheapest mode of conveyance, the tram used to be the transportation of choice for the Bengali middle class in that era.



I also belonged to a middle-class Bengali family. But my story with the Kolkata tram started four decades later when I first came to Kolkata in 1990 due to my father's job. There were two things that I was very keen to experience in my first visit to the "City of Joy" - riding a ferry and boarding a tram. I can still remember it was my first day in Kolkata when we came to see our rental home before we permanently shift to the "Mahanagar". On our way back, I enjoyed my first ferry ride across the Ganges. But it was a few months later when I first boarded a tram. A ride from Behala tram depot to Ballygunge tram depot in 27 number tram was my first tram journey in Kolkata.

Calcutta Tram and The Colonial Era

The history of the tram in India dated almost 150 years back when the British East India Company introduced the first-ever horse-drawn tram in Kolkata which run between Sealdah and Armenian Ghat street on 24th February 1873. But the service was discontinued in November that year.



Then almost 7 years later the famous Calcutta Tramways Company was formed and registered in London. Metre-gauge horse-drawn tram tracks were laid from Sealdah to Armenian Ghat via Bowbazar Street, Dalhousie Square and Strand Road. And the service resumed in the year 1880.

In 1882, a major evolution took place when steam locomotives were introduced to haul tram car. While the first electric tramcar in Calcutta ran from Esplanade to Kidderpore on 27 March 1902, and service from Esplanade to Kalighat introduced on 14 June of that year. In the next 40 years, many new lines were laid to extend the route throughout the city. And by 1943 total track length reached close to 70 km.



Post-Independence Nationalisation of Tramways

Four years after Independence, the Government of West Bengal entered an agreement with Calcutta Tramways Company and Calcutta Tramways Act was enacted. It gave the power to the government to acquire the company with a notice period. In 1967 the government passed the Calcutta Tramways Company Act and assumed the management. Finally, in 1976 Calcutta Tramways Company has been nationalised by an ordinance.

From 1990 onwards, Kolkata had seen a decrease in tram routes. The economic liberalisation in India initiated the urge for a faster life at par with the global speed. The idea was to widen the roads and build new flyovers to decrease transport time inside the city. And sacrificing the tramways in Kolkata was the call of the hour. Many tram routes were closed gradually, and tram tracks were uprooted to reduce the traffic congestion in busy roads.

Lorem ipsum

The Future of Kolkata Tram



Since its first run nearly 150 years back, Tram is an inherent part of the history of Kolkata. Although the need for speed and the lack of road space compelled the government to close many tram routes in Kolkata, we did not wipe it out unlike other metro cities of India. Kolkata still is the only proud owner of the tram system in India.

The future of Kolkata tram looks promising as well. In today's world where electric mobility is the new economic mobility, we already had our tram with us for more than a century. Tram is a perfect example of electric mobility that is a sustainable and environment-friendly mode of transport to reduce pollution.

We need a little up-gradation of the tram system which has been in effect already. New air-conditioned coaches, increased coach size to accommodate more passengers, single coach tram to run faster and tram-tourism to make it more attractive to tourists; all are part of this initiative.

The first air-conditioned tram in India was launched in Kolkata in 2013. Choroibeti and Rupashi Bangla, as they were named, thereafter was decorated lavishly to start joyride cum heritage tour of north and central Kolkata. The ride was from Esplanade depot to Park Circus and back. En route, the trams used to stop at Mother House and South Park Street Cemetery. Unfortunately, this ride did not become popular and therefore, was called off.

Tram Heritage Cafe and Museum (Smaranika)



"Smaranika" - the Tram Museum in Kolkata was inaugurated in the year 2014. It is inside a refurbished 1938 vintage tram. This has a wooden exterior like the good old days. Simultaneously, the interior is modified to display interesting memorabilia about trams and its journey from the day of inception to recent times.

There is a small cafeteria inside the museum itself where you can enjoy a cup of tea while watching a documentary on Kolkata trams.

The tram museum is located near WBTC (West Bengal Transport Corporation Limited, erstwhile Calcutta Tramways Company Ltd) Terminus in Esplanade, Kolkata.

Entry Fee: ₹10



Restaurant on Wheels (The Victoria - A Tramcar Restaurant)

"The Victoria" is an airconditioned restaurant inside a moving tram where you can enjoy vegetarian and non-vegetarian food at ₹799 and ₹999 respectively during a 90 minutes ride from Esplanade to Khidirpur and back. This was inaugurated in October 2018, and since then it makes two rides each during lunch and dinner hours.

The attractive exterior with the nicely decorated interior, musical ambience, and onboard bio-toilets' facilities make it a one of a kind experience that you should not miss if you are visiting Kolkata.

Some Interesting Facts About Kolkata Tram

- It is the second oldest tram system in Asia.
- Kolkata saw the run of the first horse-drawn tram in 1873.
- Calcutta Tramways Company (CTC) was formed in 1880.
- The first electric tram ran in Kolkata in the year 1902.



- The first vehicle to cross Howrah Bridge was a tram.
- In recent Bollywood movies like Kahani (2012), Barfi (2012), Piku (2015) and Detective Byomkesh Baksi (2015); you can see the visuals of the tram as a signature depiction of Kolkata along with its yellow taxis.
- At present, Kolkata tram is the only operating tram system in India. The famous two lines by Majrooh Sultanpuri written for 1956 Bombay "Kahin building, kahin tram-e, kahin motor, kahin mill; milta hain yahan sab kuch, ek milta nahi dil" does not stand for Mumbai anymore. Mumbai had closed all of its tram service in 1964. If you want to experience all of them in today's India, you must visit Kolkata. I bet you'll fall in love with Kolkata Tram for sure.



GET A HANDLE OF YOUR BACKLOG
ON THIS

DURGA PUJA 2021

Squash bugs like Durga Ma does!

WWW.PROGILETECH.COM

Bengali owned digital transformation & managed services firm.





Your home and car are more than just things. They're where you make your memories – and they deserve the right protection. I get it. It's why I'm here.
LET'S TALK TODAY.

Richard E. Schmidt CPCU, Agent
4825 Sugarloaf Pkwy Ste H
Lawrenceville, GA 30044
Bus: 770-339-7950
richard@rsagent.com

State Farm®

State Farm Mutual Automobile Insurance Company
State Farm Fire and Casualty Company
Bloomington, IL

1706812



শুভ মহালয়া

ঐন্দ্রিলা বসু

বার্ধক্য নামের রোগ কে প্রশ্রয় দেননি কোনোদিন, মিস ঘোষ; হ্যাঁ, ওই নামেই সকলে চেনে তাঁকে ইউনিভার্সিটি তে কারণ বিবাহ সুত্রে পদবি পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন না তিনি। এখনও প্রতি দিন ভোরে চার মাইল দৌড় এবং বিকেলে এক ঘন্টা যোগ-ব্যায়াম বরাদ্দ। রুটিন শিক্ষকতা ও মনস্তত্ত্ববিদের ফাঁকে এমারেল্ড আর্ট গ্যালারি তে তেল ছবির প্রদর্শনী করেন মিস ঘোষ। বিগত তিরিশ বছর মার্কিন মুলুকে স্বামী-স্ত্রী কর্মরত ছিলেন, তাই অর্থাভাব নেই তাঁর। তবু আজ সিয়াটল এর বাড়ির বারান্দায় বসে, মহালয়া শুনতে শুনতে মনটা একাকীত্বের বেদনা অনুভব করল।

বাইরে মেঘলা আকাশ, ঝির ঝিরে বৃষ্টি কাঁচ ঝাপসা করে দিচ্ছে। "এই দৃশ্যের কিন্তু শরতের সাথে কোনও মিল নেই। বাতাসে কাশের গন্ধ নেই, ধুনোর আবেগ নেই, পুজো কি সত্যি আসছে?", প্রশ্ন করে উঠলেন মিস ঘোষ নিজেকে। তাঁর স্বামী একটি টেক কনফারেন্স সূত্রে ক্যালিফোর্নিয়া গেছেন, তাঁর একমাত্র মেয়ে নিউ ইয়র্কে অবস্থিত। কাজে ব্যস্ততার জন্য এ বছর দুর্গা পুজোয় নিউ জার্সির বঙ্গ সম্মেলনেই মিলিত হবে সে, মিস ঘোষের বাড়ি পুজো দেখতে আসা হবেনা তার। "উফ মম, এই বার তুমিও চলে এসো এখানে, নিউ জার্সির প্রবাসি পুজো যে কি ফেমাস তোমায় কি বলব! কলকাতা থেকে নিউজ মিডিয়া আসে এখানে দুর্গোৎসব কভার করতে", এ কথাও মেয়ে বলেছে, কিন্তু মিস ঘোষ বিদেশে পা দেওয়ার পর থেকেই প্রতি বছর বাড়িতে নিজে দুর্গোৎসব আয়োজন করেন, সেই অভ্যাসে বাধা আনতে পারবেন না। আজ জন্ম শহর কলকাতার কথা মনে পড়ছে মিস ঘোষের , সেখানকার দুর্গোৎসব বিশ্ববিখ্যাত; এই সময় জনস্রোতে ভেসে যায় সেই শহর। আত্মীয় বন্ধু পরিজনেরা সম্মিলিত হয় এই উৎসবে; সবাই দল বেঁধে ঠাকুর দেখতে বেরোয়; পুজার সময় কি কেউ একা থাকে ঘরে?

এই সমস্ত ভাবতে ভাবতেও মিস ঘোষ নিজেকে বোঝালেন, "এখানের কালচার তো একটু অন্য রকম, কাজ প্রধান দেশে উৎসবের নামে অর্থ অপচয় এবং সময় নষ্ট মানায় না এখানে। ভারতের অর্ধেক জনসংখ্যা খেতে পায় না অথচ কোটি কোটি টাকা খরচা করে চার দিনের আনন্দ কেনা হয়, করোনায় ভ্যাক্সিন পাচ্ছেনা মানুষ কিন্তু প্যান্ডেল হচ্ছে, এমন হয়না অ্যামেরিকায়, এখানে উৎসব অন্য রকম।" মিস ঘোষ চিরকাল যে কোনো নতুনত্ব কে ভালো বা খারাপ না বলে, বলেন "অন্য রকম", কারণ ভালো বা খারাপ বললে সেটা বিচার করা হয়, কিন্তু অন্য রকম বললে সেটা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মতামত বোঝায়। এই আদর্শ মেনেই চলেছেন মিস ঘোষ চিরকাল, এবং কর্মক্ষেত্রে ও লোকজনের কাছে 'radical' মহিলা বলেই পরিচিত তিনি, কারন যুক্তি তাঁর অস্ত্র, সাধারণীকরণ বা বাঁধাধরা চিন্তা ভাবনা থেকে দূরে থাকেন তিনি। তবু আজ মনে মনে তিনি সাধারণ হতে চাইছেন, সুপ্ত অনুভূতি বলছে আজ একটু 'cliched' ঘটনা ঘটলেই ভালো হয়।

মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান চর্চা করে, এতকাল বহু মনোরোগীদের নিয়ে কাজ করে, মিস ঘোষ মনকে নিয়ন্ত্রণ করার পারদর্শিতা অর্জন করেছেন। মন ভালো রাখার ওষুধ সবার নিজের কাছে, ভালো থাকব মনে করলেই ভালো থাকা যায়, এই বোধ নিয়েই চলেছেন এতদিন। তাই ভিন দেশে এক প্রজন্ম পার করেছেন কোনও অসুবিধে ছাড়া, আত্মীয়–পরিবারের সাথে যোগাযোগ সুত্র ফেসবুক এর ভিডিও কল, অথবা, আন্তর্জাতিক পরিষেবা প্রবাহী ফোন। দেশের টান বলতে কিছুই ছিলনা তার মধ্যে কোনোদিন, কারুর সাহায্য আশা করেন নি কখনও। এমনকি মেয়ের কাছেও কিছু প্রত্যাশা নেই তাঁর , মেয়েকে স্বনির্ভর

করেছেন, সুশিক্ষা দিয়েছেন, এবং বিশ্বাস করেন যে সে তার জীবনের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারবে। আত্মবিশ্বাস নিয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়েই বেঁচে আছেন এবং বেঁচে থাকতে চান তিনি। তবু তাঁর আত্মনির্ভরতা একটু বিচলিত হচ্ছে আজ।

মহালয়ার দিন ভালো কিছু রান্না করতে হয়, কিন্তু আজ আর দুপুরে একার জন্য কিছু রান্না করতে ইচ্ছে করছে না। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে এক কাপ কফি করলেন এবং আবার বারান্দার কেদারায় গিয়ে বসে পরলেন থমকে। মোবাইল ফোনের পরদা ছুঁয়ে চেষ্টা করলেন স্বামীকে ফোন করতে, কিন্তু একটি চেনা অথচ অচেনা গলা ভেসে এলো, "you have reached the voicemail box of"; বিরক্তি তে লাল কাটা চিহ্ন টিপে রেখে দিলেন ফোন। আবার কিছুক্ষণ ঘোরা ফেরা করতে করতে whatsapp ঘাঁটতে লাগলেন। তার প্রবাসী বান্ধবীরা সকলেই আজ পরিবারের সাথে সুন্দর শাড়িতে সেজে বাঙালি গ্রুপ-এর উৎযাপনে মেতে উঠেছে। সকলেই ফেসবুকে মা উমার ছবি সহ একটি করে পোস্ট দিচ্ছে , এবং হ্যাশ ট্যাগ দিচ্ছে, "শুভ মহালয়া"। এসব দেখে আরও রাগ হচ্ছে মিস ঘোষের, সকাল থেকে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ছাড়া তো কেউই তাকে শুভেচ্ছা জানালো না।

পায়চারি পর্ব বৃথা যাচ্ছে দেখে তিনি বৈঠকখানা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রইলেন জানলার বাইরে তাকিয়ে। একে একে ছোটবেলার স্মৃতি চোখে ভেসে উঠল। স্কুলের ছুটি ছিল সেরা উপহার দুর্গা পুজোয়, কিন্তু তাঁর মেয়ের বেলায় সেই আনন্দ সে পায়নি। বিদেশে St. Patrick's Day পালন করা হলেও, এখনও দুর্গা পুজায় ছুটির প্রচলন নেই। ষষ্ঠীর দিনটা নতুন জামার গন্ধেই ভরে থাকত। তারপর চারটে দিন মায়ের হাত ধরে ঠাকুর দেখা আর জমিয়ে আইস-ক্রিম ফুচকা সাঁটানো, সেসব নস্টালজিয়া। শেষের দিকে আর শরীর দিতো না, জনস্রোতের ভীর ঠেলে প্যান্ডেলে পৌছতে ইচ্ছে করতো না, তবু মনের উদ্দীপনার খামতি ছিলনা। "এসব এখনকার millennial সন্তানরা বুঝবেও না, এরা ষোল বছর বয়স থেকেই 'business investment' এবং 'global warming' জাতীয় শব্দ নিয়ে চর্চা করে। তারা বঙ্গ-সন্তান নয়, তারা মার্কিন সন্তান। তারা শিশুসুলভ হাবভাব করেনা, তারা জগতে খ্যাতি অর্জন করতে চায়। দুর্গোৎসব বৃথা, socialism ও capitalism এর মাঝখানে পরে গড়াগড়ি খাওয়া এক showmanship যেটা বন্ধ করা যাচ্ছে না কারণ তাতে বাঙালি সভ্যতার সঙ্কট দেখা দেবে"।

এই রকম ক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করতে করতে মিস ঘোষ ক্লান্ত হয়ে শেষ মেশ রান্নাঘর মুখী হলেন। খিদে পাচ্ছে, বিকেল ভেবে চট করে ফোন তুলে, অ্যাপ খুলে যেটা সামনে দেখতে পেলেন তাতেই ঘী পোলাও ও মটর পনীর বাছাই করে 'place' বোতাম টিপে দিলেন। মনে মনে গজরাতে গজরাতে বললেন, "হে মহামায়া, এই কি ছিল আমার কপালে? পুজোর দিনে ঘরে একা একা বসে পোলাও গেলা? পরিবার, পরিজন, স্বামী সন্তান এমনকি পরিচিত কেউ নেই আনন্দ ভাগাভাগিতে! এতকাল বিদেশে থেকে কি এই বিশৃঙ্খল একাকিত্তই প্রাপ্তি আমার?", প্রশ্ন অসম্পূর্ণ থেকে গেল দরজায় বেলের শব্দে। "ও হতচ্ছাড়া ডেলিভারি বয় এলো বোধয়", বলতে বলতে দরজা খুললেন মিস ঘোষ।

মুখে মাস্ক পরা একটি কালো জামা লোকের কাছ থেকে প্লাস্টিক ব্যাগ টা নিয়ে ভেতরে যাবেন, এমন সময় লোকটা বলে উঠলো, "শুভ মহালয়া দিদি, ভালো আছেন তো?" নতুন প্রশ্ন শুনে, মিস ঘোষ তাঁর নিজের পুরনো প্রশ্ন ভুলে গেলেন, অবাক দৃষ্টিতে তাকালেন ভদ্রলোকের দিকে। "কি ভাবছেন, আমি বাঙালি, বাংলাদেশের মাটি ছেড়ে এসেছি বহুকাল আগে, কিন্তু এখানে এসে পেয়েছি আপনাদের মতো আপনজন কে। ভালো থাকবেন দিদি"। মিস ঘোষ গলা চেপে বললেন, "হ্যাঁ আপনিও ভালো থাকবেন, "শুভ মহালয়া"। দরজা সবে বন্ধ করেছেন, আবার বেল। টিং টং ! দরজার লক খুলতেই একদল

শিশুর কোলাহলে ঘর ভরে গেল। সকলে রঙিন পোশাকে ঝোলা হাতে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ কেউ ভৌতিক মুখোশ পরে আছে, একসাথে তারস্বরে চিৎকারে বলে উঠল তারা, "Happy Halloween!!!!"

হাসি চাপতে পারলেন না তিনি। এই শিশুদের দলে জিন-গত ভাবে কেউ ভারতীয়, কেউ চীন, কেউ আফ্রিকা, কেউ মেক্সিকো, কেউ কোরিয়ার সুত্র ধরে আছে, কিন্তু আজ এরা প্রত্যেকের। এরা এই প্রজন্মের শিশু, যারা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ পালটানোর ক্ষমতা রাখে। ভিন্ন পারিবারিক রুচি ও সংস্কৃতি তে বড় হয়েও এরা আজ এক ও অভিন্ন।
এরাই বৃহৎ ভাবনা দিয়ে সমাজ কে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সভ্যতা থেকে ক্ষুদ্রতা কে দূর করে সঠিক অর্থে একান্নবর্তী করে তুলছে এই সমাজ কে। এরা শুধু দুর্গোৎসবের ভাগীদার নয়, Halloween এর উজ্জাপক ও। আবার এরাই Memorial Day, President's Day এবং যুগল ভাবে দেওয়ালি, ইদ ও ক্রিসমাস এর অংশীদার। বাঙালি ডেলিভারি লোকটির কথা মনে পরল মিস ঘোষের - "একজন দুজন নয়, অপরিচিত বলছি যাদের, এরা সকলেই আমার আপনজন"। আজকের দিনে রক্তের সম্পর্কে যা পাওয়া যায় না, সেরকম সাহায্য এবং আন্তরিকতা অনেকবার পেয়েছেন তিনি এখানের মানুষের কাছে।

যে আত্মনির্ভরতার বড়াই করেছেন তিনি সারাজীবন, সেই আত্মাভিমান পেয়েছেন এই দেশে এসেই । দুর্নীতিহীন এক সুস্থ সমাজ পেয়েছেন, নিজের ইচ্ছে মত সচ্ছল ভাবে বাঁচার সুযোগ পেয়েছেন, এমনকি নিজের পরিবারবর্গ কেও সচ্ছলতম করে তুলতে পেরেছেন এই বিদেশে থেকে । পরিচ্ছন্ন প্রকৃতি তে নিজের পরবর্তী প্রজন্ম কে তুলে আনতে পেরেছেন । সর্বতম, এক বৈচিত্র্যময় সহযোগী সমাজ তাঁর প্রাপ্তি হয়েছে এতগুলো বছরে । এই সমাজে তাঁরও সহযোগ আছে এটা মনে পরতেই সব অভিযোগ দূরে সরে গেল। শিশুর দল চকলেট নিয়ে চলে যাওয়ার আগে মিস ঘোষ বললেন, "Have a great Halloween Night and··· শুভ মহালয়া"। একটি ছোট্ট বিরতির পর ওদিক থেকে উত্তর এলো, "শুভ মহালয়া to you too"। মিস ঘোষ মুচকি হেঁসে ভাবলেন, "আমার দূর্গা আর আমার বাংলায় সীমিত নেই"।



To
The BAGA Family
Sarodiya Shubhechha

alpha medical clinic

Committed to optimizing your health

Providing you with the best doctors for the best care



Dr. Dhiraj Patel



Dr. Neil Patel

As the medical practice of Dr. Dhiraj Patel and Dr. Neil Patel, we are a full-service clinic specializing in adult internal medicine and geriatric care. From annual physicals to minor surgical procedures, our practice is committed to providing quality primary care. Dr. Dhiraj and Dr. Neil are both board-certified internists. Both physicians are affiliated with WellStar North Fulton Hospital.

WellStar Partners

Adhering to and maintaining top healthcare standards

Contact Us

401 South Main Street
Suite A4
Alpharetta, GA 30009

Mon-Fri 8:30 AM - 6:00 PM

Tel: (770) 772-4044
Fax: (770) 746-0742

Email: clinic@alphamed.sprucecare.com

www.alphamedicalclinic.com www.alphamedicalonline.com

কবি যখন আপনজন

পারমিতা কর বিশ্বাস

খুব ছোটবেলা থেকেই অভিজ্ঞতার আলোয় যে সহজ, নিরহংকার, মিতভাষী ও দরদী মানুষটিকে বারবার আবিষ্কার করেছিলাম, তিনি আমার পিসেমশাই কবি শঙ্খ ঘোষ, পরিবারে আমার দেখা সব পুরুষদের মাঝে যে একেবারেই ব্যতিক্রমী চরিত্র।

১৯৬৮ সালে জলপাইগুড়ির বন্যার সময় পিসি, পিসেমশাই ও পিসতুতো বোন মিঠি জলপাইগুড়িতে ছিল। তখন আমি খুব ছোট ছিলাম তবু মনে আছে, জল নেমে যাবার পর পরিষ্কারার্থে নিয়োজিত দিনমজুরদের সাথে আমার মা, পিসিমণি ও পিসেমশাইও হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেছিলেন। প্রচন্ড দুর্গন্ধে যখন বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, আমি দেখেছিলাম যে পিসেমশাই আরও তিনজনের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একটি মরা গরুকে বয়ে নিয়ে চলেছেন দূরে কোথাও ফেলে দেবেন বলে। সেদিন আমি একজন নীরব, কর্তব্যনিষ্ঠ, ও পরিশ্রমী মানুষকে দেখেছিলাম। তিনি কি লেখেন সেসব পড়ার বা বোঝার অনেক আগেই আমি মানুষ শঙ্খ ঘোষকে চিনেছিলাম।



দরদী, সংবেদনশীল ও সত্যনিষ্ঠ এক কবিকে চিনেছিলাম আরো অনেক পরে, একটু বড় হয়ে । কবি বলেছেন, "আমি ধর্মেও নেই অধর্মেও নেই" কিন্তু আমার মনে হয় আগুনের মত সত্য যার আদর্শ তাঁর কাছে ধর্ম ও অধর্ম দুটো শব্দ মাত্র। সকলেই জানেন কবি সকলের লেখা মন দিয়ে শুনতেন, মন্তব্য করতেন, উৎসাহ দিতেন। কলকাতায় যখন পিসির বাড়িতে থেকেছি তখন নিজেই দেখেছি পিসেমশাই কিভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা নাওয়াখাওয়া ভুলে সেসব কাজে মগ্ন থাকতেন। এই স্নেহদক্ষিণা থেকে আমিও বঞ্চিত হইনি। তিনি আমার সব লেখা পড়তেন, কখনো কখনো সংশোধন করে দিতেন এবং ভীষণ উৎসাহ দিতেন। প্রথমদিকে আমার একটু বাড়তি লেখার অভ্যাস ছিল, মানে ধরে আনতে বললে বেঁধে আনার অভ্যেস আর কি। একবার আমার একটা লেখার শেষ লাইনটা দেখে পিসেমশাই বললেন, "এই কথাটা তুমি বলবেনা, এই কথাটা পাঠকেরা ভাববে।" এই একটি কথাই আমার ভাবনাকে পরিশীলিত করেছিল ও অল্পকথায় গভীরতাকে ছোঁয়ার চেষ্টা আমার লেখাকে অনেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কিছু লিখলেই ফোনে সেটা আমি পিসেমশাইকে পড়ে শোনাতাম । একবার একটা লেখা ফোনে পিসেমশাই পরপর বারোবার শুনেছিলেন। আমি তো অবাক ! পরে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "লেখাটা ঠিক আছে তো?" ওধার থেকে উত্তর এলো, "ঠিক আছে মানে! ভীষণ ভালো হয়েছে।" কবির কাছ থেকে পাওয়া এই অণুপ্রেরণা আমাকে যে শুধু লেখার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে তাই নয়, আমার হৃদয়কে স্নেহের দানে পূর্ণ করেছে।

জলপাইগুড়ির উকিলপাড়ার বাড়ি খুব প্রিয় ছিল কবির । এখানে সকাল সন্ধে অনুরাগীবৃন্দের অত ভিড় হতনা তাই কখনো নিচের ঘরে বা কখনো ওপরের ঘরে বসে আপনমনে লেখালেখির কাজে সমাহিত হয়ে যেতেন তিনি। তাঁর অনেক কবিতা সৃষ্টি হয়েছে জলপাইগুড়িতে, আমাদের উকিলপাড়ার বাড়িতে বসেই। আমি যখন ওপরের ঘরে কথক নাচ প্র্যাকটিস, বিশেষত তৎকার করতাম, তিনি কাছেই চেয়ারে বসে চোখ বন্ধ করে তৎকার শুনতেন, তাল দিতেন, ছন্দমগ্ন হয়ে যেতেন; আর আমি নেচেই চলতাম। কবির ধ্যানভঙ্গ করতে মন চাইতনা । অবশেষে আমার ধরাশায়ী অবস্থা হলে তেহাই

দিয়ে নাচ শেষ করতাম। কবি একটু পরে চোখ খুলে বলতেন, "বাহ!" তখন শরীরের সব ক্লান্তি একনিমেষে উধাও হয়ে যেত।



আশির দশকের গোড়া থেকেই আমি কলকাতায় নাচ শিখতে যেতাম ও পিসীমণির বাড়ি থেকেই গন্তব্যস্থলে যেতাম। নাচ শেখার ব্যাপারে আমকে ভীষণভাবে সাহায্য করেছে আমার দুই পিসতুতো বোন মিঠি (শ্রাবন্তী ভৌমিক) ও টিয়া (সেমন্তী ঘোষ)। আমার বোন মিঠি আমার ব্যাগে কতগুলো বাসের নম্বর দিয়ে দিয়েছিল এবং বলেছিল কোন সমস্যায় পড়লে ট্র্যাফিক পুলিশের সাহায্য নিতে । একদিন ফিরতে একটু দেরী হয়েছিল, দেখি পিসেমশাই আমার চিন্তায় বারান্দায় পায়চারী করছেন। আরেকটি ঘটনা আমার খুব মনে পড়ে । পরবর্তীকালে নাচের অনুষ্ঠানের জন্য আমাকে প্রায়ই কলকাতা যেতে হত। ফেরার সময় পিসির বাড়ি থেকেই ষ্টেশন যেতাম ও আমার বোন মিঠি ও তার স্বামী সোমেশ্বর ওদের গাড়িতে করে আমাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিত। একবার জলপাইগুড়ির এক দম্পতি সেদিন একই ট্রেনে ফিরবে বলে সকালে আমার সাথে ফোনে কথা হল যে ওরা আমায় পিসীর বাড়ি থেকে তুলে নেবে। নিশ্চিত হবার জন্য দুপুরে তাদের একবার ফোন করতেই তারা জানালো যে কোন কারণে আমাকে নিয়ে আসা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছেনা। আমি হতভম্ব ও অসহায় হয়ে কিছু একটা বলেছি মাত্র, আর সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর থেকে পিসেমশাই ছুটে এসে বললেন, "ফোন নামাবেনা। ওদের বলে দাও আমার পিসেমশাই আমাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবে, তোমাদের আসার দরকার নেই।" এতটাই স্নেহপ্রবণ ও কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন তিনি।



স্নেহের আড়ালে আবডালে আরও কত স্মৃতি উঁকি দিচ্ছে মনে। সবটুকু একসাথে বেঁধে ফেলা অসম্ভব। আমার স্বামী শেখর কর, যিনি একজন সঙ্গীতশিল্পী ও কবি, এবং আমি, দুজনে কবি শঙ্খ ঘোষকে শুধু পিসেমশাই হিসেবে নয়, একজন আদর্শ, সত্যনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে পেয়েছি, আলোকিত হয়েছি। আমাদের দুজনকেই পিসেমশাই লেখালেখির ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন। কবি শঙ্খ ঘোষ আমার কাছে এক স্নেহের বটবৃক্ষ, আমার মনের আশ্রয়।



পারমিতা কর বিশ্বাস উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দা। কর্মজীবনে ইংরেজী সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পারমিতা শহরের একটি হায়ার-সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষিকা। শাস্ত্রীয় ও সৃজনমুলক নৃত্যশিল্পী (বি মিউজ) হিসেবে দেশে ও বিদেশে নাচ পরিবেশন করেছেন। অঙ্কনে দক্ষ পারমিতা কমার্শিয়াল আর্টে বোম্বে ব্রিটিশ ইনস্টিউট থেকে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত।

সাহিত্যের ছাত্রী হিসেবে স্কুলজীবন থেকেই লেখার চর্চা শুরু। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তার লেখা কবিতা ও মুক্তগদ্য প্রকাশিত ও প্রশংসিত হয়েছে।

"PARADISE REGAINED"!





A travelogue - by Prosanto Hazra

(With apologies to John Milton!)

I love the biscotti served by Delta airlines. But that's not why I was on their flight to the Caribbean on a sunny Saturday morning in August. I was thrilled to be on board with my family, headed for a week of fun in the sun!! About four quick hours at thirty-six thousand feet and two onboard movies later, we touched down gently at Aruba's Queen Beatrix International Airport. The island numbering hardly a hundred thousand, is a constituent country of the Kingdom of the Netherlands located in the mid-south Caribbean Sea, with the Venezuelan peninsula lying 29 kilometers to its north.

Despite strict health check protocols, we were processed pretty quickly through Aruban Customs and Immigration… … "Bon Bini" said the driver meaning "Welcome", embracing us with her smile. We quickly discovered Arubans radiate happiness, courtesy and friendliness.

Interestingly too, they are fluent in four languages – English, Dutch, Spanish and Papiamento (a Creole language which is a mix of Portuguese and Spanish spoken in the Dutch Caribbean). Additionally, they have the option of learning French and German in school!



The drive to our resort hotel took just 30 minutes. The route was peppered with periodic traffic roundabouts, and dotted with stores, supermarkets, schools, and pretty, colorful little single-story bungalows, many with charming red terracotta tiled roofs. Aesthetically appealing, the bright colors also help to deflect the brilliant sun and heat.





Water craft including jet skis, catamarans, majestic sail boats with party revelers on board, speed boats with water skiers, rafts and para sailors in tow alongside dramatic faux "jolly pirate" tour ships, dotted the water beyond the swim line. In the distance we spied some yachts and cruise ships which had dropped anchor.



coffee which truly hit the spot, would jumpstart our senses. We couldn't wait to get in the water.

The ocean was calm, immaculate and irresistible. She beckoned brazenly, glistening chameleon-like, in rippling shades of emerald, turquoise, light blue and navy.





We hastened to the beach where Cabanas with chairs and loungers snuggled beneath the palms and offered the comfort of coolness and shade. They were numbered. Call buttons enabled fresh hot food and beverage service.

The blonde beach was just drop-dead gorgeous! So, don't you think it made perfect sense to eat, drink, swim and bake in the sun?

After a few hours of more delicious food and fun in the sun and sea, it was time to wash the sand off our feet at the convenient wash station nearby. The next thing we knew, we were splashing around in the enticing fresh water pool, to the accompaniment of party music and cooling off with beverages.



FLAMINGO FANS IN THE POOL?

Despite a big breakfast, followed by chicken wings and tenders, grilled hot dogs and fries at the beach, we were already feeling ravenous.

Just a short walk from our hotel we found a wide array of eateries and restaurants. The seafood place we chose was an absolute hit. The late lunch and beer made us sleepy. But I still couldn't resist the Gelato place and indulged my childhood ice-cream fantasies, with my grandkids, as the setting sun gave the day a photo finish.



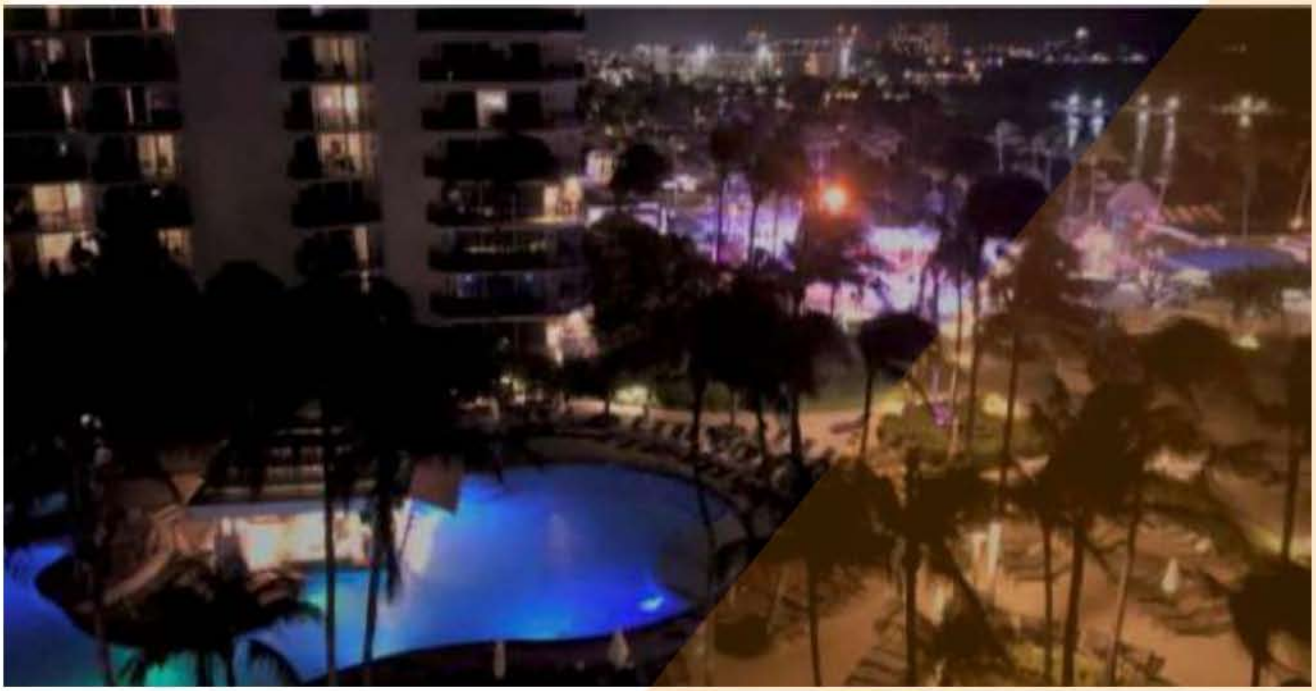


NOON TIME IN THE SILVER SEA!



I WANT THEM ALL!

Back at the hotel, melodious smooth jazz wafted across as we sat on our balcony with some satin smooth Pinot Noir for company, savoring the evening, while the velvet night tiptoed in softly over this beautiful isle of dreams.







Each day promised the possibility of a plethora of activities, anticipation and excitement. They included delectable culinary, wine and cocktail experiences, souvenir shopping, ATV explorations, snorkeling, scuba diving and a whole host of water sports! But for me the highlight was the submarine trip to explore the fascinating undersea world and the historical wreck of the German cargo ship SS Antilla, built in 1939 with turbo-electric transmission.

Our guide emphasized it is one of the Caribbean's largest explorable ship wrecks! It met its dramatic end during the Second World War.

On May 10, 1940 Germany invaded the Netherlands! Rather than let the Antilla fall into the hands of the Dutch, the German Captain and crew set it afire from bow to stern and scuttled it! The Antilla now lies broken in two on its port side in about 60 ft of water in Aruba's Malmok Bay. But a small part of its

starboard side still seems to keep vigil above water. It is home to corals, tube sponges, lobsters, sea turtles and numerous species of fish, including moray eels.

Though Aruba is the world's largest Aloe exporter, its economic mainstay is tourism. A past testament to its short-lived but partial industrialization is the huge abandoned oil refinery on the east end of the island, near Seroe Colorado. On February 16, 1942, it dramatically survived an attack by the German Submarine U-156! Sadly, even after managing to outlive such mortal danger, the ill-fated enterprise eventually died! Citgo Aruba Refining (CAR) closed on 30 January 2020. Alas, it now resembles a wasted, abandoned, eerie sci-fi movie set, while the colony resembles a ghost town. Fortunately, we soon left this somber specter of the past behind us on our way to the highlight of the evening …



We were seated barefoot at one of the few specially reserved tables, literally awash in six to eight inches of fresh seawater as it lapped gently over a low reef onto the sand and sensuously over our feet! To our delight, the



The *Flying Fishbone* is an exclusive and unique restaurant literally on the water! Dinner was unforgettable to say the least. It was the quintessential *Caribbean experience. A connoisseur's dream!*



Sangria and subsequent Prosecco paired perfectly with the appetizers including the Calamari and Oysters, while we witnessed a destination wedding!

The cool breeze gently caressed our cheeks. The ambience was superb with the setting sun smiling enigmatically in approval of our selection as we dined. The Chef's magical, palette-pampering creations featuring oysters, scallops, lobster, crab and sea bass were simply outstanding. We were beyond gratified!

We were caught up in a timeless trance. A week seemed to pass in a flash. With just two days remaining, we headed for the famous

Baby Beach or "*Klein Lagoen*", in the comfort of an air-conditioned mini-bus.

The ride was pure fun. It took us sightseeing once more through colorful downtown to the southern end of the island. Baby Beach derives its name from the shallow, placid

waters which make it very safe for children inside the man-made lagoon, bound by a ring of reefs.



It is ideal for snorkeling, swimming and diving. But we were cautioned – not to venture beyond the coral reefs for fear of treacherous rip tides!

Unlike many of the other beaches it is not very crowded especially on weekdays. We rented sun tents and lounge chairs and ordered fresh mouth-watering grilled snapper, chicken tenders and fries for starters. The island's signature chilled *Balashi beer*, supplemented by my very own Vodka-mango cocktail and Chardonnay from our well stocked cooler made a spirited combination indeed!



Big Mama's Restaurant behind us, offered a cheerful welcome and the promise of cool shade and comfort. Lunch and drinks there were delectable accompanied by island music, under its traditional thatched roof, supported by a sturdy wooden log structure and furnished with hand-made log furniture.

As the late afternoon sun waned, we reluctantly bid adios and returned to enjoy the majestic sunset and mellow evening at the hotel.



We were up early the next morning to make the most of our final day on this charismatic island in the sun.

As the prelude to daylight streaked the horizon in shades of orange and gold, I was swept by a wave of nostalgia. My mind instinctively recalled the strains of "Banana Boat" - Harry Belafonte's timeless Calypso song - "Day-o, day-ay-ay-o, Daylight come and me wan' go home" ... the only difference being *we didn't want to!*



That evening the curtains went up on our grand finale with a fitting flourish. And where else but at *Ruth's Chris Steakhouse* for dinner, much to my wife's immense delight!

The limited, reserved outdoor seating alongside the tropical garden, was bathed in mysteriously intriguing purplish-blue mood lighting with soft rock adding to the magic.



The ambience was splendid, imbued with a degree of sophistication and elegance as befits a premier steakhouse of its kind.
Our immaculately clad, white-gloved waitress gave us a VIP welcome and held forth at great length on a wide selection of wines, cocktails and liquors. We settled on a *2011 Duckhorn Merlot* and were suitably commended on our choice.



For *hors d'oeuvres – we surrendered to Ruth's crisp signature Calamari with sweet and spicy chili sauce, and seared Ahi Tuna accompanied by English cucumbers and mustard beer sauce!*



We savored the wine at leisure. It seemed to sing in utter and joyful harmony with the appetizers, like a heavenly prima donna inspired by an ethereal symphony!

In a little while, our charming "Lady-in-Waiting" was back to check on us and extol the virtues of their Chef and the awesome magic he



wielded over his subjects like the Ribeye, T-bone, NY Strip, Porterhouse and Filet Mignon, along with a list of palette-pleasing sides to accompany them. *The Filet Mignon and Ribeye done medium-well, won outright!* They arrived on sizzling-hot plates we were warned not to touch till safe!

The *Creamed Spinach and Cremini Mushroom* sides were perfectly paired with the entrees. And I must confess we savored every moment of this crowning gastronomic experience fit for a king (or queen)!

The next afternoon, after brunch it was time to depart. We were still unprepared for the flight back to reality. However, we were cautioned by Marriott that the rigorous pandemic protocol and US Immigration and Customs formalities which were conducted at Aruba airport itself, could take several hours! It was here that *Global Entry* proved its worth. And we struck *"gold"* in Manuel, an expert Airport porter, who whisked us through, as if we had wings beneath our feet! Happily, we were able to shop duty free! We even had an hour to relax in the luxury of the Airline Lounge, before reluctantly bidding farewell to this bewitching Caribbean Island Paradise! … Truly a happy place which put a bounce in our step and a song in our hearts. *Viva Aruba*!!

Photos & images courtesy:
Prosanto Hazra, marriott.com, Needpix.com, google.com, shutterstock.com, unsplash.com
Layout, design, title & captions: Prosanto Hazra

শারদশশী

শক্তি করভৌমিক দত্তরায়

আশ্বিনের এই পরম দুর্দিনে
সুখ যদিও কম সবারই মনে
তবুও এই সোনা রোদের আলো
কোন সকালে তোমার অজান্তেই
ছড়িয়ে গেছে রেল লাইনের পারে
নদীর ধারে কাশের বনে বনে।

আশ্বিনের এই অসুস্থ সন্ধ্যাতে
মেঘের সঙ্গে চিরচেনা লুকোচুরি খেলা
শেষে সূর্য গেছে পাটে
শহর বাজার রঙীন পসরাতে
সেজেগুজে ডাকছে তোমাকেও
পুজো এলো সবার ঘরের দোরে।
অনেক দিনের পাওনা ছুটি চেয়ে
চিঠি পাঠায় ব্যস্ত মানুষগুলি।
সবার কোথায় যাওয়ার তাড়াহুড়ো।
নদী নালা জলে ভরোভরো মাঝি ভাইটি ভাওয়াইয়া গান ধরো।
ভাইধনরে নাইওর নিত কইও।

মহামারীর শিকল ছিন্ন করে দুর্গাঠাকুর আসবে চলে ঠিক
দিগ্বিদিকে ফুটবে আলোর ফুল।
ফুটপাথে এক ছোট্ট মেয়ে ঘুমের চোখে দেখে
শিউলি ফুলে ঢেকেছে তার পাড়া।

আশ্বিনের এই শারদ জ্যোছনাতে
দিন জুড়ল রাত ফুরাল মিতাক্ষরা আয়ু
যে দিন যে জন যে সুখ ছিল আগের ঋতু জুড়ে
সেসব গেছে, শারদশশী,
সত্যি শুধু নদীর তীরে আবোল তাবোল হাওয়া।

আজকের পাঠক্রম

অনুপকুমার আচার্য

কবিতা ছুটি নিয়েছে বলে ----
আজ সকালে
ত্রিকালজ্ঞ ঋষির মতো
ছোটগল্পের সঙ্গে দেখা হবার কথা;

কবিতা ছুটি নিয়েছে বলে ----
দুপুরে সৌভাগ্যক্রমে
ধ্যানগম্ভীর সাধকের মতো
ভ্রমণকাহিনির মুখোমুখি হওয়া যাবে;

কবিতা ছুটি নিয়েছে বলে ----
নিবিড় সন্ধ্যাবেলা আজ
দৃষ্টিতে মায়াকাজল
স্নিগ্ধ উপন্যাসের আবেশে মাতাল হবে;

কবিতা ছুটি নিয়েছে বলে ----
একটু রাতের দিকে
প্রাচীন বটের মতো প্রচারবিমুখ
নির্মোহ আত্মজীবনী পাঠের সুযোগ এসেছে!

Kasha mannaya

Raka Chakraborty, Freshman, GA Tech

My AP Lang teacher always encouraged us to find our voice as writers by periodically assigning peculiar prompts, this particular time, tasking us with describing a personal experience with food. Immediately the idea struck me – "Kasha Mannaya" or, in English, porridge. It's safe to assume that few people claim this as their favorite dish, but it's grown to hold high emotional and comedic value for me. I recall sitting on the kitchen counter with my brother as my mom simultaneously fed us porridge for breakfast. I remember craving it whenever I fell ill and jumping with joy when I learnt to make it myself.

By the time I was four years old, I was relatively proficient in Bengali and began learning English in kindergarten. I found myself substituting certain English words for their Bengali counterparts. I had always assumed kasha mannaya was one such fusion term. As I began to compose my porridge essay, I realized I had only ever spoken this word, never written it, so I did a quick google search to ensure my spelling of the phrase was correct. After a few tries of various phonetic guesses, I stumbled across a recipe posted on Olga's Flavor Factory.

Now before I continue, some much-needed, tangential background. My mother was born in Russia and lived there for over 20 years, so it's no surprise that she integrated bits of Russian culture into our upbringing. Thus, as soon as I read the title of that blog post, I connected the dots and my bubble of oblivion burst. I rushed downstairs and demanded an explanation from my mother. How could she have led me astray like this?! Never once had the idea of kasha mannaya being Russian crossed my mind! As I pressed my mother on how she blindsided me, her initial confusion faded, and soon enough, we were both doubled over laughing at the silly misunderstanding. Till date, she jokingly holds it over my head, and I have since vowed to never again assume a word's etymology.

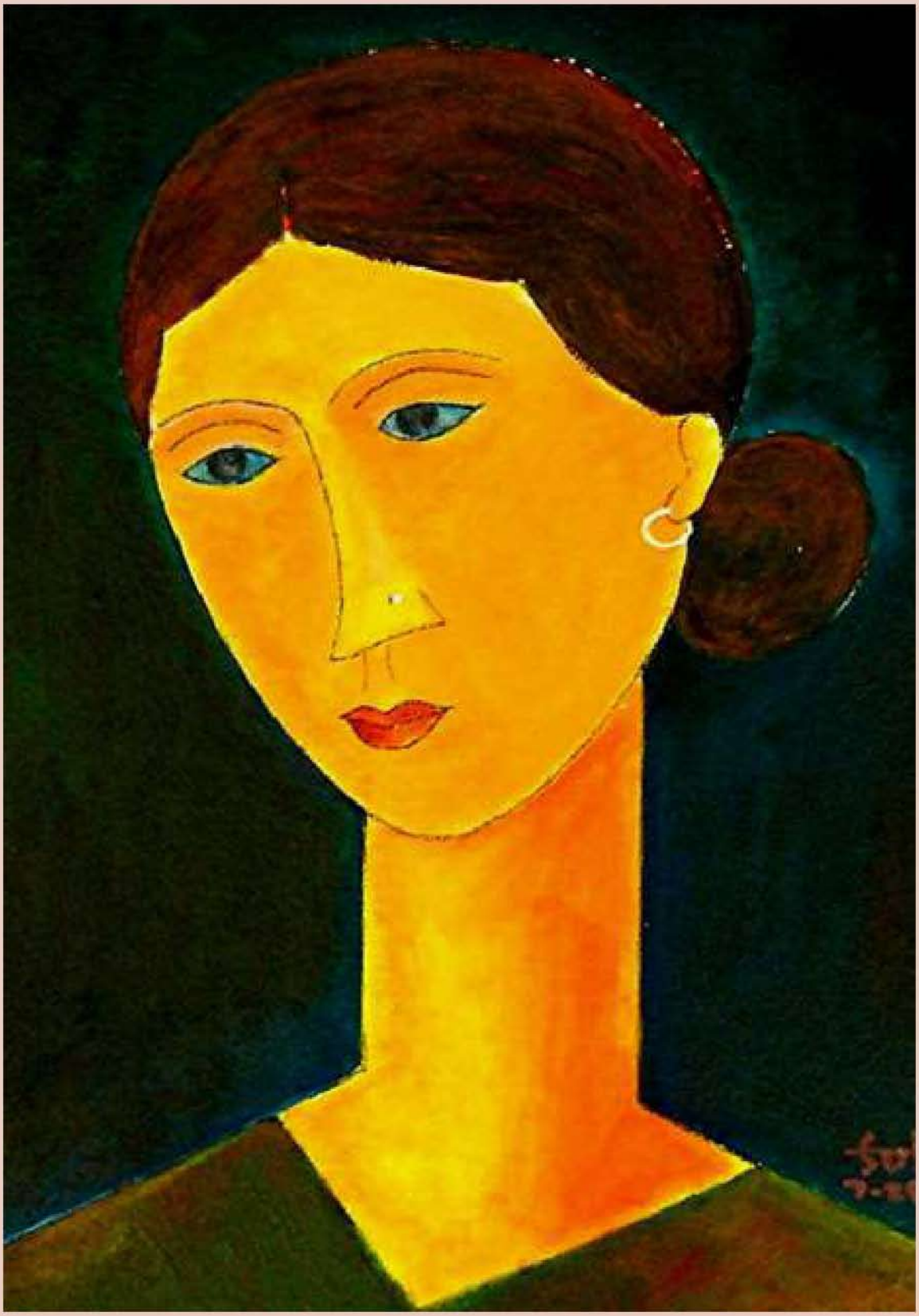




Dipika Chakrabarti



Hello - Paromita Ghosh



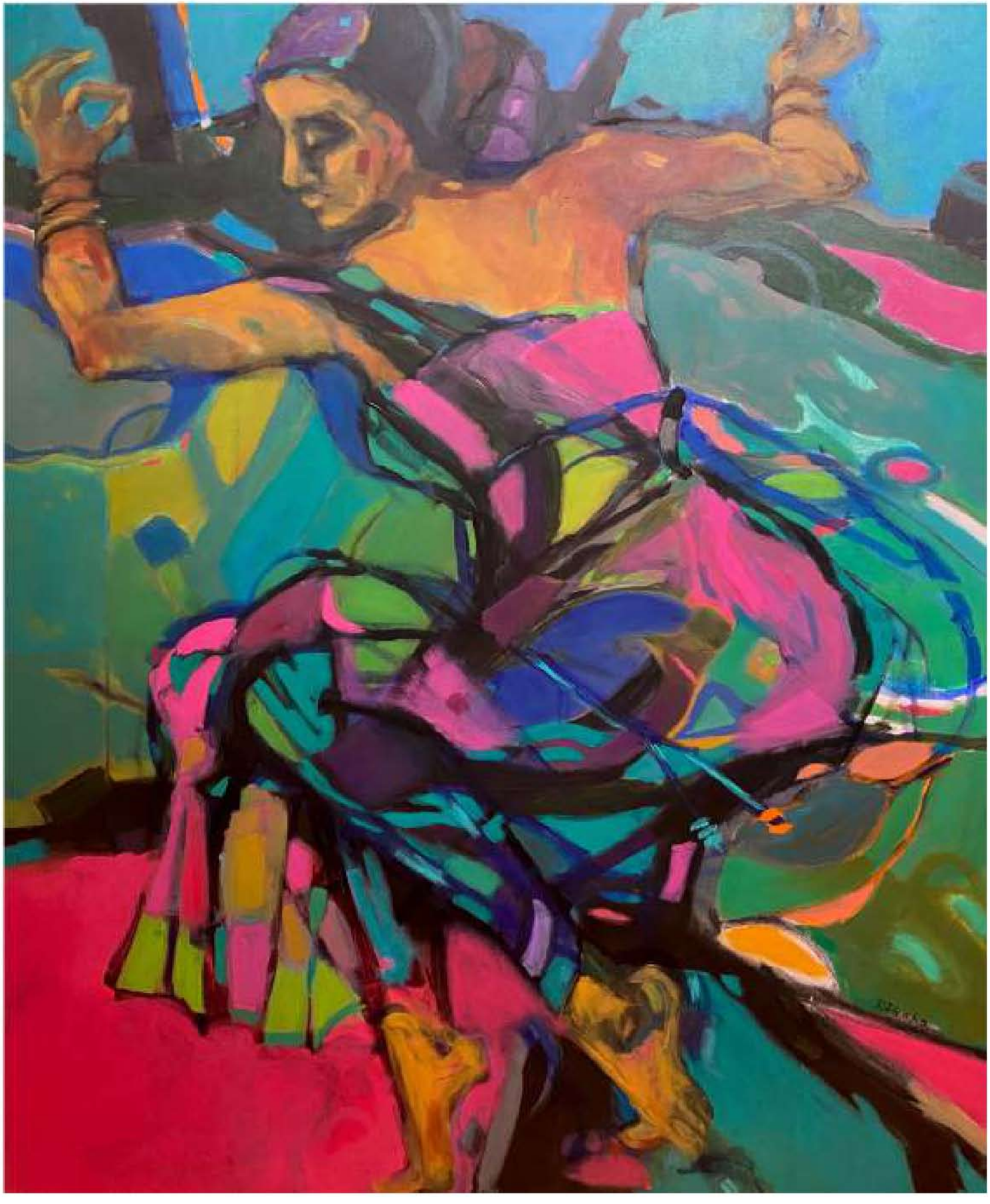
Painting by:

Suhas Sengupta

Nature's Bounty
Painting by Saswati Mukherjee



Raka Bose Saha

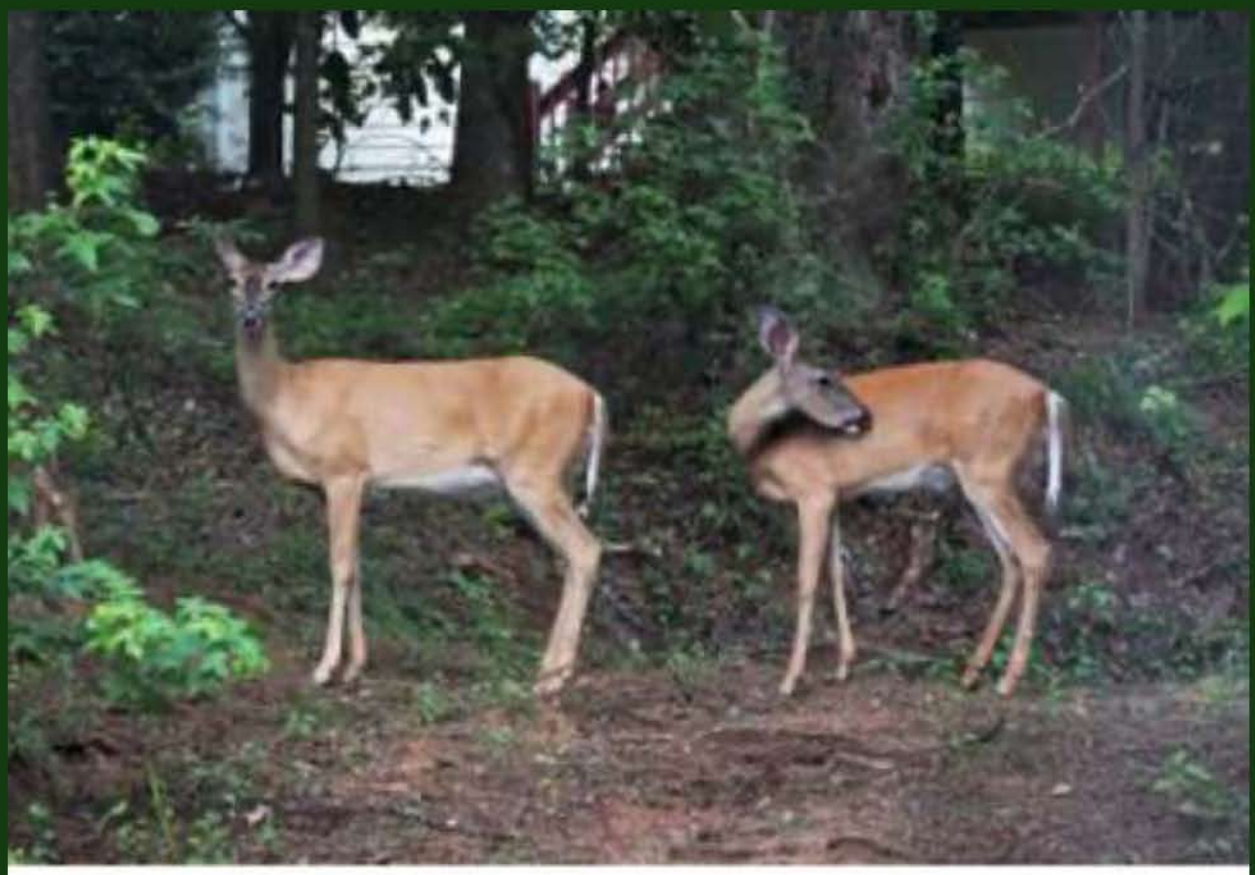






Photographs by:

Satyajit Karmakar





Photograps by:

Satyajit Karmakar





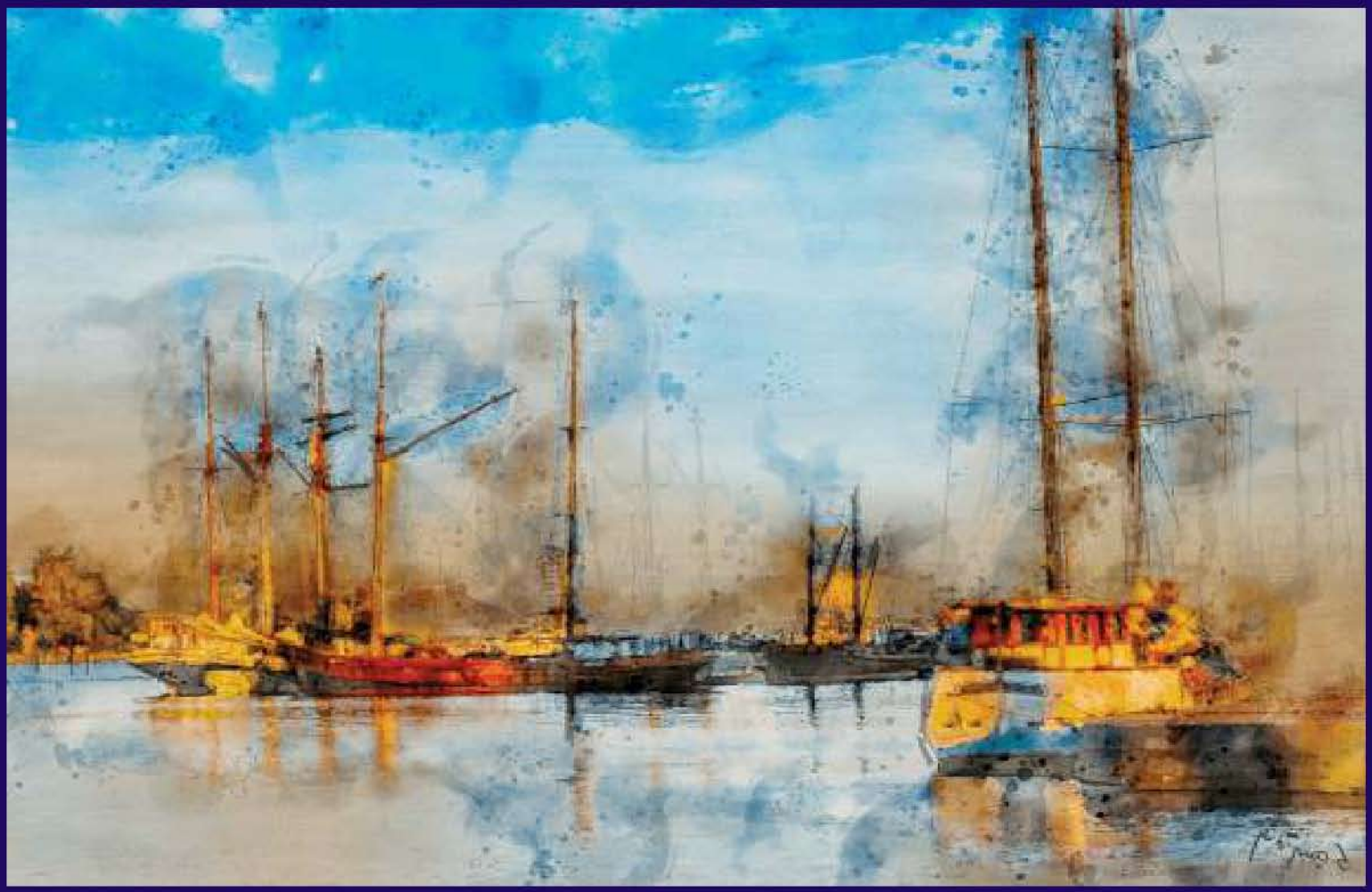
Potographs by:
Kamalaska Das

Dhaki



Color sketch by
Indrajit Chowdhury

Evening In Helsinki



by:

Sanjay Maity







Photographs by:

Girish Modi


Somesh Karanjee


Sujit Bose
Sujit Bose


Satinath Sarkar


Abhi Hazra
© Abhi Hazra


Shankar Sengupta
© Shankar Sengupta


BAGA Math Quiz
2. AVAMON GHATA...
7. Anushka Saha
Rituparna Banerjee
Runa Talukdar-Mitr...
8. Arush Roy
9. Aarushi Guin
1. Tojo Auddy
12. Debesh Majumd...
10. Om Guin
3. Krish Agarwal
5. Sharanya Kar Bh...
11. Tushar Chatterj...
6. Divija Nath
4. Animita Dutta
zoom


BAGA
Bom Kali Tora Jali
Ghol Ghol Gholate
লাগ
ভে
ল্কী
লাগ
Teko Chulo
শুভ নববর্ষ

BAGA FINANCIAL

	As of 12/31/2020	As of 3/31/2021	As of 6/30/2021	As of 7/31/2021
/WELLS FARGO 099	10,000	10,000	10,000	10,000
WELLS FARGO 281	15,231.57	15,231.57	15,231.57	15,232.57
WELLS FARGO 224	32,158.72	32,158.72	32,158.72	32,158.72
PIEDMONT BANK	30,000	30,000	30,000	30,000
SAV WELLS FARGO	2,584.47	2,584.53	2,584.59	2,584.62
CHE WELLS FARGO	11,446.68	11,243.58	9,680.20	9,580.20
Interest in 2020	1,229.79	1,229.79	1,229.79	1,229.79
BOD ASSETS	102,651.23	102,448.19	100,884.87	100,785.90
BSC Checking accoont	3,108.86	3,108.86	3,126.02	3,126.02
EC checking account	19,330.10	33,456.28	35,115.54	36,415.17
BYC cash in hand	0	0	0	0
Total BAGA ASSETS	125,090.19	139,013.33	139,126.43	140,327.09
Liability & Equity				
Total Liability				
Equity				
Opening Balance Equity	127,161.62	115,860.33	128,440.35	130,000.81
Retained Equity	9,026.82	9,026.82	9,026.82	9,026.82
Nett income/ loss	-11,098.25	14,126.18	1,659.26	1,299.46

BAGA Past Executive Committees

Year	President	Vice Presidents	Secretary/Jt. Secretaries	Treasurer
2020	Kishore Chakraborty	Shantanu Paul Joyshree Chowdhury Apala Sen Bishan Chandra Avijit Saha		
2019	Subho Nath	Dipanjan Banerjee Kamalaksha Das Moitri D. Sarker Paromita Ghosh Sukla Mondal		Biplab Chandra
2018	Ayan Banerjee	Subhadra Gupta Rajdeep Mondal Mohua Maity		Anirban Majumder
2017	Jay Bhattacharjee	Lahari Das Soma Dey Subhadra Gupta Kishore Chakraborty Mamata Paul		Chaitali Nath
2016	Parimal Majumder	Arindam Tapaswi Ayan Banerjee Kishore Chakraborty		Manas Chatterjee
2015	Munmun Sen	Mala Basu Parimal Majumder Arup Dhar	Anshuman Guin	Dipankar Roy
2014	Sonjukta Halder	Mousumi Karanjee Mausumi Basu	Reshmi Mukherjee	Sudipta Ray
2013	Monamee Adhikari / Sumit Dutta	Partho Banerjee	Mousumi Basu	Sudip Kundu
2012	Abir Guha Thakurta	Avro Deb Shankar Sengupta	Ashoke Sarker	Subroto Majumdar
2011	Joy Bhattacharjee	Dharmajyoti Bhaumik Krishnendu Das	Monamee Ghosal	Bhaskar Mitra
2010	Achintya Dey	Ashima Das Sumit Dutta	Kaushik Basu	Debatirtha Basu
2009	Priyabrata Dutta	Debasree Chatterjee-Dawn Saswati Banerjee	Joyita Bagchi Hedge	Subhankar Mukherjee
2008	Rabindra Chakraborty	Papiya Dutta	Mousumi Karanjee	Shubu Mitra
2007	Dibyendu De	Shanta Gupta	Ranjita Betarbet	Umasankar Mondal
2006	Kiriti Gupta	Abir Mullick Anil Chakraberty	Dibyendu Dey	
2005	Mamata Paul	Sabari Roy	Premananda Goswami	Soumen Ghosh
2004	Partho Mukherjee (Jr.)	Mamata Paul	Maitree Sarkar	Sandip Dutta
2003	Shankar Sengupta	Amalendu Sarkar	Raja Gautam Kar	Sanghamitra Saha Surajit Roy
2002	Raktim Sen	Soumitra Chattopadhyay	Sabari Roy	Arunava Saha
2001	Amiya Ray Chaudhuri	Mridul Kumar Paul	Amlan Mojumdar	Surajit Roy
2000	Debashis Bhattacharya (partial term served)		Working Committee : Sumitra Bhattacharya Shubhra Nag	Timir Pandit
1999	Nita Bose	Shubhra Nag Maya Biswas	Ashoke Sarkar Madhumita Chatterjee Chaitali Chatterjee Anjali Roy	Sharmila Chatterjee Sathi Karan
1998	Sreeparna Roy	Sanjukta Haldar	Lekha Mukherjee Sabitri Pal	Rajashree Jena
1997	Shailendra Banerjee		Rajashree Jena Saibal Ghosal Gouri Banerjee	Timir Pandit

BAGA Past Executive Committees

1996	Ashoke Bhattacharya		Sanjoy Maity	Joydip Bandyopadhyay
1995	Manoj Chakraborty			Ashoke Sarkar
1994	Monica Mukherjee		Anjali Roy	Alpana Poddar
1993	Shrimita Ray Chaudhuri		Sumitra Bhattacharya	Manoj Chakraborty
1992	Shubhra Nag		Kasturi Talukdar	Nirmal Das
1991	Kaberi Basu		Partha Bhattacharya	Gautam Goswami
1990	Sumitra Bhattacharya		Uma Mukherjee	Anik Chakraborty
1989	Dipak Bagchi		Dipankar Sarkar	Anita Chakraborty
1988	Niranjan Talukdar		Sujan Mukherjee	Anjan Duttagupta
1987	Alak Biswas		Shrimita Ray Chaudhuri	Dipak Bagchi
1986	Ashim Dutta		Monica Mukherjee	Barun De
1985	Ranjan Duttagupta		Bula Gupta	Soumya Das
1984	Partha Mukherjee		Rabi Basu	Lali Derrick
1983	Samarendra Mitra		Niranjan Talukdar	Samir Mitra Lali Derrick
1982	Sabyasachi Gupta	Alak Biswas	Ashim Roy	Priya Das
1981	Bijan Das		Samarendra Mitra	Partha Mukherjee Pranab Lahiri
1980	Mohit Sen	Sumitra Bhattacharya	Jayanta Bhattacharya	Ashim Dutta
1979	Jayanta Bhattacharya		Partha Mukherjee	

FINANCIAL NEEDS ANALYSIS

Personal Solutions

- Financial Goal Setting
- Recommendations and Implementation
- Term Life/ Universal/ Index Universal Life
- Whole Life / Final Expense Insurance
- Health Insurance
- College Funding Plans
- Estate Transfer Concepts and Solutions
- Long Term Care / Disability Income
- Critical Illness / Chronic Illness Protection
- 401(k) / 403(b) Rollovers
- Traditional IRA / Roth IRA
- Immediate & Deferred Annuities

Business Solutions

- Simple IRA
- SEP IRA
- 401K Plan
- Cross Purchase Buy-Sell Agreements
- Group Life Insurance
- Group Health Insurance
- Key Person Insurance

How May I Help You?

POWER OF CHOICE

REPRESENT MORE THAN 100 INVESTMENT AND INSURANCE COMPANIES

PROVIDE SERVICES AND SOLUTIONS BASED ON INDIVIDUAL NEEDS



Gita Das
Financial Needs Analyst
(404) 510-5117

Global One Insurance LLC
Email: ginsurance2012@gmail.com
Fax: (770) 807-0070
3079 Crossing Park Rd, Norcross, GA 30071



EXPLORE OUR EXCLUSIVE

ROSE GOLD DIAMOND JEWELRY

Malanijewelers malani_jewelers malani_jewelers malani_jewelers

WWW.MALANIJEWELERS.COM

STORE AT ATLANTA

739 Dekalb Industrial Way, Suite #2100, Decatur, GA 30033

404.298.7811